শব্দার্থে

আল কুরআনুল মজীদ

১ম খণ্ড

অনুবাদক

মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হলেও আরবী ভাষায় কম অভিজ্ঞ লোকদের জন্যে সরাসরি শব্দে অর্থ বুঝার মত অনুবাদের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। তবে শুধু শব্দার্থ দ্বারা অনেক সময় মূল বক্তব্য জানা সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাঃ) এর তরজমা -এ কুরআন থেকে ভাবার্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোগ করা হয়েছে, যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে না হয়।

পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ চয়নের ক্ষেত্রে আমি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সীরগণের গ্রহণীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী (রাঃ) এর শাব্দিক অনুবাদ (উর্দু) তফসীরে মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আল কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর(রাঃ) এর তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) এবং মক্কাশরীফে উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran"(আরবী-ইংরেজী) এর সহযোগিতা নিয়েছি। এ সত্বেও কোন ত্রুটি যদি কোন গবেষকের সামনে ধরা পড়ে তা অনুবাদককে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। বিদেশে অবস্থানের কারণে মুদ্রণ ত্রুটি ও রয়ে গিয়েছে। আগামীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বঙ্গানুবাদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে বাংলা শব্দার্থগুলোকে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পড়ার পরিবর্তে আরবী শব্দের নীচে দেয়া বাংলা শব্দার্থ ও আয়াতগুলোর শেষে দেয়া বাংলা ভাবার্থ পড়তে হবে। এভাবে শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝে কিছুদুর অধ্যয়ন করতে পারলে পরবর্তিতে কুরআনের বাকী অংশের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এরপরও পূর্ন কুরআন অধ্যয়নের জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সহযোগিতা নেয়াই উত্তম হবে।

এ কাজে জনাব মাওলানা আ, ন, ম, রশীদ আহমাদ এবং জনাব মাওলানা শামাউন আলীর সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

সবশেষে এ কাজে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত যাতে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন তার জন্য তারই দরগায় কাতরভাবে মোনাজাত করছি।

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা, সৌদি আরব

প্রথম প্রকাশঃ

২১শে মহররম ১৪১০ হিঃ

২২শে আগষ্ট ১৯৮৯

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১। সূরা আল-ফাতিহা	৫
২। সূরা আল-বাকারা	৮
৩। সূরা আলে-ইমরান	১৪৯

সূরা আল-ফাতিহা

নামকরণ

এ সূরার নাম 'আল-ফাতিহা'। বিষয়-বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে। যা দ্বারা কোন বিষয়, কোন গ্রন্থ কিংবা কোন কাজ আরম্ভ করা হয়, আরবী ভাষায় তাকেই 'ফাতিহা' বলা হয়। বাংলা ভাষায় তা ভূমিকা ও মুখবন্ধের অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যতের প্রথম অধ্যায়েই এ সূরা নাযিল হয়। নির্ভরযোগ্য হাদিস হতে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি এ সূরাই সর্ব-প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। এর পূর্বে শুধু কয়েকটি খন্ড-আয়াতই নাযিল হয়েছিল, যা বর্তমানে সূরায়ে 'আলাক', সূরায়ে 'মুযযাম্মিল', সূরায়ে 'মুদ্দাচ্ছির' প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়-বস্তু

এ সূরা মূলতঃ একটি প্রার্থনা মাত্র। খোদার এ মহান কালাম অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহতা'আলা এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। একে কোরআনের অগ্রভাগে স্থান দেয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে এ কথা শিক্ষা দেয়া যে, এ মহান গ্রন্থ হতে উপকৃত হতে হলে সর্বপ্রথম খোদার নিকট প্রার্থনাই করতে হয়।

বস্তুতঃ মানুষের মনে যে জিনিস লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় মানুষ স্বভাবতঃ তারই প্রার্থনা করে থাকে এবং সে প্রার্থনাও ঠিক তখনই করে যখন সে নিঃসন্দেহে জানতে ও অনুভব করতে পারে যে, সে যার নিকট প্রার্থনা করছে উক্ত জিনিসটি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ এবং তার মঞ্জুরী ছাড়া তা আদৌ পাওয়া যেতে পারেনা। অতএব কোরআন-মজীদের শুরুতেই এ প্রার্থনা স্থান নির্দেশ করতঃ লোকদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্য পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়েই এ কিতাব পাঠ করে এবং আল্লাহতা'আলাকেই সকল জ্ঞানের মূল উৎস মনে করে তাঁরই নিকট পথ-নির্দেশ লাভের প্রার্থনা দ্বারা কোরআন অধ্যয়ন শুরু করে।

এ কথা বুঝে নেয়ার পর এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরায়ে ফাতিহা প্রকৃত পক্ষে কোরআন গ্রন্থের ভূমিকা নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রার্থনা এবং কোরআন হচ্ছে তার বাস্তব উত্তর। বস্তুতঃ সূরায়ে ফাতিহা মানুষের একটি প্রার্থনা-বিশেষ এবং মূল কোরআন খোদার নিকট হতে এ প্রার্থনার জবাব মাত্র। মানুষ প্রার্থনা করে এ বলে : 'হে খোদা-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সত্যের পথ দেখাও'। উত্তরে আল্লাহতা'আলা পূর্ণ কোরআন মানুষের সম্মুখে পেশ করে বলেনঃ "তোমাদের প্রার্থনানুযায়ী আমার পক্ষ হতে তোমাদেরকে এ জীবন-বিধান দান করা হল"।

آيَاتُهَا ٧ — সাত তার আয়াত

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আলফাতিহা মক্কী

رُكُوعُهَا ١ — এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ — আল্লাহর নামে (শুরু করছি)
الرَّحْمٰنِ — অশেষ দয়াবান
الرَّحِيْمِ ۝ — অতীব মেহেরবান

اَلْحَمْدُ — সকল প্রশংসা
لِلّٰهِ — আল্লাহর ই জন্য
رَبِّ — (যিনি) রব
الْعٰلَمِيْنَ ۝١ — সারা জাহানের
الرَّحْمٰنِ — অশেষ দয়াবান
الرَّحِيْمِ ۝٢ — অতীব মেহেরবান

مٰلِكِ — মালিক
يَوْمِ — দিনের
الدِّيْنِ ۝٣ — বিচারের
اِيَّاكَ — তোমারই (শুধু)
نَعْبُدُ — আমরা এবাদত করি
وَ — এবং
اِيَّاكَ — তোমারই (কাছে শুধু)

نَسْتَعِيْنُ ۝٤ — সাহায্য চাই আমরা
اِهْدِنَا — আমাদেরকে দেখাও
الصِّرَاطَ — পথ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ — সরল সঠিক

১. সকল প্রশংসা[১] একমাত্র আল্লাহতা'আলারই জন্যে যিনি সারাজাহানের রব[২]।

২. যিনি দয়াময় মেহেরবান। ৩. বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা তোমারই এবাদত করি[৩] এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সঠিক.দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর।

১। আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাগণকে (দাসদের) এই সূরা ফাতিহা এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর বান্দাগণ প্রার্থনা-স্বরূপ এ সূরা তাঁর সমীপে পেশ করুক।

২। আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়ঃ ১- মালিক, প্রভু, মনিব; ২-লালন-পালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী; ৩- আদেশ-দাতা, বিধান-দাতা, শাসক, বিচারকর্তা, কার্য নির্বাহক, শৃংখলা বিধায়ক। আল্লাহতা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

৩। 'এবাদত' শব্দটিও আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ১-পূজা, উপাসনা; ২- আনুগত্য, আদেশ পালন; ৩-দাসত্ব, গোলামী।

صِرَاطَ	الَّذِيْنَ	اَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ ۙ	غَيْرِ
পথ (ঐসব লোকের)	যাদেরকে	তুমি নেয়ামত দান করেছ	তাদের উপর	নয় (পথ)
الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	الضَّآلِّيْنَ ۝
অভিশপ্তদের	যাদের উপর (গজব পড়েছে)	আর	না	পথভ্রষ্টদের

৬. ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

৭. যারা অভিশপ্ত নয় পথভ্রষ্ট নয়[৪]।

৪। বান্দাহর এ প্রার্থনারই উত্তর হচ্ছেঃ সমগ্র কোরআন । দাস আপনার প্রভুর কাছে পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করছে, আর প্রভু তাঁর দাসের সে প্রার্থনার উত্তরে তাকে এ কোরআন দান করছেন।
*[এখানে ঐলোকেদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর অভিশাপ পড়েছে]

সূরা আল- বাকারা

নামকরণ

এ সূরার এক স্থানে 'বাকারা' (গাভী) শব্দটির উল্লেখ হওয়ার কারণে গোটা সূরারই নাম নির্দিষ্ট হয়েছে "আল-বাকারা"। কোরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত অসংখ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব । আরবী ভাষা শব্দ-সম্পদের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী তাতে সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও এটা যে মানুষেরই একটা ভাষা তাও অনস্বীকার্য । মানুষ যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাব-প্রকাশক বলে এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিষয়ের ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ বা বাক্যাংশ রচনা করা যায় না। এ জন্যেই নবী করীম (সঃ) খোদাতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন । মূলতঃ এই নামগুলি গোটা সূরার নিদর্শন মাত্র । এ সূরার নাম 'বাকারা' বলে এতে গাভী সম্পর্কীয় তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে, এ কথা মনে করা ভুল হবে; বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যাতে গাভীর উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতই মদীনায় হিজরত করার পর মদীনীয় জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর কিছু অংশ অবশ্য পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুর সামঞ্জস্যের জন্যই তা এ সূরার সহিত সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যে আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে, তাও এ সূরার মধ্যে শামিল করা হয়েছে, অথচ তা নবী করীমের (সঃ) জীবনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার উপসংহারে যে কয়েকটি আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে তা হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর সাদৃশ সামঞ্জস্যের দরুন তাও এ সূরার সাথে মিলিত করে দেয়া হয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য

এ সূরাকে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে লওয়া আবশ্যক। (১)হিজরতের পূর্বে মক্কায় যতদিন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা হচ্ছিল, ততদিন কোরআন মজীদের আয়াতগুলিতে প্রধানতঃ আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করেই আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকদের পক্ষে ইসলামের এই আহবান ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও পূর্ব-অপরিচিত। কিন্তু হিজরতের পর মুসলিমগণকে প্রধানতঃ ইয়াহুদীদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ মদীনার সন্নিকটেই তারা বসবাস করত। তারা তওহীদ, নবুয়্যত, অহী, পরকাল ও ফিরেশতা ইত্যাদি সবকিছুই বিশ্বাস করত এবং তাদের নবী হযরত মূসার (আঃ) মারফতে খোদার নিকট হতে শরীয়তের যে বিধান নাযিল হয়েছিল, তাও তারা সমর্থন করত। মূলতঃ তাদেরও 'দীন' ছিল হযরতেরই প্রচারিত "ইসলাম" । কিন্তু কয়েক শতাব্দী-কালের ক্রমাগত অধঃপতন তাদেরকে প্রকৃত 'দীন' হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন করে বহু দুরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের আকিদা-বিশ্বাসে অসংখ্য প্রকার অনৈসলামিক ভাবধারা প্রবেশ করে এক ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল ; অথচ তওরাতে সে সবের কোনই ভিত্তি বর্তমান ছিল না। তাদের কর্মজীবনেও অসংখ্য ধর্মবিরোধী ও তওরাতের বিপরীত আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মূল তওরাতেই তারা মানুষের নিজস্ব অনেক কথাই শামিল করে নিয়েছিল; এমনকি খোদার মূল 'কালাম' যতখানি শব্দগত কিংবা অর্থগত ভাবে সুরক্ষিত ছিল, তাকেও তারা নানাবিধ মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা বিকৃত করেছিল । দ্বীন-এর প্রকৃত বিপ্লবী ভাবধারা ও প্রাণশক্তি তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত

হয়েছিল। বাহ্যিক ধার্মিকতার একটা প্রাণহীন অবয়ব মাত্র দন্ডায়মান ছিল। আর তখন এটাই ছিল তাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তাদের আলেম ও পীরগণের, তাদের জাতীয় নেতাগণ ও জনসাধারণের আকিদা-বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও বাস্তব কর্মে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল। আর এ বিপর্যস্ত অবস্থার সাথে তাদের মনের এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যে, তার কোনরূপ সংশোধনকে পর্যন্ত তারা বরদাশত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই বিপর্যস্ত অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং তাদেরকে সহজ, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি চেষ্টা করত, তবে তারা তাকেই নিজেদের দুশমন মনে করত এবং তার এ চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সকল শক্তিদিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টাকরত। মূলতঃ এরা ছিল বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলিম; বিদয়াৎ, বিকৃত মতবাদ, খুঁটিনাটি বিষয়ের চর্চা, দলাদলি সৃষ্টি, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, খোদাকে ভুলে বৈষয়িকতার দিকে অধিক দৃষ্টি ও গুরুত্ব আরোপ করা প্রভৃতি কারণে তাদের পতন ও বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, তারা নিজদেরকে 'মুসলিম' না বলে 'ইয়াহুদি' নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিল। তারা যে মূলতঃ মুসলিম, এ কথা তারা একেবারে ভুলেই বসেছিল। খোদার প্রেরিত 'দ্বীন'কে তারা ইসরাঈলী বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক নিজস্ব সম্পদ মনে করে নিয়েছিল। এই অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মদীনায় উপনীত হলেন, তখন তাদেরকে মূল দ্বীন-ইসলামের দিকে আহবান জানাবার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরায়ে বাকারায় প্রাথমিক পনেরো-ষোল রুকুতে এই দাওয়াতেরই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইয়াহুদীদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিকৃত ধর্মমত ও নৈতিকতার মোকাবিলায় প্রকৃত দ্বীন-ইসলামের মূলনীতিগুলি যেভাবে পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে, তা দেখে এক পয়গম্বরের উম্মতের পতন হলে তা যে কত তীব্র ও সাংঘাতিক হতে পারে, তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। উপরন্তু আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার পরিবর্তে প্রকৃত ধার্মিকতা কাকে বলে, দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি কি এবং খোদার দৃষ্টিতে কোন সব জিনিসের গুরুত্ব রয়েছে উক্ত আলোচনা থেকে তাও সহজেই অনুধাবন করা যায়।

(২) মদীনায় পৌছে ইসলামী আন্দোলন এক নূতনতর পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় দ্বীন ইসলামের শুধু মৌলিক নীতির প্রচার এবং এই 'দ্বীন' গ্রহণকারীদের নৈতিক সংশোধন পর্যন্তই কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের ইসলামে দীক্ষিত লোকগণ চতুর্দিক হতে একই স্থানে এসে সমবেত হচ্ছিল এবং আনসারদের সহযোগিতায় একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল, তখন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ ও ব্যবস্থা আল্লাহ পাক নাযিল করতে শুরু করলেন। ইসলামের ভিত্তির উপর এই নূতন জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাও জানিয়ে দিলেন। এই সূরার শেষ ২৩ রুকুতে এই সম্পর্কীয় আয়াতই অধিক রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ আয়াত সূচনাতেই নাযিল হয়েছিল। আর কয়েকটি আয়াত পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছিল।

(৩) হিজরতের পর ইসলাম ও কুফরের পারস্পরিক চিরন্তন দ্বন্দ্বও এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরতের পূর্বে কুফরের ঘরেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। বিভিন্ন গোত্রের যে সব লোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল তারা নিজ নিজ স্থানে বসেই দ্বীন-ইসলামের প্রচারকার্য সম্পন্ন করত এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অত্যাচার ও যুলম-পীড়ন নির্মমভাবে ভোগ করত। কিন্তু হিজরতের পর এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণ যখন মদীনায় সমবেত হয়ে একটি ঐক্যজোটে পরিনত হল এবং ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তখন মুসলমানদের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন একদিকে একটি ক্ষুদ্র বস্তি ছিল, আর অপরদিকে সমগ্র আরব দেশ একত্রিত হয়ে তার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। এখন এই মুষ্টিমেয় দলের সাফল্যই শুধু নয়, তার অস্তিত্ব রক্ষা পর্যন্ত একান্তভাবে নির্ভর করতে লাগল প্রধানতঃ পাঁচটি কাজের উপর।

প্রথমতঃ পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমের সাহায্যে নিজেদের জীবনাদর্শের ব্যাপক প্রচার করে অন্যান্য বহু লোককে স্ব-মতাবলম্বী করে তুলতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্তি ও অমূলকতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অনস্বীকার্য ও নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করা; তৃতীয়তঃ আশ্রয়হীন প্রবাসী হওয়ার ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকুলতার সম্মুখীন হওয়ার দরুন দারিদ্র, উপবাস এবং চব্বিশ ঘন্টার অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার যে অস্বস্তিকর অবস্থার বেড়াজালে তারা জড়িয়ে পড়েছিল, তার মধ্যেও তাদের হতাশ না হওয়া; বরং পূর্ণ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকুল অবস্থার মোকাবিলা করা এবং তাদের সঙ্কল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে না দেওয়া। চতুর্থতঃ তাদের এই ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য যে-কোন শক্তির পক্ষ হতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, তার সশস্ত্র মোকাবিলা করবার জন্য পূর্ণ সাহসিকতার সাথে প্রস্তুত থাকা। এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের লোকসংখ্য, তাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য ইত্যাদী কিছুরই বিন্দুমাত্র পরোয়া না করা, এবং পঞ্চম হচ্ছে তাদের মধ্যে এতদূর সাহস ও হিম্মৎ জাগিয়ে দেওয়া যে, আরববাসী ইসলামের নামে অভিনব জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হলে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাহেলী জীবন-ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেও কোনপ্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করা। আলোচ্য সূরায় এই পাঁচটি বিষয়েই আল্লাহতা'আলা প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এই পর্যায়ে একটি নূতন শ্রেনী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এরা হল মুনাফিক। পূর্ব লক্ষণ যদিও মক্কাতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার মুনাফিকদের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। তারা ইসলামকে এক সত্য জীবন-ব্যবস্থা বলে মানত, প্রকাশ্যভাবে ঈমানের কথা ঘোষণাও করত; কিন্তু এই সত্যকে বাস্তবিকই গ্রহণ করে তার জন্য নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে এবং নিজেদের পার্থিবসম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করতে ও এই পথের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে সব দুঃখ-বিপদ ও মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বরদাস্ত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মদীনায় এ ধরণের মুনাফিক ছাড়াও আরো কয়েক প্রকারের মুনাফেক দেখা দিতে লাগল। একদল মুনাফিক ইসলামের মূলতঃই দুশমন ছিল; কিন্তু শুধু অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যই মুসলমানদের জামা'আতের অর্ন্তভুক্ত হত। দ্বিতীয় একদল মুনাফিক ইসলামী জামাআত ও পরিবেশবেষ্টিত হওয়ার দরুন নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করানোতে এবং অপরদিকে ইসলামের দুশমনদের সংগে সম্পর্ক রাখার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করতো; যেন একই সংগে উভয় দিকের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার এবং উভয় দিকের শান্তি ও সুখের অংশীদার হওয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে । তৃতীয় প্রকার মুনাফিক ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সংশয়াপন্ন। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ ছিলনা। কিন্তু তাদের গোত্রের বা বংশের অধিকাংশ লোকই মুসলিম হয়েছিল বলে তারাও প্রকাশ্যভাবে মুসলিম হয়েছিল। চতুর্থ প্রকার মুনাফিক ছিল তারা, যারা ইসলামের এক সত্য সনাতন জীবন-ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করত না; কিন্তু জাহেলিয়াতের রীতি-প্রথা, কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে, ইসলামের নৈতিক বাঁধনে নিজেদেরকে বন্দী করতে এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার বোঝা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করতে তাদের নফস (প্রবৃত্তি) অস্বীকৃতি জানাতো।

সূরায়ে বাকারা নাযিল হওয়ার সময় উক্তরূপে বিভিন্ন প্রকার মুনাফিক সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ জন্য এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা সংক্ষিপ্ত ইংগিত মাত্র করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি বিধি যতই প্রকটিত হতে লাগল, পরবর্তী সূরাসমূহে তাদের সম্পর্কে আলোচনাও ততই স্পষ্ট ও বিস্তারিত হতে লাগল। তাতে সকল প্রকার মুনাফিকদের সম্পর্কে তাদের স্বরূপ ও ধরণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٢٨٦ — আয়াত ২৮৬

(٢) سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ (٨٧)

সূরা। আলবাকারা মাদানী

رُكُوْعَاتُهَا ٤٠ — রুকু ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীবমেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

আলিফ লা-ম মী-ম | (এটা) সেই | মহাগ্রন্থ (আল্লাহর) | নেই | কোন সন্দেহ | তারমধ্যে | হেদায়াত (সৎপথনির্দেশ) | মুত্তাকীদের জন্য

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

যারা | বিশ্বাস করে | অদৃশ্যকে | এবং | প্রতিষ্ঠিত করে | নামাজ | ও | তা হতে যা | তাদের আমরা রিযিক দিয়েছি

يُنْفِقُوْنَ ۝٣

তারা খরচ করে

১. আলীফ লা-ম মী-ম[১]।

২. ইহাঁ আল্লাহতা'আলার কিতাব, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকী'দের জন্যে।

৩. যারা গায়েবে[২] (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে[৩], আমরা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

১।এরূপ "হরূফে মুকাত্তা'আত"– বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার সূচনাতে আছে। তফসীরকারগণ (কোরআনের ব্যাখ্যাতাগণ) এগুলির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন অর্থে তাঁরা ঐক্যমত নন। এগুলির অর্থ জানাও আবশ্যাক নয়। কেননা এগুলির অর্থ না জানার জন্য কোরআন থেকে হেদায়াত হাসেলের (পথ – নির্দেশ গ্রহনের) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনা।

২। "গায়েব" – 'অদৃশ্য' বলতে বুঝানো হচ্ছে– সেই সমস্ত সত্যকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে গুপ্ত আছে। যা' সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনোও প্রত্যক্ষ ভাবে আসে না যথাঃ আল্লাহতা'আলার সত্তা ও গুণ; ফেরেশতাগণ; আল্লাহর প্রত্যাদেশ–বাণী; জান্নাত (স্বর্গ); জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতি।

৩। "নামায কায়েম" করার অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগত ভাবে নামায আদায়করা নয়। বরং এর অর্থ সমষ্টিগতভাবে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করে; কিন্তু যদি সেখানে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জাম'আতের সাথে এই ফরয আদায়ের– এই অবশ্যপাল্য কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

যা এবং তোমারপ্রতি নাজিলকরা হয়েছে ঐবিষয়ে যা বিশ্বাস করে যারা এবং

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

দৃঢ়বিশ্বাস রাখে তারা আখেরাতের উপর এবং তোমার পূর্বে নাযেলকরা হয়েছে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

কল্যাণ লাভকারী যারা তারাই (ঐসব লোক) এবং তাদের রবের পক্ষ হতে সত্যপথের উপর তারাই (প্রতিষ্ঠিত)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ

নাই অথবা তাদের তুমি সতর্ক কর কি তাদের জন্যে বরাবর কুফরী করেছে যারা নিশ্চয়

تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى

উপর এবং তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহরকরে দিয়েছেন তারা ঈমান আনবে না তাদেরকে সতর্ক কর তুমি

سَمْعِهِمْ ۭ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ

আযাব তাদেরজন্যে রয়েছে এবং পর্দা (দিয়েছেন) তাদের দৃষ্টিসমূহের উপর এবং তাদেরশ্রবণশক্তির

عَظِيْمٌ ۝٧ ع

কঠিন

৪. যে কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

৫. বস্তুতঃ এই ধরনের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলি) মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ককর আর নাইকর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান,- তারা কখনই ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির উপর 'মোহর' করে দিয়েছেন[৪] এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ পড়েছে; বস্তুতঃ তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৪।এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন সে জন্য তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী বিষয়গুলি অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কোরআন- প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যবিধ পথ পছন্দ করেছিল, সেজন্য আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ

দিনের উপর ও আল্লাহর উপর আমরাঈমান এনেছি বলে যারা লোকদের মধ্যহতে এবং (এমনও আছে)

الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ﴿۸﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা ও আল্লাহকে তারা প্রতারিত করতে চায় ঈমান আনবে তারা না অথচ আখেরাতের

اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

তারা অনুভব করে না এবং তাদেরনিজেদের কে এছাড়া তারাপ্রতারিতকরে না কিন্তু ঈমানএনেছে

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

আযাব তাদেরজন্যে রয়েছে এবং (তাদের) ব্যাধি আল্লাহ তাদেরকে বাড়ালেনতাই (আরও) ব্যাধি (আছে) তাদেরঅন্তর সমূহের মধ্যে

اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا

না তাদেরকে বলা হয় যখন এবং তারা মিথ্যা বলত এজন্যে যে কষ্টদায়ক

تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

সংশোধনকারী আমরা মূলতঃ তারাবলে যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো

রুকূ-২

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, আমরা খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করতে চায় মাত্র। কিন্তু মূলতঃ তারা নিজদেরকেই প্রতারিত করে। যদিও সে সম্পর্কে তাদের কোনই চেতনা নেই।

১০. তাদের মনে একটি রোগ রয়েছে, যে রোগকে আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন[৫], আর তারা যে মিথ্যাকথা বলে, তার প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. তাদেরকে যখনি বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তখনি তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।

৫। "ব্যাধি"র অর্থ কপটতার ব্যাধি। এবং "আল্লাহতা'আলা এই ব্যাধি বৃদ্ধি করেদেন" – এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ কপট ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করেন না, তাকে ঢিল দিতে থাকেন, আর কপট ব্যক্তি অধিকতর কপট হতে থাকে।

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا

সাবধান | তারা নিশ্চয় | তারাই | বিপর্যয় সৃষ্টিকারী | কিন্তু | না | তারা অনুভব করে | এবং | যখন

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَآ آمَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ

বলা হয় | তাদেরকে | তোমরা ঈমান আন | যেমন | ঈমান এনেছে | লোকেরা | তারা বলে | আমরা কি ঈমান আনব

كَمَآ آمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَٰكِن

যেমন | ঈমান এনেছে | নির্বোধেরা | সাবধান | নিশ্চয় তারা | তারাই | নির্বোধ লোক | কিন্তু

لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوٓا آمَنَّا ۚ وَإِذَا

না | তারা জানে | এবং | যখন | তারা মিলিত হয় | (তাদের সাথে) যারা | ঈমান এনেছে | তারা বলে | আমরা ঈমান এনেছি | এবং | যখন

خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

গোপনে মিলে | সাথে | তাদের শয়তান (বন্ধুদের) | তারা বলে | নিশ্চয় আমরা | তোমাদের সাথে | মূলতঃ | আমরা

مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

উপহাসকারী (মু'মিনদের সাথে) | আল্লাহ | উপহাস করেন | তাদের সাথে | এবং | তাদের ঢিল দেন | মধ্যে | তাদের খোদা দ্রোহিতার

يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে | তারাই (ঐসবলোক) | যারা | ক্রয় করেছে | গুমরাহী | হেদায়াতের পরিবর্তে

১২. সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু এর কোন চেতনাই তাদের নেই।

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও সেরূপ ঈমান আন। তখন তারা উত্তর দেয়, "আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ঈমান আনব?" সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা তা জানেই না।

১৪. তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তান বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি; আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।

১৫. আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করেছেন, আর তারা খোদাদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে।

১৬. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথ ক্রয় করেছে;

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ⑯

সুতরাং না — লাভজনক হয় — তাদের ব্যবসা — এবং — না — তারা সত্যপথে চলে এসেছে

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ

তাদের উদাহরণ — উদাহরণ যেমন (এক ব্যক্তির) — যে — জ্বালালো — আগুন — অতঃপর যখন — আলোকিত করল

مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِ هِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ

যা — চারপাশে — নিয়ে নিলেন — আল্লাহ — আলো — তাদের — এবং — তাদের ছেড়ে দিলেন — মধ্যে — অন্ধকার সমূহের

لَّا يُبْصِرُوْنَ ⑰ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ⑱

না — তারা দেখতে পায় — বধির — বোবা — অন্ধ — সুতরাং তারা — না — প্রত্যাবর্তন করবে

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ

অথবা — উদাহরণ বৃষ্টিপাতের — থেকে — আকাশ — তার মধ্যে আছে — অন্ধকার — এবং — গর্জন — ও — বিদ্যুৎ চমক

কিন্তু এই ব্যবসায় তাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক হয়নি। তারা আদৌ সঠিক পথের অনুসারী নয়।

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না[৬]।

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ; তারা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না।

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালা, গর্জন ও বিদ্যুতের চমকও রয়েছে।

৬। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছেঃ একজন আল্লাহর বান্দাহ যখন আলোক বিস্তার করলো এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-প্রকট করে দিল, তখন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে সত্য তত্ত্ব সমূহ স্পষ্ট আলোকিত হল; কিন্তু এই সকল মোনাফেক (কপট ব্যক্তি) যারা প্রবৃত্তি-পূজায় অন্ধত্ব-প্রাপ্ত হয়েছিল তারা সেই আলোকে কিছু দেখতে পেলোনা।

يَجْعَلُوْنَ	اَصَابِعَهُمْ	فِيْٓ	اٰذَانِهِمْ	مِّنَ	الصَّوَاعِقِ	حَذَرَ
তারা রাখে	তাদেরআঙ্গুল গুলোকে	মধ্যে	তাদের কান গুলোর	হতে	বজ্রধ্বনি	ভয়ে

الْمَوْتِ ؕ	وَ	اللّٰهُ	مُحِيْطٌ	بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾	يَكَادُ	الْبَرْقُ
মৃত্যুর	অথচ	আল্লাহ	পরিবেষ্টনকারী	কাফেরদের	অচিরেই	বিদ্যুৎ

يَخْطَفُ	اَبْصَارَ	هُمْ ؕ	كُلَّمَآ	اَضَآءَ	لَهُمْ	مَّشَوْا	فِيْهِ ۙ	وَ	اِذَآ
হরণ করনে	দৃষ্টিশক্তি সমূহকে	তাদের	যখনই	আলোকিত হয়	তাদের জন্যে	তারা চলে	তার মধ্যে	এবং	যখন

اَظْلَمَ	عَلَيْهِمْ	قَامُوْا ؕ	وَ	لَوْ	شَآءَ	اللّٰهُ	لَذَهَبَ	بِسَمْعِهِمْ
অন্ধকার হয়	তাদেরউপর	তারা দাড়িয়ে যায়	আর	যদি	চান	আল্লাহ	অবশ্যই নিয়ে নেবেন	তাদেরশ্রবণশক্তি

وَ	اَبْصَارِهِمْ ؕ	اِنَّ	اللّٰهَ	عَلٰى	كُلِّ	شَیْءٍ	قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
এবং	তাদের দর্শনশক্তি	নিশ্চয়	আল্লাহ	উপর	সব	কিছুর	সর্বশক্তিমান

তারা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুরভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে নিয়েছেন।

২০. বিদ্যুতের চমকে তাদের অবস্থা এতটা সংকটপূর্ণ হচ্ছে যে মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায় তখন তারা সেই আলোকে কিছুদূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়[৭]। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ রূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান।

৭। প্রথম উপমা হচ্ছে সেই সকল কপট ব্যক্তিগণের যারা আন্তরিকভাবে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী; কিন্তু কোনও স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে মুসলমান বনেছিল আর এ দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে তাদের-- যারা সন্দেহ দ্বিধা ও ঈমানী দুর্বলতার বশবর্তী ছিল। তারা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করতো,কিন্তু তারা সত্যের এতটা ভক্ত ও উপাসক ছিল না যে তার জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদও বরদাস্ত করে নেবে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن

হে | মানুষ | তোমরা এবাদত কর | তোমাদের রবের | যিনি | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | এবং | যারা (ছিল)

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

তোমাদের পূর্বে (তাদেরও স্রষ্টা) | তোমরা যেন | বেঁচে চলতে পার (পাপ হতে) | যিনি | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্য | যমীনকে

فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ

শয্যা | ও | আকাশকে | ছাদ স্বরূপ | এবং | বর্ষণ করেছেন | থেকে | আকাশ | পানি | এরপর বের করেছেন

بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَّ

তা দ্বারা | (নানা ধরনের) ফলমূল | রিযক হিসাবে | তোমাদের জন্য | অতএব না | বানাও | আল্লাহর (সাথে) | সমতুল্য (অন্যকাউকে) | অথচ

أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

তোমরা | জানো | এবং | যদি | তোমরা হও | মধ্যে | সন্দেহের | তাহতে যা | আমরা নাযিল করেছি | উপর

عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ

আমাদের বান্দার | তবে তোমরা আন | একটি সূরা | তার সদৃশ

রুকু-৩

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই খোদার দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা। তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায়[৮] এতেই নিহিত রয়েছে।

২২. সেই খোদাই তোমাদের জন্যে মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরী করেছেন, উর্ধ্বদেশ হতে বৃষ্টিপাত করিয়েছেন এবং তার সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপন্নকরে তোমাদের জন্যে রেযেকের (জীবিকার) ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এসব কথা জান, তখন অন্য কাউও খোদার প্রতিদ্বন্দী[৯] হিসেবে স্বীকার করোনা।

২৩. আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে তারমত একটি সূরা রচনা করে আনো।

৮। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল কাজ থেকে এবং পরকালে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা।

৯। অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করার অর্থ হচ্ছে বন্দেগী ও এবাদতের-দাসত্ব ও উপাসনা-আনুগত্যের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে কোনটি আল্লাহতা'আলা ছাড়া অন্য কারুর উদ্দেশ্যে পালন করা।

وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

সত্যবাদী তোমরা হও যদি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগী দেরকে তোমরা ডাক এবং

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا

তার ইন্ধন (হবে) যা (এমন যে) দোজখের আগুনের তোমরাভয়ঙ্কর তোমরা করতে পারবে কক্ষণ না এবং তোমরা কর নাই যদি কিন্তু

النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ঈমান এনেছে (তাদেরকে) যারা সুসংবাদ দাও এবং কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে পাথরসমূহ ও মানুষ

وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

তার তলদেশে প্রবাহিত হয় জান্নাত তাদের জন্যে যে নেকীর কাজ করেছে ও

الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا

তারা বলবে রিযক হিসেবে ফলমূল কোন তা থেকে তাদের রিযক দেয়া হবে যখনি ঝর্ণাধারা

هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ

তাদের জন্যে এবং সদৃশ হবে (পরস্পরে) যা দেওয়া হয়েছিল এবং ইতিপূর্বে আমাদের রিযক দেওয়া হয়েছিল (তাই) যা এটা

فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

চিরস্থায়ী হবে তারমধ্যে তারা এবং পূত পবিত্র স্ত্রীরা তারমধ্যে (থাকবে)

এজন্যে তোমাদের সকল সমর্থক ও একমতের লোকদের একত্র কর, এক আল্লাহ ছাড়া আর যারযার সাহায্য তোমরা চাও তা গ্রহণ কর: তোমরা সত্যবাদী হলে একাজ অবশ্যই করে দেখাবে।

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না কর– নিশ্চয় তা কখনো করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয়কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[১০] যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫. এবং হে নবী, যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (সেই অনুসারে) নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদের এই সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্যে এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যে গুলির নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধার প্রবাহিত থাকবে। এসব বাগিচার ফল বাহ্যতঃ দেখতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতই হবে। যখনি কোন ফল তাদের খেতে দেয়া হবে, তখনি তারা বলে উঠবে- এধরনের ফলই ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হতো। তাদের জন্যে তথায় পবিত্রা স্ত্রী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

১০। অর্থাৎ সেখানে মাত্র তুমিই দোযখের জ্বালানি (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং সেখানে তোমার সাথে তোমার সেই উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন হবে যাদেরকে তুমি উপাসনা ও প্রণিপাত করতে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ

নিশ্চয় আল্লাহ না লজ্জাবোধ করেন পেশ করতে দৃষ্টান্ত যা মশা কিম্বা যা তারচেয়ে ক্ষুদ্রতর

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

আর যারা ঈমান এনেছে জানতেপারেতখন তানিশ্চয় সত্য পক্ষথেকে তাদেররবের আর

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

যারা কুফরী করেছে তারা বলে তখন কি চেয়েছেন আল্লাহ এই দিয়ে উদাহরণ

يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ

তিনিবিভ্রান্ত করেন তা দিয়ে অনেককে এবং পথ প্রদর্শন করেন তাদিয়ে অনেককে এবং না বিভ্রান্ত করেন এদিয়ে

إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَاقِهِۦ

ছাড়া ফাসিকদেরকে যারা ভঙ্গকরে প্রতিশ্রুতি আল্লাহর পরে তা আবদ্ধ হওয়ার

২৬. বস্তুতঃ আল্লাহ মশা কি তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশকরতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না [১১]। যারা সত্যকামী ঈমানদার তারা এই উদাহরণ সমূহ দেখেই জানতে পারে যে তা সত্য, তা তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। আর যারা (সত্যকে) মানতে প্রস্তুত নয়, তারা সেই দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে, এধরনের উদাহরণের সাথে খোদার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহ একই কথা দ্বারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং বহুলোককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আর বিভ্রান্ত তাদেরই করেন যারা ফাসেক [১২]।

২৭. যারা খোদার প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর তা ভঙ্গ করে[১৩],

১১। এখানে একটি অভিযোগের উল্লেখ না করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝবার জন্য মাকড়শা, মশা, মাছি ইত্যাদির যে উপমা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিরুদ্ধ-বাদীদের আপত্তি ছিল– এ কি ধরনের আল্লাহর কালাম (বাণী) যার মধ্যে এরূপ তুচ্ছ বস্তুসমূহের দৃষ্টান্ত দান করা হয়েছে?

১২। "ফাসেক" – এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্যের সীমা–লংঘনকারী।

১৩। রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ দান করেন তাকে আরবী ভাষায় 'আহদুন' বলা হয়। আল্লাহর "আহদ" অর্থঃ তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান যাতে সমগ্র মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য–উপসনা, বন্দেগী–আরাধনা করার নির্দেশ দান করা হয়েছে ।

وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ
এবং যুক্ত করতে তাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যা তারা ছিন্নকরে এবং

يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ
কিরূপে ক্ষতিগ্রস্থ (তারাই) ঐসব(লোক) পৃথিবীতে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে

تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ
এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন এরপর তোমাদের জীবিত করেছেন পরে মৃত অবস্থায় তোমরা ছিলে অথচ আল্লাহকে তোমরা অস্বীকার করবে

يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا
যা কিছু আছে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জন্যে যিনি তিনিই (আল্লাহ) ফিরে যেতে হবে তোমাদের কে তারদিকেই এরপরে তোমাদেরজীবিত করবেন

فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ
তাদেরকে অতঃপর সম্পূর্ণকরলেন আকাশের দিকে লক্ষ্য দিলেন এরপর সবকিছুকেই পৃথিবীর মধ্যে

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع
মহাজ্ঞানী জিনিষ সম্পর্কে সব তিনি এবং আসমান সাত

আল্লাহ যা যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্নকরে[১৪] এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে; প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

২৮. তোমরা খোদার সাথে কুফরীর আচরণ কিরূপে করতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবনদান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতঃপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। এরপর তারই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৯. একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর উপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ[১৫] রচনা করলেন। বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অভিজ্ঞ।

১৪। অর্থাৎ যে সমস্ত সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা ও যা মজবুত করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভরশীল ও যা সুষ্ঠু-সঠিক রাখার জন্য আল্লাহতা'আলা আদেশ দিয়েছেন এ সকল ফাসেক-লোক সেই সম্বন্ধ-সম্পর্ক গুলি ছেদন করে।

১৫। 'সাত আসমান', এর প্রকৃত স্বরূপ কি -তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা দুরুহ। প্রত্যেক যুগে মানুষ "আসমান" অন্য কথায় উর্দ্ধলোক সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা-কল্পনাপোষণ করে আসছে; আর বরাবর এক ধারণা-সমূহ ও পরিবর্তিত হয়ে আসছে। মোট কথা, মোটামুটি ভাবে এতটুকু বুঝে লওয়া দরকার যে- প্রথিবী উর্দ্ধে বিশ্বের যে অংশ আছে আল্লাহতা'আলা তাকে সাতটি দৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন, অথবা এই বিশ্ব-জগতের যে অংশে ভূমন্ডল অবস্থিত তা সাতটি স্তর বিশিষ্ট।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا

তারা বলেছিল | প্রতিনিধি | পৃথিবীতে | সৃষ্টিকারী | নিশ্চয় আমি | ফেরেশতাদেরকে | তোমার রব | বলে ছিলেন | (স্মরণকর) যখন এবং

اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ

তাসবীহ করি | আমরাইতো | এবং | রক্ত | ঝরাবে | ও | তারমধ্যে | ফাসাদ সৃষ্টি করবে | যে | তারমধ্যে (পৃথিবীতে) | আপনি কি বানাবেন

بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

তোমরা জান | না | যা | জানি | নিশ্চয় আমি | তিনি বলেছিলেন | আপনার | পবিত্রতা বর্ণনাকরি | ও | আপনার প্রশংসা

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ

ফেরেশতাদের | সামনে | তাদেরকেউপস্থাপন করলেন | এরপর | সব কিছুর | নাম সমূহ | আদমকে | শিখালেন | এবং

فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾

সত্যবাদী | তোমরা হও | যদি | এসবের | নামসমূহের | আমাকেঅবহিত কর | এরপর | বললেন

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ

মহাজ্ঞানী | আপনিই | নিশ্চয় আপনি | আমাদেরআপনি শিখিয়েছেন | যা | এছাড়া | আমাদের জ্ঞান | না (আছে) | আপনি পবিত্র | তারা বলেছিল

الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾

মহাবিজ্ঞ

রুকূঃ৪

৩০. সেই সময়ের কথাও কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের রব ফিরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে এক খলিফা[১৬] নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক"। তারা বলল: আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জীব সৃষ্টি করবেন যে উহার নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে? আপনার প্রশংসা ও স্তুতিরসাথে তসবিহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজতো আমরাই করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না"।

৩১. অতঃপর আল্লাহতা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফিরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। বললেন: তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়, (কাউকে খলিফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দিবে) তবে তোমরা এসব জিনিষের নাম একবার বলে দাওতো।

৩২. তারা বলল: সকল দোষত্রুটি হতে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরাতো শুধু ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সবদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেউই নেই।

১৬। 'খলিফা' তাকে বলে যে কারুর মালিকত্বের অধীনে প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ

তাদেরকে অবহিত করল অতঃপর যখন তাদের নামগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর আদম হে তিনি বললেন

بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ

আসমান সমূহের অদৃশ্যকে জানি আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে আমি বলি নাই কি বললেন তিনি তাদের নামগুলো

وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَاِذْ

যখন এবং গোপনকর তোমরা যা ও তোমরা প্রকাশ কর যা জানি আমি এবং যমীনের ও

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى

সে অমান্য করল ইবলিস ব্যতীত তখনতারা সিজদা করল আদমকে তোমরা সেজদা কর ফেরেশতা দেরকে আমরা বলেছিলাম

وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ

বসবাস কর আদম হে আমরা বললাম এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত সে হল এবং অহংকার করল ও

اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا

না এবং তোমরা চাও যেথায় স্বাচ্ছন্দে তা হতে দুজনে খাও এবং জান্নাতে তোমার স্ত্রী ও তুমি

تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

যালেমদের অন্তর্ভুক্ত তোমরা দুজনে অতঃপর হবে বৃক্ষের এই দুজনে নিকটে যেয়ো

৩৩. এরপর আল্লাহ বললেনঃ "হে আদম! তুমি এই জিনিসগুলির নাম তাদের বলে দাও।" আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহতা'আলা বললেন, তোমাদের কি বলিনাই, "আমি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সব নিগুঢ় তত্ব জানি যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুতঃ তোমরা যা প্রকাশকর, আমি তাও জানি, আর যা তোমরা গোপন কর, তাও আমার জ্ঞাত"।

৩৪. অতঃপর আমি যখন ফিরেশতাদের আদেশ করলাম যে আদমের সামনে নত হও, তখন সকলেই অবনত হল কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফারমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

৩৫. অতঃপর আমি আদমকে বললামঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে বেহেশতে বসবাস করতে থাক এবং এখানে যাই চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দেরসাথে খেতে থাক; কিন্তু এই গাছটির নিকট যেওনা, অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَقُلْنَا

শয়তান তাদেরকে এরপর বিচ্যুতি ঘটাল | তা হতে | অতঃপর তাদের দুজনকে বের করল | সেখান থেকে | দুজনে ছিল | যার মধ্যে | এবং | আমরা বললাম

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ

তোমরা নেমে যাও (এখান থেকে) | তোমাদের একে | অপরের জন্যে | শত্রু | এবং | তোমাদের (থাকবে) জন্যে | মধ্যে | পৃথিবীর | অবস্থান (কিছু কালের) | ও

مَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনসামগ্রী | শিখেনিল তখন | আদম | কিছু বাণী (ও ক্ষমাচাইল) | তার রবের নিকট হতে | তিনি ফলে মাফ করলেন | তাকে

إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ

নিশ্চয় তিনি | তিনিই | বড় ক্ষমাশীল | মেহেরবান | আমরা বললাম | তোমরা নামো | এখান থেকে | সবাই

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আসবে অবশ্যই | আমার পক্ষ হতে | পথ নির্দেশনা | যে তখন | মেনে চলবে | আমার পথ নির্দেশনা | অতঃপর নাই | কোনভয়

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

তাদের জন্যে | এবং | না | তারা | বিষন্ন হবে | এবং | যারা | কুফরি করবে | ও | মিথ্যা মনে করবে

بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

আমার নিদর্শন সমূহকে | তারা | অধিবাসী (হবে) | জাহান্নামের | তারা | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

৩৬. শেষপর্যন্ত শয়তান উভয়কেই সেই গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত করল, এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা হতে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেই ছাড়ল। আমি আদেশ করলাম যে এখন তোমরা সকলেই এই স্থানহতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন; একটা বিশেষ সময়পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে এবং সেখানেই জীবন-যাপন করতে হবে।

৩৭. তখন আদম তার খোদার নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল। তার খোদা তার এই তওবা কবুল করলেন। কেননা তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট হতে যে জীবন-বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তদের জন্যে কোন চিন্তা ও অবনার কারণ থাকবে না।

৩৯. আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয় জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

তোমাদের উপর | আমি নেয়ামত দিয়েছি | যা | আমার নেয়ামতের | তোমরা স্মরণ কর | ইসরাইলের | সন্তান | হে

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

তোমরা ভয় কর | শুধু আমাকেই | এবং | তোমাদের (কাছেকৃত) ওয়াদা | আমি পূর্ণ করব | আমার (কাছেকৃত) ওয়াদা | তোমরা পূর্ণ কর | এবং

وَ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ

প্রথম | তোমরা হয়ো না | এবং | তোমাদের কাছেআছে | তার যা | সত্যতা সমার্থনকারী | আমি নাযিল করেছি | ঐবিষয়ে যা | তোমরা ঈমান আন | এবং

كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّايَ

শুধু আমাকেই | এবং | সামান্য | মূল্যে | আমার আয়াত | তোমরা বিক্রয় করো | না | এবং | তার | অস্বীকারকারী

فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ

হককে | তোমরা লুকাবে (না) | এবং | বাতেলের সাথে | হককে | তোমরা মিশ্রণ করো | না | এবং | তোমরা | অতএব ভয় কর

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

জাকাত | তোমরা দাও | ও | নামাজ | তোমরা কায়েম কর | এবং | জ্ঞান | তোমরা | যখন

রুকুঃ৫

৪০. হে বণী ইসরাঈল[১৭]! আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, আমার সাথে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব; এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয়কর।

৪১. এবং আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আন যা তোমাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। অতএব সর্বপ্রথম তোমরাই তা আমান্যকারী হয়োনা; এবং সামান্য মূল্যে[১৮] আমার বাণী বিক্রি করোনা; আমারই ক্রোধ হতে তোমরা আত্মরক্ষা কর।

৪২. মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলোনা; আর জেনে-শুনে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করোনা।

৪৩. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও;

১৭। পবিত্র মদিনা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় ইহুদীদের বসবাস থাকায়, এখন থেকে কয়েক রুকু পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে তবলীগ (ধর্মোপদেশ দান) করা হয়েছে।

১৮। 'সামান্য মূল্য'– এর অর্থঃ পার্থিব স্বার্থের জন্য তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপদেশকে খন্ডন ও প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রয় করার বিনিময়ে মানুষ পৃথিবী পূর্ণ ধন-সম্পদ লাভ করলেও তা যৎসামান্য মূল্য বটে, কেননা সত্য নিশ্চিতরূপে তার থেকে অধিকতর মূল্যবান বস্তু।

وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ

এবং তোমরা রুকূকর | রুকূকারীদের সাথে | তোমরা নির্দেশদিচ্ছ কি | লোকদের | নেকীর

وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا

আর তোমরা ভুলেযাচ্ছ | তোমাদের নিজেদেরকে | অথচ | তোমরা তেলাওয়াত কর | কিতাব | না তবে কি

تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا

তোমরা বুঝ | এবং | তোমরা চাও সাহায্য | সবরের সাথে | ও | নামাজের (সাথে) | তানিশ্চয় এবং

لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ

বড় অবশ্যই (কঠিন) | তবে | উপর | বিনীতদের (কঠিন নয়) | যারা

يَظُنُّوْنَ

বিশ্বাস করে

ع ٥

اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ يٰبَنِيْٓ

তারানিশ্চয় | সাক্ষাৎকারী | তাদের রবের সাথে | এবং | তারা নিশ্চয় | তারই দিকে | প্রত্যাবর্তনকারী | সন্তান হে

اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

ইসরাইলের | তোমরা স্মরণ কর | আমার নেয়ামতকে | যা | আমি নেয়ামত দিয়েছি | তোমাদের উপর

আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরানতি স্বীকার কর।

৪৪. তোমরা অন্যলোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলেযাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাক, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না?

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মারফতে সাহায্য চাও। নামাজ নিঃসন্দেহে একটি শক্তকাজ; কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়।

৪৬. যারা মনেকরে যে শেষপর্যন্ত খোদারসাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

রুকূ৬

৪৭. হে বণী ইসরাঈলেরা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।

وَ اَنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۷﴾ وَ اتَّقُوْا یَوْمًا لَّا تَجْزِیْ نَفْسٌ

কোন প্রাণী কাজে আসবে (যখন) না সেদিনকে তোমরা ভয় কর এবং বিশ্ববাসীর উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে আমি এবং

عَنْ نَّفْسٍ شَیْـًٔا وَّ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا یُؤْخَذُ

নেওয়া হবে না আর কোন সুপারিশ তার থেকে কবুল করা হবে না এবং কিছুই (মাত্রও) (অন্যকোন) প্রাণীর জন্যে

مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَ اِذْ نَجَّیْنٰكُمْ مِّنْ

হতে তোমাদেরকে মুক্তিদিয়েছিলাম (স্মরণ কর) যখন এবং সাহায্য করা হবে তাদের না এবং কোন বিনিময় তারথেকে

اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُوْنَ

তারা জবেহ করত আযাব নিকৃষ্ট তোমাদেরকে তারা আযাব দিত ফেরাউনের অনুসারী দের

اَبْنَآءَكُمْ وَ یَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ

পক্ষহতে পরীক্ষা এর মধ্যে (ছিল) এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত এবং তোমাদের ছেলে সন্তানদের

رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ ﴿۴۹﴾

কঠিন তোমাদের রবের

একথাও স্মরণকর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানকরেছি[১৯]।

৪৮. এবং সেদিনের ভয়কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবেনা, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা এবং পাপীদের কোনদিক হতেই সাহায্য করা হবেনা।

৪৯. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী দলের[২০] দাসত্ব হতে মুক্তিদান করেছিলাম– তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিক্ষেপ করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানদের যবেহ করত এবং তোমদের কন্যাসন্তানদের জীবিত রাখত; বস্তুতঃ এ অবস্থায় তোমাদের খোদার পক্ষ হতে এক কঠিন পরীক্ষা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, চিরকালের জন্য দুনিয়ার সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ এক সময় দুনিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে তোমরাই সেই একক জাতি ছিলে যাদের কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত সত্যের শিক্ষা বর্তমান ছিল এবং যাদেরকে জগতের জাতি-সমূহের নেতা ও পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছিল; যেন তোমরা বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহতা'আলার আনুগত্য-উপাসনার পথে সকল জাতিকে আহবান জানাও ও চালাও।

২০. 'আলে ফেরাউন'-এর অনুবাদ করা হয়েছেঃ ফেরাউনী দল। এর দ্বারা ফেরাউনের বংশ ও মিশরের শাসক শ্রেণী উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَ
এবং তোমাদের আমরা নাজাতদিয়েছিলাম এরপর সমুদ্রকে তোমাদের (জন্যে) আমরাবিভক্ত করেছিলাম (স্মরণ কর) যখন এবং

اَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَ اِذْ وٰعَدْنَا
নির্ধারিত করেছিলাম যখন এবং দেখতেছিলে তোমরা যখন ফেরাউনের অনুসারী দেরকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম

مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
তার পরে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) তোমারা গ্রহণ করেছিলে এরপর রাত চল্লিশ মূসার জন্যে

وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
এর পরেও তোমাদেরকে আমরা ক্ষমা করেছিলাম অতঃপর আলেম (ছিলে) তোমরা যখন

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ
এবং কিতাব মূসাকে আমরা দিয়ে ছিলাম (স্মরণ কর) যখন এবং কৃতজ্ঞ হও যেন তোমরা

الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾
সঠিক পথ প্রাপ্ত হও তোমরা যেন ফুরকান

৫০. সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার মধ্যেদিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং সেখানে তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

৫১. স্মরণ কর, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ডেকেছিলাম[২১]। তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুতঃ তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

৫২. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম- এ জন্যে যে অতঃপর তোমরা সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞ হবে।

৫৩. স্মরণ কর (তোমরা যখন এই জুলুম করতেছিলে ঠিক তখনই) আমরা মূসাকে কিতাব এবং 'ফোরকান'[২২] দান করেছিলাম; যেন তার সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্যপথ লাভ করতে পার।

২১. অর্থাৎ মিশর থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বনীইসরাঈলগণ সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হল, তখন আল্লাহতা'আলা এই সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতির উদ্দেশ্যে শরিয়তী বিধান ও বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় হেদায়াত দানের জন্য হযরত মূসাকে (আঃ) চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পর্বতে আহবান করেন।

২২. "ফোরকান" -এর অর্থ ঃ যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট-প্রকট হয়। অর্থাৎ দ্বীনের সেই বুঝ ও জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

وَ إِذْ — (স্মরণ কর) এবং যখন
قَالَ — বলেছিল
مُوسَىٰ — মূসা
لِقَوْمِهِۦ — তার জাতিকে
يَٰقَوْمِ — হে আমার জাতি
إِنَّكُمْ — তোমরা নিশ্চয়

ظَلَمْتُمْ — তোমরা জুলুম করেছ
أَنفُسَكُم — তোমাদের নিজেদের(উপর)
بِٱتِّخَاذِكُمُ — তোমাদের গ্রহণ করার মাধ্যমে
ٱلْعِجْلَ — গোবাছুরকে (উপাস্যরূপে)
فَتُوبُوٓا — তোমরা কাজেই ফিরে এস
إِلَىٰ — দিকে

بَارِئِكُمْ — তোমাদের সৃষ্টিকর্তার
فَٱقْتُلُوٓا — তোমরা এরপর প্রাণ সংহার কর
أَنفُسَكُمْ ط — তোমাদের(অপরাধী) লোকদেরকে
ذَٰلِكُمْ — এটাই
خَيْرٌ — উত্তম
لَّكُمْ — তোমাদের জন্যে

عِندَ — কাছে
بَارِئِكُمْ ط — তোমাদের স্রষ্টার
فَتَابَ — তিনি তখন মাফ করলেন
عَلَيْكُمْ ط — তোমাদেরকে
إِنَّهُۥ — তিনি নিশ্চয়
هُوَ — তিনিই
ٱلتَّوَّابُ — তওবা কবুলকারী

ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ — বড়ই মেহেরবান
وَ إِذْ — স্মরণকর এবং যখন
قُلْتُمْ — তোমরা বলেছিলে
يَٰمُوسَىٰ — হে মূসা
لَن — কক্ষনো না
نُّؤْمِنَ — আমরা ঈমান আনব
لَكَ — তোমার উপর
حَتَّىٰ — যতক্ষণ না
نَرَى — আমরা দেখব

ٱللَّهَ — আল্লাহকে
جَهْرَةً — প্রকাশ্যভাবে
فَأَخَذَتْكُمُ — ফলে তোমাদেরকে ধরেছিল
ٱلصَّٰعِقَةُ — বজ্র পাত
وَ — এ অবস্থায় যে
أَنتُمْ — তোমরা
تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ — দেখতেছিলে

ثُمَّ — এরপর
بَعَثْنَٰكُم — তোমাদের আমরা পুনঃজীবিত করলাম
مِّنۢ بَعْدِ — পরে
مَوْتِكُمْ — তোমাদের মৃত্যুর
لَعَلَّكُمْ — তোমরা যেন
تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ — কৃতজ্ঞ হও

৫৪. স্মরণ কর, মূসা যখন (খোদার এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল: "হে লোক সকল! বাছুরকে উপাস্যরূপে তোমরা গ্রহণকরে তোমাদের নিজেদের উপর বড় যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের প্রাণ সংহার কর,[২৩] বস্তুতঃ এর ফলে তোমাদের জন্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট কল্যাণ রয়েছে"। তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিলেন; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।

৫৫. স্মরণ কর, তোমরা মূসাকে বলেছিলে যে খোদাকে নিজ চোখে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনা। এ সময় দেখতে দেখতেই এক বজ্রএসে তোমাদের উপর পড়ল, তোমরা প্রাণহীন হয়ে গেলে।

৫৬. কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম; এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞহবে বলে আশাকরা গিয়েছিল।

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সেই লোকদেরকে হত্যা কর যারা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তার উপাসনা করেছিল।

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ

সালওয়া ও মান্না তোমাদের উপর আমরা অবতীর্ণ করেছিলাম এবং মেঘের তোমাদের উপর আমরা ছায়া দিয়েছিলাম এবং

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا

তারাছিল কিন্তু আমাদের(উপর) না তারা জুলুম করেছে এবং তোমাদেরকেআমরা যা রিযক দিয়েছি পবিত্র (খাদ্য) হতে (বলেছিলাম) তোমরা খাও

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

নগরীতে এই তোমরা প্রবেশ করো আমরা বলেছিলাম স্মরণকর যখন এবং জুলুম করত তাদের নিজেদের (উপর)

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

সিজদা অবনত হয়ে (নগর) দরজায় তোমরা প্রবেশ কর এবং স্বানন্দে তোমরা চাও যেভাবে তা হতে তোমরা খাও

وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

নেকলোকদেরকে (অনুগ্রহ) বাড়িয়ে দেব এবং তোমাদের ত্রুটিগুলোকে তোমাদেরকেমাফকরবো আমরা ক্ষমার কথা তোমরা বল এবং

৫৭. আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম; 'মান্না' ও 'সালোয়া' নামক খাদ্য তোমাদের জন্যে যোগান দিলাম এবং তোমাদের বললাম, আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছি তা খাও; তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা করেছে তা দিয়ে আমাদের উপর জুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদেরই উপর যুলুম করেছে।

৫৮. আরো স্মরণ কর যখন আমরা বলেছিলাম যে তোমাদের সম্মুখস্থ এ 'নগরে' প্রবেশ কর, তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছে আনন্দের সাথে আহার কর। মনেরেখো, নগরের দ্বারপথে সেজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন'[২৪] বলতে থাকবে আমরা তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং ন্যায়পন্থীদেরকে অধিক অনুগ্রহ দান করব।

২৪. "হিত্তাতুন" -এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারেঃ (১) খোদার কাছে স্বীয় দোষ-ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে যাওয়া। (২) লুঠ-মার ও পাইকারী হত্যার পরিবর্তে জনপদের অধিবাসীদের অপরাধ ক্ষমা ও সাধারণ মার্জনার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا

কিন্তু পরিবর্তন করল | যারা | জুলুম করেছিল | কথা | অন্য কিছু | তা হতে যা | বলা হয়েছিল | তাদেরকে | আমরা তাই অবতীর্ণ করলাম

عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

(তাদের) উপর | যারা | জুলুম করেছিল | আযাব | থেকে | আকাশ | একারনে যা | তারা অবাধ্যতা করছিল

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ

এবং | স্মরণকর যখন | পানি প্রার্থনা করেছিল | মূসা | তার জাতির জন্যে | তখন আমরা বলে ছিলাম | আঘাত কর

بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ

তোমারলাঠিদিয়ে | পাথরের চাতালে | ফলে ফেটে বের হল | তাথেকে | বারটি | ঝরণা

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ

নিশ্চয় | চিনে নিল | প্রত্যেক | (গোত্রের) মানুষ | তাদের পানি পানের স্থান | (বলা হল) তোমরা খাও | ও | তোমরা পান কর | থেকে

رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

রিযক | আল্লাহর (দেয়া) | এবং | না | তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো | পৃথিবীতে | ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে

৫৯. কিন্তু যা বলাহয়েছিল, জালেমগণ তারবদলে অন্যকিছু করে ফেলল, শেষ পর্যন্ত আমরা যালেমদের উপর আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম, বস্তুতঃ এটা তাদের অবাধ্যতার শাস্তি।

রুকূঃ৭

৬০. স্মরণ কর, মূসা যখন নিজ জতির লোকদের জন্যে পানির প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, অমুক চাতালের (কংকরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠির আঘাত কর। এর ফলে তা হতে ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই তার নিজের পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল[২৫]। তখনই এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল যে, খোদাপ্রদত্ত 'রেযক' খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা।

২৫. বণী-ইসরাঈল বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে এক একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন– যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ

এবং যখন তোমরা বলেছিলে(স্মরণকর) | হে মুসা | কক্ষণ না | আমরা ধৈর্য ধরতে পারব | উপর | খানার | একই (ধরণের) | তাই প্রার্থনা কর

لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا

আমাদের জন্যে | তোমরা রবের কাছে | (যেন) বের করেন তিনি | আমাদের জন্যে | তাহতে যা | উৎপাদন করে | যমীন | অর্থাৎ | তার শাকসবজী

وَ قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ

ও | তার শশা কাকুড় | ও | তার গম (বা রসুন) | ও | তার মসুর ডাল | ও | তার পিঁয়াজ (ইত্যাদী) | তিনি বললেন | কি | তোমরা বদল করতে চাও

الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ

তাই | যা | নগন্য জিনিষ | সেটার বদলে | যা | উত্তম | (তাহলে) তোমরা নামো | (কোন) শহরে | অতঃপর নিশ্চয়

لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ق

তোমাদের জন্যে(পাবে) | যা | তোমরা চেয়েছো | এবং | আপতিত হলো | তাদের উপর | অপমান লাঞ্ছনা | ও | দরিদ্রতা-দুরবস্থা

وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

এবং পরিবেষ্টিত হল তারা | গজবে | পক্ষহতে | আল্লাহর | এটা | একারণে যে | তারা | অস্বীকার করতেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا

আল্লাহর আয়াতগুলোকে | ও | তারা কতল করতেছিল | নবীদেরকে | অন্যায়ভাবে | এটা | একারণে যে

عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع ٨

তারা অবাধ্যতা করেছিল | এবং | করেছিল | তারা সীমালংঘন

৬১. স্মরণ কর তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে জমির ফসল, শাক-শব্জী, গম, রসুন-পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদির উৎপাদন করেন। তখন মূসা বললেন, "একটা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটা সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও? তাহলে কোন শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা যাকিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে"। শেষপর্যন্ত পরিণতি এই হলো যে, লাঞ্ছনা, অপমান-অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসল এবং তারা খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হল। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে তারা খোদার আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিল এবং পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যাকরতেছিল, আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমালংঘন করার ফল।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে যারা কিম্বা ইহুদী হয়েছে বা

النَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

খৃষ্টান বা সাবী যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর উপর ও দিনে

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

আখেরাতের এবং কাজ করবে সৎ ফলে তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার (থাকবে) কাছে তাদের রবের

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

এবং না ভয় (থাকবে) তাদের জন্যে আর না তারা বিষন্ন হবে

রুকুঃ৮

৬২. নিশ্চয় জেনো, আরবীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক কিংবা ইহুদী, খৃষ্টান হোক বা সাবী– যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে তার পুরস্কার তার খোদার নিকট পাবে এবং তার জন্যে কোন প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না[২৬]।

২৬. পূর্বাপর বাক্য-ধারা লক্ষ্য রাখলে একথা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এখানে ঈমান ও সৎ-কাজ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনাদান করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন কোন সত্য স্বীকার করলে ও কোন কোন কাজ সম্পাদন করলে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে। এখানে ইহুদীদের একটি বাতিল ধারণার খন্ডণ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা মনে করতো যে, ইহুদী সম্প্রদায়ই পরকালে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তারা এ ভুল ধারণার বশবর্তী ছিল যে, ইহুদীদের সঙ্গে খোদার বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অপর কারুর সংগে নেই। কাজেই তাদের দলের সংগে যাদের এদিক দিয়ে সম্পর্ক আছে, আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে তারা যে রূপই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তারা নিশ্চিতরূপে মুক্তি লাভ করবে। আর অপরাপর লোকগণ যাদের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা তাদের দলের বাইরে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই জন্মলাভ করেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে খোদার কাছে তোমাদের দল-বিভাগের কোনই স্থান নেই। তাঁর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র ঈমান ও সৎ কাজের। যে মানুষ এই সম্পদ নিয়ে খোদার সামনে উপস্থিত হবে, সে তার কাছে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। খোদার কাছে মানুষের গুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের আদম শুমারীর তালিকা ও খাতাবই-এর কোন মূল্য নেই।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا

(আর বলেছিলাম) তোমরা ধারণ কর | তুর পাহাড় | তোমাদের উপর | আমরা উঠিয়ে ছিলাম | এবং | তোমাদের প্রতি শ্রুতি | আমরা নিয়েছিলাম | (স্মরণকর) এবং যখন

مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

তাকওয়া অবলম্বন করতে পার | তোমরা যাতে | তার মধ্যে আছে | (তা) যা | তোমরা স্মরণ রাখ | এবং | শক্তভাবে | তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি | যা

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

তোমাদের উপর | আল্লার | অনুগ্রহ | না (হতো) | যদি তাই | এর | পরেও | তোমরা ফিরে গিয়েছিলে | আবার

وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ

তোমরা জেনেছ | নিশ্চয় | এবং | ক্ষতিগ্রস্থদের | অন্তর্ভুক্ত | তোমরা অবশ্যই হতে | তাঁর দয়া | ও

الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا

তোমরা হও | তাদেরকে | আমরা তখন বলেছিলাম | শনিবারের (বিধান) | সম্পর্কে | তোমাদের মধ্য হতে | সীমালংঘন করেছিল | (তাদেরকে) যারা

قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

লাঞ্ছিত | বানর

৬৩. স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন আমরা তুর পর্বতকে তোমাদের উপর উত্তোলিত করে তোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম; বলেছিলাম, আমরা তোমাদেরকে যে কিতাব দানকরছি তা মজবুত করে ধারণ কর এবং তাতে যে সব আদেশ-নিষেধ ও উপদেশবাণী সন্নিবেশিত রয়েছে তা স্মরণ করে রাখ। বস্তুতঃ এরই সাহায্যে আশাকরা যায় যে তোমরা তাকওয়ার নীতি মেনে চলতে পারবে।

৬৪. কিন্তু এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি হতে ফিরেগেলে। তা সত্ত্বেও খোদার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ত্যাগ করেনাই; অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৬৫. তোমাদের নিজেদের জাতির সে সব লোকদের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে, যারা শনিবার দিনের[২৭] নিয়ম লংঘন করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে- বানর হয়েযাও। এমন অবস্থায় দিন যাপন কর যে, চতুর্দিক হতে তোমাদের উপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে।

২৭. 'সাবত' -এর অর্থ শনিবার । বনী-ইসরাঈলের জন্যে এ বিধান নির্দেশ করা হয়েছিল যেঃ তারা সপ্তাহের মধ্যে একদিন-- শনিবারকে বিশ্রাম গ্রহণ ও এবাদতের (উপাসনা-আরাধনার) জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখবে; ঐদিন তারা কোন বৈষয়িক কাজ-কারবার এমনকি খাদ্য রান্নার কাজও নিজেরা করবে না বা তাদের সেবক বা চাকরদের দ্বারাও করাবে না।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا

আমরা এরপর এটাকে বানিয়েছি | (শিক্ষামূলক) শাস্তি | তাদের জন্য যারা (ছিল) | তার আগে | ও | যারা (ছিল)

خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى

তারপরে | এবং | উপদেশ | মুত্তাকীদের জন্য | এবং | যখন (স্মরণ কর) | বলেছিল | মূসা

لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا

তার জাতিকে | নিশ্চয় | আল্লাহ | তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন | যে | তোমরা জবেহ কর | একটি গাভীকে | তারা বলেছিল

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ

আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ কি | বিদ্রুপের (বস্তু) হিসেবে | সে বলল | পানা চাই আমি | আল্লাহর নিকট | যে | আমি হব | অন্তর্ভুক্ত

الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ

মূর্খদের | তারা বলেছিল | আমাদের জন্যে দোয়া কর | তোমার রবের কাছে (যেন) | তিনি বর্ণনা করেন | আমাদের জন্যে | কেমন | সেটা | সে বলল

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ

তিনি নিশ্চয় | বলেন | তা নিশ্চয় | একটি গাভী | না | বৃদ্ধ | আর | না | বাচ্চা | মধ্যম বয়সের

بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا

এর | মাঝামাঝি | অতএব | তোমরা কর | যা | তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | তারা বলেছিল | দোয়াকর | আমাদের জন্যে

رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ

তোমার রবের কাছে | তিনি বর্ণনা করেন (যেন) | আমাদের জন্যে | কি | তার রং

৬৬. এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সেকালের লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষা এবং খোদাভীরু লোকদের জন্যে মহান উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

৬৭. তারপর সেই ঘটনাও স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতিকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রুপ করছ? মূসা বলল, আমি মূর্খদের ন্যায় কথাবলা হতে খোদার নিকট পানাহ চাই।

৬৮. তারা বলল, তুমি তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা করে গাভীসম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বল। মূসা বলল, খোদা বলছেন,"তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয় , একেবারে বাছুরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের হবে"। অতএব যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা পালন কর।

৬৯. এর পরও তারা বলতে লাগল, " তোমার খোদার নিকট এও জিজ্ঞেস করে লও যে, তার বর্ণ কি হবে?"

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ

সে বলল | তিনি নিশ্চয় | বলেন | তা নিশ্চয় | গাভী | হলদে | গাঢ় | তার রং | আনন্দদেয়

النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ

দর্শকদেরকে | তারা বলেছিল | তুমি দোয়াকর | আমাদের জন্যে | তোমার রবের কাছে | তিনি বর্ণনা করেন (যেন) | আমাদের জন্যে | কেমন | তা | নিশ্চয়

الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۭ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ اِنَّهٗ

গাভীটি (সম্পর্কে) | সংশয় হচ্ছে | আমাদের কাছে | এবং | নিশ্চয় আমরা | যদি | চান | আল্লাহ | অবশ্যই | সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হব | (মূসা) বলল | তিনি নিশ্চয়

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي

বলেন | তা নিশ্চয় | একটি গাভী | না | লাগান হয়েছে | চাষে | জমীন | আর | না | সেচ করেছে

الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ۭ قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ

ক্ষেতে | সুস্থ | নাই | কোন খুঁত | তার মধ্যে | তারা বলেছিল | এখন | তুমি এনেছ (বর্ণনা)

بِالْحَقِّ ۭ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ ع

সঠিক ভাবে | তখন তারা জবেহ করল | তা | এবং | না | আগ্রহী ছিল | তারা করতে

মূসা বলল, "তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই হলুদ বর্ণের হবে– তার বর্ণ এতখানি চাকচিক্যপূর্ণ হবে তা দেখেলোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে"।

৭০. তারা আবার বলল, "তোমার খোদার নিকট পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করে বল; গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় হচ্ছে। খোদা চাইলে আমরা উহার সন্ধান করে নিতে পারবো"।

৭১. মূসা উত্তরে বলল, "তা এমন এক গাভী হবে যা দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয়না, জমিও চাষ করেনা, পানি সেচের কাজও করেনা ---- নিখুঁত ও নির্মল"। একথা শুনেই তারা বলে উঠল, "হ্যাঁ এবার তুমি সঠিক সন্ধান দিয়েছ"। অতঃপর তারা এরূপ গাভী জবেহ করল; অন্যথায় তারা এ কাজ করবে বলে মনে হতেছিল না [২৮]।

২৮. মিশরবাসী ও প্রতিবেশী জাতি-সমূহের কাছ থেকে গাভীর মাহাত্ম-মহিমা ও পবিত্রতার ধারণা ও সংস্কার এবং গো-পূঁজার রোগ বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে গভীর ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিশর থেকে বহির্গত হবার অব্যবহিত পরেই গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। এ জন্যই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল । তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ও এ-সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা যতই এ-সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে, ততই তারা সেই প্রশ্ন-সমূহের বেড়াজালে অধিকতর আটকে যেতে থাকে; এমনকি সে যমানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূঁজার জন্য নির্দিষ্ট করতো, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ ধরনের স্বর্ণবর্ণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়। এ যেন অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়া হলো যেঃ তারা তাদের উপাস্য নির্দিষ্ট ধরনের গাভীকেই যবেহ করুক।

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا

যা প্রকাশকারী আল্লাহ এবং সে ব্যাপারে তোমরা অতঃপর এক ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা (স্মরণকর) এবং
পরস্পরকেদোষ দিয়ে করেছিলে যখন
ছিলে

كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۷۲﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ

জীবিত করেন এভাবে তার কিছু অংশ দিয়ে (এবং সে বেঁচে উঠল) তাকেতোমরাআঘাত কর আমরা তখন বলেছিলাম তোমরা গোপন করতেছিলে

اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۳﴾ ثُمَّ

পরে বুঝতেপার তোমরা যাতে তাঁর নিদর্শন গুলোকে তোমাদের দেখান ও মৃতকে আল্লাহ

قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ

অথবা (তারচেয়েও) পাথর যেমন তা অতঃপর (হয়েগেল) এর পরেও তোমাদের অন্তর গুলো কঠিন হয়ে গেল

اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ

ঝর্ণাধারা তাহতে ফেটেবের হয় অবশ্য যা পাথর (এমনও আছে) কিছু নিশ্চয় অথচ কঠিন অধিকতর

وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا

তার কিছু (এমনওআছে) নিশ্চয় এবং পানি তাথেকে অতঃপর বেরহয় ফেটে যায় অবশ্যই তার কিছু (এমনও আছে) নিশ্চয় এবং

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ

আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায় অবশ্যই যা

রুকূঃ৯

৭২. তোমাদের স্মরণ আছে সেই ঘটনা, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর সে সম্পর্কে তোমরা ঝগড়া ও একে অপরের উপর হত্যার দোষারোপ করতে শুরুকরেছিল। কিন্তু আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তোমরা যা গোপন করবে, তিনি তা প্রকাশ করে দিবেন।

৭৩. তখন আমরা এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির শবদেহের উপর উহার একাংশদ্বারা অঘাতদাও। বস্তুতঃ এরূপেই আল্লাহতা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শণ করেন- যেন তোমরা অনুধাবণ করতে পার।

৭৪. কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছে- পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তা অপেক্ষাও কঠিনতর। কেননা কোন কোন পাথর এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্যহতে জলধারা উৎসারিত হয়। আর কোন কোনটি খোদার ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপতিত হয়।

وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ اَفَتَطْمَعُوْنَ

এবং না আল্লাহ অনবহিত তাহতে যা তোমরা করছো তবেকি তোমরা আশা কর

اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

যে তারা ঈমান আনবে (দাওয়াতে) তোমাদের অথচ নিশ্চয় আছে একদল তাদের মধ্যে

يَّسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا

(যারা) শুনে কালাম আল্লাহর পরে তা তারা বিকৃত করে এর পরও যা

عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ

তা তারা বুঝেছিল অথচ তারা (ভালভাবে) জানেও এবং যখন তারানিলে (তাদের সাথে) যারা

اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ

ঈমান এনেছে তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন মিলে গোপনে তাদের কেউ সাথে কারো

আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।

৭৫. হে মুসলমানেরা! এখনকি তোমরা ঐসব লোকের প্রতি এ আশা পোষণ কর যে, তারা তোমাদের ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে [২৯] অথচ তাদের একটা দলের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে তারা খোদার কালাম শুনে এবং খুব ভাল করে বুঝেনিয়ে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছে।

৭৬. তারা মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও তাকে মানি; কিন্তু নির্জনে তাদের পরস্পরে যখন কথাবার্তা হয়,

২৯. মদীনার যে সমস্ত নও-মুসলিম সবে মাত্র আরবী নবীর (সঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল– ঈমান এনেছিল তাদের উদ্দেশ্যে এই সম্ভাষণ । নবুয়্যত (আল্লাহ কর্তৃক নবী প্রেরণের ব্যবস্থা), কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, শরীয়ত প্রভৃতি যে সব কথা তারা পূর্বে শুনেছিল, সে সব তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদেরই কাছ থেকে শুনেছিল। এখন তারা স্বাভাবতঃই এ আশা পোষণ করছিল যে –পূর্ব থেকেই যেসব লোক নবী ও আসমানী কিতাব মান্য করে আসছে এবং যাদের দেয়া সংবাদের সাহায্যে তারা ঈমানের নেয়ামত লাভকরে ধন্য হয়েছে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের সংগী হবে– বরং এ পথে তারাই হবে অগ্রণী।

قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ

তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করতে পারে | তোমাদের কাছে আল্লাহ | প্রকাশ করেছেন | ঐ বিষয় যা | তাদেরকে তোমরা বলে দাও কি | তারা বলে

بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ

তারা জানে | না | কি | তোমরা বুঝ | না | তবে কি? | তোমাদের রবের | কাছে | তাদিয়ে

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَ مِنْهُمْ

তাদেরমধ্যে কিছু (আছে) | এবং | তারাপ্রকাশ করে | যা | ও | তারা গোপন করে | যা কিছু | জানেন | আল্লাহ | যে

اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا

এছাড়া | তারা | না | এবং | আশা আকাংখা | এছাড়া | কিতাব | তারা জানে | না | নিরক্ষর

يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ

পরে | তাদেরহাতদিয়ে | কিতাবে (অর্থাৎ শরীয়াবিধান) | লিখে | তাদের জন্যে (যারা) | ধ্বংস অতএব | (অমূলক) ধারণা করে

يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ

অতএব ধ্বংস | সামান্য | মূল্য (অর্থাৎ স্বার্থ) | তাদিয়ে | (এরূপ করে) কেনার জন্যে | আল্লাহর | নিকট | থেকে | এটা (এসেছে) | তারা বলে

لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

তারা উপার্জন করেছে | তাহতে যা | তাদের জন্যে | ধ্বংস | এবং | তাদের হাত | লিখেছে | একারণে যা | তাদের জন্যে

তখন তারা বলেঃ তোমরা নির্বোধ হয়েছ, তাদেরকে তোমরা এমনসব কথা বলেদিচ্ছ যা আল্লাহ একমাত্র তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। ফলে তারা তোমাদের নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

৭৭. একথা কি তারা জানেনা যে, তারা যা কিছু গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহতা'আলার জানা আছে।

৭৮. তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা উম্মী; খোদার কিতাব সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল ও অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়।

৭৯. তাই সেসব লোকের ধ্বংস নিশ্চিত যারা নিজেদেরই হাতে শরীয়তের বিধান রচনাকরে এবং তারপর লোকদেরকে বলে, এ খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে- এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুতঃ তাদের হাতের এই লিখনও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যাকিছু উপার্জন করে তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

এবং | তারা বলে | কক্ষণ না | আমাদেরকে স্পর্শ করবে | আগুন | (যদি করেও) তবে | কিছুদিন | গুনা গুণতির

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ

তুমি বল | তোমরা গ্রহণ করেছ কি | নিকট হতে | আল্লাহর | ওয়াদা (যা) | কক্ষণ না | ভঙ্গ করবেন | আল্লাহ | তাঁর ওয়াদা

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ

অথবা | তোমরা বলছ | উপর | আল্লাহর | যা | না | তোমরা জান | বরং (সত্যহল) | যেকেউ | উপার্জন করবে

سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

পাপ | এবং | ঘিরে নিয়েছে | তাকে | তার পাপসমূহ | ফলে | ঐসব লোক | অধিবাসী (হবে) | দোযখের

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তারাই | তার মধ্যে | হবে | চিরস্থায়ী | আর | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَ اِذْ

ঐ সব (লোক) | অধিবাসী (হবে) | জান্নাতের | তারাই | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | এবং | (স্মরণকর) যখন

اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

আমরা নিয়েছিলাম | প্রতিশ্রুতি | বনি | ইসরাঈলের (থেকে) | (যে) না | তোমরা ইবাদত করবে | ছাড়া | আল্লাহর

৮০. তারা বলে, দোযখের আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না, তবে মাত্র কয়েকদিনের শাস্তি মিললে মিলতে পারে। তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি খোদার নিকটহতে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছ যার বিরোধিতা তিনি কখনই করবেন না? কিংবা তোমারই এমনসব কথা খোদার উপর চাপিয়ে দিচ্ছ যে সম্পর্কে তিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কি না তা তোমরা কিছুই জান না? দোযখের আগুণ তোমাদের কেনই বা স্পর্শ করবে না?

৮১. বস্তুতঃ যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে।

৮২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে তারা চিরদিন বসবাস করবে।

রুকুঃ১০

৮৩. স্মরণ কর, ইসরাঈল-সন্তানদের নিকট হতে আমরা এই পাকা পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করবেনা।

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ

মিসকীনদের (সাথে) ও ইয়াতীমদের ও আত্মীয়স্বজনের এবং সদয় ব্যবহার করবে পিতামাতার সাথে এবং

وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ

যাকাত তোমরা দেবে ও নামাজ তোমরাকায়েম করবে এবং ভাল (কথা) লোকদেরকে তোমরা বলবে এবং

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ তোমরা (আজও) এবং তোমাদের মধ্য হতে সামান্য কিছু (লোক) ব্যতীত তোমরাফিরে গিয়েছিলে এরপরেও

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ

তোমরা বের করবে না এবং তোমাদের রক্ত তোমরা ঝরাবে (যে) না তোমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা নিয়ে ছিলাম যখন এবং

اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

সাক্ষ দিচ্ছ তোমরাই এবং তোমরা স্বীকার করেছিলে এরপর তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের নিজে দেরকে

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا

এক পক্ষকে তোমরা বের করছ এবং তোমাদের নিজে দেরকে তোমরা কতল করছ ঐ সব (লোক যারা) তোমরাই আবার

مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ

গোনাহের সাথে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাহায্য দিচ্ছ তাদের ঘরগুলো হতে তোমাদের মধ্যকার

وَ الْعُدْوَانِ ؕ

বাড়াবাড়িকরে ও

মাতা-পিতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভাল কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। মুষ্টিমেয় লোকছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভংগকরেছ এবং এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই রয়েছ।

৮৪. আর স্মরণ কর, আমরা তোমাদের নিকট হতে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবেনা ও পরস্পরকে ঘরবাড়ী হতে বিতাড়িত করবে না; তোমরা সকলে তা স্বীকার করেছিলে; তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী।

৮৫. কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-স্বজনদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোকদের তোমরা ঘরবাড়ী হতে নির্বাসিত করছ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়িসহকারে দল পাকাচ্ছ

وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ

এবং যদি / তোমাদের কাছে আসে / বন্দী (হয়ে) / বিনিময় দিয়ে ছাড়াও তাদের / অথচ / তা

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

নিষিদ্ধ / তোমাদের উপর / তাদের বহিষ্কার করা / কি তোমরা তবে বিশ্বাস কর / কিছু অংশ / কিতাবের

وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ

এবং অবিশ্বাস কর তোমরা / (অপর) কিছু অংশকে / তবে কি / প্রতিদান (হতেপারে) / যে / করবে / এরূপ

مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তোমাদের মধ্যকার / এছাড়া যে / অপমান লাঞ্ছনা / জীবনে / দুনিয়ার / এবং দিনে / কিয়ামতের

يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

তারা নিক্ষিপ্ত হবে / দিকে / কঠোর / আযাবের / এবং না / আল্লাহ / বে খবর

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ

এ বিষয়ে যা / তোমরা করছ / ঐ সব(লোক) / (তারাই) যারা / কিনে নিয়েছে / জীবনকে

الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

দুনিয়ার / আখেরাতের বিনিময়ে / ফলে না / হালকা করা হবে / তাদের থেকে / আযাব

وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ ع

এবং না / তারা / সাহায্যপ্রাপ্ত হবে

এবং যখন তারা যুদ্ধে বন্দীহয়ে
তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্যে তোমরা বিনিময়ের আদান-প্রদান কর। অথচ তাদেরকে ঘর হতে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম (নিষিদ্ধ)। তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাসকর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তিরদিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।

৮৬. প্রকৃত পক্ষে এসব লোকেরাই নিজেদের পরকাল বিক্রিকরে দুনিয়ার জীবন খরিদকরে নিয়েছে। কাজেই এদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাসকরা হবে না এবং কোন সাহায্যও তারা পাবেনা।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ

নিশ্চয় এবং আমরা দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠিয়েছি তার পরে

بِالرُّسُلِ ۪ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

রসূলদেরকে এবং আমরা দিয়েছি ঈসাকে পুত্র মরিয়মের সুস্পষ্ট নির্দশন সমূহ

وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا

ও তাকে আমরা সাহায্য করেছি আত্মাদিয়ে পবিত্র যখনই অতঃপর কি

جَآءَكُمْ

তোমাদের কাছে এসেছে

رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ

কোন রসূল যা নিয়ে না পছন্দ করে তোমাদের মন অহংকার করেছ তোমরা

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَ قَالُوْا

অতঃপর কতককে তোমরা অস্বীকার করেছ আর কতককে তোমরা হত্যা করেছ এবং তারা বলেছিল

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا

আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত (সুরক্ষিত) বরং (সত্যহল) তাদেরকে লানত করেছেন আল্লাহ তাদের কুফরির কারণে তাই কম (লোকই)

مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

ঈমান আনবে যারা

রুকুঃ১১

৮৭. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর ক্রমাগতভাবে রসূল প্রেরণ করেছি। শেষকালে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মার[৩০] দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। এরপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোন নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছে তখনি তোমরা নিজেদেরকে তার অপেক্ষা বড় মনেকরে তার বিরুদ্ধাচারণই করেছ; কাকেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাকেও করেছ হত্যা।

৮৮. তারা বলে, আমাদের মন সুরক্ষিত; না, বরং আসল ব্যাপার এই যে তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর খোদার অভিশম্পাত বর্ষিত হয়েছে। এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৩০. 'রুহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা'র অর্থ– অহীর (আল্লাহর প্রত্যাদেশবাণীর) মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে পারে, আবার এর অর্থ অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -ও হতে পারে। এ ছাড়া এর মানে হযরত ঈসার (আঃ) নিজের পবিত্র 'আত্মা'ও হতে পারে; কেননা আল্লাহতা'আলা তার আত্মাকে পবিত্র গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন।

وَ	لَمَّا	جَآءَ	هُمْ	كِتٰبٌ	مِّنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ	مُصَدِّقٌ
এবং	যখন	এসেছে	তাদের কাছে	কিতাব	থেকে	নিকট	আল্লাহর	সত্যায়নকারী

لِّمَا	مَعَهُمْ ۙ	وَ	كَانُوْا	مِنْ قَبْلُ	يَسْتَفْتِحُوْنَ
(তার) যা	তাদের সাথে আছে	এবং	তারা ছিল	ইতিপূর্বে	বিজয় চাইত

عَلَى	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا ۚ	فَلَمَّا	جَآءَ	هُمْ	مَّا	عَرَفُوْا	كَفَرُوْا بِهٖ ز
উপর	(তাদের) যারা	কুফরীকরেছে	অতঃপর যখন	আসল	তাদেরকাছে	যা	তারাচিনত	তা অস্বীকার করল

فَلَعْنَةُ	اللّٰهِ	عَلَى	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾	بِئْسَمَا	اشْتَرَوْا	بِهٖٓ
ফলে অভিশাপ	আল্লাহর	উপর	প্রত্যাখ্যানকারীদের	কতই নিকৃষ্ট তা	তারা বিক্রয় করেছে	যার বিনিময়ে

اَنْفُسَهُمْ	اَنْ يَّكْفُرُوْا	بِمَآ	اَنْزَلَ	اللّٰهُ	بَغْيًا	اَنْ
তাদের আত্মাকে	অস্বীকার করে	ঐ বিষয় যা	নাযেল করেছেন	আল্লাহ	জিদ বশতঃ	(এজন্যে) যে

৮৯. এখন খোদার নিকট হতে যে কিতাবখানি তাদের নিকট এসেছে তার সাথে তারা কিরূপ ব্যবহার করেছে? যদিও তারা তাদের নিকট পূর্বহতে মওজুদ গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করত। যদিও উহার আগমনের পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যলাভের জন্যে প্রার্থনা করত[৩১]; কিন্তু যখন সে জিনিষ এসে পৌছাল যাকে তারা চিনতে পারল তখন তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। এ সমস্ত অবিশ্বাসীর উপর খোদার অভিশম্পাত!

৯০. তারা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভকরে[৩২] তা কতই না নিকৃষ্ট। তা এই যে, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তারা শুধু এ জিদের বশবর্তী হয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে,

৩১. নবী করীমের (সঃ) আগমনের পূর্বে ইহুদীরা সেই নবীর আবির্ভাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো যাঁর আগমন সম্পর্কে তাদের নবীগণ ভবিষ্যৎ-বাণী করে গিয়েছিলেন; এবং তারা তাঁর সত্বর আগমনের জন্য প্রার্থনাও করতো যাতে তাঁর আবির্ভাবে কাফেরদের আধিপত্য মিটে যায় ও তাদের উত্থান ও উন্নতির যুগ শুরু হয়।

৩২. এ আয়াতের আর একটি তরজমা এরূপ হতে পারেঃ যার জন্য তারা নিজেদের প্রাণকে বিক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট জিনিস; অর্থাৎ নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্য ও নিজেদের মুক্তিকে তারা জলাঞ্জলি দিল।

يُنَزِّلُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ

আল্লাহ নাযেল করেছেন | তাঁর অনুগ্রহে | উপর | যাকে | তিনি চান | মধ্য হতে | তাঁর বান্দাদের | তারা ফলে পরিবেষ্টিত হয়েছে

بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

গজবদিয়ে | উপর | গজবের | এবং | কাফেরদের জন্য রয়েছে | আযাব | অপমানকর

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا

যখন এবং | তাদেরকে | বলা হয় | তোমরা ঈমান আন | ঐ বিষয়ে যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | তারা বলে | আমরা ঈমান আনব | ঐ বিষয়ে যা

اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ

নাযেল করা হয়েছে | আমাদের উপর | ও | তারা অস্বীকার করে | যা (আছে) | তা ছাড়া | অথচ | সেটাই | সত্য

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ

সত্যায়ণকারী | (তার) যা | তাদের সাথে আছে | বল | কেন তাহলে | তোমরা হত্যা করেছ | নবীদেরকে | আল্লাহর

مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

ইতিপূর্বে | যদি | তোমরা হয়ে থাক | ঈমানদার

খোদা তাঁর বান্দাদের মধ্যেহতে নিজ মনোনীত একজনকে তাঁর অনুগ্রহ (অহী ও নবুয়্যত) দানে ভূষিত করেছেন[৩৩]। অতএব তারা খোদার দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সমস্ত কাফেরদের জন্যে কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৯১. যখনই তাদের বলাহয়, আল্লাহ যাকিছু নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারাবলে, "আমরাতো শুধু সেই জিনিসের প্রতিই ঈমান এনেথাকি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) প্রতি নাযিল হয়েছে"। উহার পরিসীমার বাইরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানতে তারা অস্বীকার করছে; অথচ যা মানতে তারা অস্বীকার করছে, তা সত্য; এবং তাদের নিকট পূর্বহতে যে (আদর্শের) শিক্ষা বর্তমান ছিল তা তার সত্যতা স্বীকারকরে ও তার সমর্থন করে। যাই হোক, তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমাদের নিকট অবতীর্ণ আদর্শের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসীই হয়ে থাক, তবে ইতিপূর্বে (বণী-ইসরাঈল বংশে আগত) খোদার সেই নবীদের কেন হত্যা করতেছিলে?

৩৩. তাদের মনের বাসনা ছিল–ভবিষ্যতে যে নবী আসবেন তিনি তাদের কওমের মধ্যে জন্মলাভ করুন। কিন্তু সেই নবী যখন অন্য একটি কওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, যে কওমকে তারা নিজেদের তুলনায় হীন মনে করতো , তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যোগী হলো; তাদের মনের বাসনা– যেন আল্লাহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাদের কথা মতো নবী পাঠালে তবে ঠিক হতো।

وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

গো বাছুরকে (উপাস্যরূপে) তোমরা গ্রহণ করে ছিলে এরপর সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে মূসা তোমাদের কাছে এসেছিল নিশ্চয় এবং

مِنْ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ

এবং তোমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম যখন এবং যালেম তোমরা ছিলে এবং তারপরও

رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ

তোমরা শুন ও শক্তভাবে তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি (তা) যা (বলেছিলাম) তোমরা ধর তুরপাহাড়কে তোমাদের উপর উঠিয়েছিলাম

قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۟ وَ اُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ

কুফরির কারণে বাছুর (পূজা) তাদের অন্তর তলোর মধ্যে সিঞ্চিত হয়েছিল এবং আমরা অমান্য করলাম কিন্তু আমরা শুনলাম তারা বলেছিল

قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

ঈমানদার তোমরা হয়ে থাক যদি তোমাদেরঈমান যার তোমাদের নির্দেশ দেয় কতইনানিকৃষ্ট বল তাদের

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً

শুধুমাত্র (তোমাদেরই) আল্লাহ কাছে আখরাতের ঘর তোমাদের জন্যে হয় (নির্দিষ্ট) যদি বল

مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

সত্যবাদী তোমরা হয়ে থাক যদি মৃত্যুর তোমরা তাহলে কামনা কর (সমগ্র) মানুষ ব্যতীত

৯২. তোমাদের নিকট মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য-দেবতা বানিয়েছিলে।

৯৩. এছাড়া তোমাদের উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের নিকট হতে আমরা যে চুক্তি গ্রহণ করেছিলাম, তাও স্মরণ করে দেখ। তাতে আমরা তাকীদ করেছিলাম যে, যে পথ-নির্দেশ আমরা দিতেছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কাজে পরিণত কর এবং মনোনিবেশ সহকারে শোন। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিলঃ আমরা শুনেছি বটে, কিন্তু মানবনা। বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তাদের মন এতই আকৃষ্ট হয়েপড়েছিল যে, তাদের মনের পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাওঃ তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে যে ঈমান এধরণের পাপকাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক ঈমান।

৯৪. তাদের বল, পরকালের ঘর সমগ্রমানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদের জন্যেই যদি নির্দিষ্ট হয়েথাকে, তাহলে তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই বাঞ্ছনীয়; অবশ্য যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

খুবই অবহিত | আল্লাহ | এবং | তাদের হাত | আগে পাঠিয়েছে | এ কারণে যা | কখনও | তা কামনা করবে তারা | নিশ্চয়না | কিন্তু

بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ

প্রতি | লোকদের মধ্যে | অত্যাধিক লোভী | তাদেরকে পাবে | তোমরা অবশ্যই | এবং | জালেমদের সম্পর্কে

حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

বয়স দেওয়া হত | যদি | তাদের প্রত্যেকে চায় | শির্ক করে | যারা | (তাদের) চেয়েও- | এবং | বেঁচেথাকার

أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن

আযাব | থেকে | তাকে টলাতে পারবে | তা(অর্থাৎ দীর্ঘায়ু) | না | অথচ | বছরের | একহাজার

يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَن كَانَ

হবে | যে | বল | তারা করছে | ঐ বিষয় যা | খুব দেখেন | আল্লাহ | এবং | বয়সদেওয়া হয়ও

عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ

জিব্রাইলের (সে জেনে রাখুক) | শত্রু

ع

৯৫. নিশ্চয় জেনো এরা কখনই মৃত্যু কামনা করবেনা। নিজেদের হাতে উপার্জন করে তারা যাকিছু সেখানে পাঠিয়েছে,তার প্রেক্ষিতে সেখানে যাওয়ার কামনা না করাই স্বাভাবিক। আল্লাহ এই যালেমদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন।

৯৬. তোমরা তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোননা কোন রূপে হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করে। অথচ (ইহা নিঃসন্দেহে) দীর্ঘজীবন তাদেরকে আযাব হতে কখনো দূরে রাখতে (রক্ষাকরতে) সমর্থ হবে না। তারা যেসব কাজকর্ম করছে তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হচ্ছে।

রুকূঃ১২

৯৭. তাদের বল, জিব্রাঈলের যে শত্রুতা পোষণ করে[৩৪] তার জেনেরাখা দরকার যে,

৩৪. ইহুদীরা মাত্র নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মন্দ বলতো না , খোদার প্রিয় সম্মানিত ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-কেও তারা গাল-মন্দ করতো ও বলতোঃ সে আমাদের শত্রু; সে রহমতের (কৃপা ও করুণার) ফেরেশতা নয়, বরং আযাবের (শাস্তির)।

فَإِنَّهُ	نَزَّلَهُ	عَلَىٰ	قَلْبِكَ	بِإِذْنِ	اللَّهِ	مُصَدِّقًا
সে নিশ্চয়	তা নাযিল করেছে	উপর	তোমার অন্তরে	অনুমতিক্রমে	আল্লাহর	সত্যায়নকারী

لِّمَا	بَيْنَ	يَدَيْهِ	وَ	هُدًى	وَّ	بُشْرَىٰ	لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾
(তার) যা	তার সামনে (আছে)		এবং	হেদায়াত	ও	সুসংবাদ	মু'মিনদের জন্যে

مَن	كَانَ	عَدُوًّا	لِّلَّهِ	وَ	مَلَائِكَتِهِ	وَ	رُسُلِهِ	وَ	جِبْرِيلَ
যে	হবে	শত্রু	আল্লাহর	ও	তাঁর ফেরেশতাদের	ও	তাঁর রসূলদের	ও	জীব্রাঈলের

وَ	مِيكَالَ	فَإِنَّ	اللَّهَ	عَدُوٌّ	لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾	وَ	لَقَدْ
ও	মিকাঈলের	নিশ্চয় ফলে	আল্লাহ (হবেন)	শত্রু	(সেইসব) কাফেরদের জন্য	এবং	নিশ্চয়

أَنزَلْنَا	إِلَيْكَ	آيَاتٍ	بَيِّنَاتٍ ۖ	وَ	مَا	يَكْفُرُ	بِهَا	إِلَّا
আমরা নাযিল করেছি	তোমার উপর	আয়াত সমূহ	সুস্পষ্ট	এবং	না	অস্বীকার করে	তাকে	ছাড়া

الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾	أَوَ	كُلَّمَا	عَاهَدُوا	عَهْدًا	نَّبَذَهُ	فَرِيقٌ
ফাসেকরা	এমন নয়কি	যখনই	তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে	কোন প্রতিশ্রুতি	তা নিক্ষেপ করেছে	একদল

مِّنْهُم ۚ	بَلْ	أَكْثَرُهُمْ	لَا	يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
তাদের মধ্যকার	বরং	তাদের অধিকাংশ	না	বিশ্বাস করে

জিব্রাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার মনের উপর নাযিল করেছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে এবং ঈমানদারদের জন্যে সঠিকপথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

৯৮. (জিব্রাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এই যদি কারণ হয়ে থাকে তবে বলেদাও যে) যারা আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাগণ, তাঁর পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ স্বয়ং সেই কাফেরদেরও শত্রু।

৯৯. আমরা তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যা সুস্পষ্টরূপে সত্যপ্রকাশ করছে। কেবল ফাসেক তা মেনেনিতে অস্বীকার করে থাকে।

১০০. সাধারণতঃ এটাই কি হয়নি যে তারা যখন কোনকিছুর প্রতিশ্রুতি দানকরেছে, তখন তাদের একটি না একটি উপদল নিশ্চিতরূপেই তা উপেক্ষা করেছে? আর সত্যি কথা এই যে, তাদের মধ্যে অনেকলোক আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমানই আনেনি।

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

(তার) যা — সত্যায়নকারী — আল্লাহর — কাছ — থেকে — কোন রসূল — তাদের কাছে এসেছে — যখন — এবং

مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ

আল্লাহর — কিতাব — কিতাব — দেওয়া হয়েছে — যাদের — (তাদের) মধ্যকার — একদল — নিক্ষেপ করেছে — তাদের সাথে (আছে)

وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا

পেশকৃত — (তার) যা — তারা অনুসরণ করেছে — এবং — জানেই — না — তারা যেন — তাদের — পিঠের — পিছনে

الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

সুলাইমান — কুফরী করেছিল — না — আর — সুলায়মানের — রাজত্বের — সম্পর্কে — শয়তানরা

وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَا

(আয়ত্বকরত) যা — এবং — যাদু — লোকদেরকে — (তারাই) শিখাত — কুফরী করেছিল — শয়তানরা — কিন্তু

اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ

মারুত (নামের) — ও — হারুত — বাবেল (শহরে) — দুই ফেরেশতার — উপর — নাযিল করা হয়েছিল

১০১. যখনি তাদের নিকট খোদার তরফ হতে কোন রসূল আগমণকরে তাদের নিকট (পূর্বহতে) মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে তখনি এই কিতাবধারীদের মধ্যে হতে একটি উপদল খোদার কিতাবকে এমন ভাবে পিছনে ফেলে রেখেছে যেন তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

১০২. অথচ সে সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সোলাইমানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সোলাইমান কখনই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে যাদুগিরি শিক্ষাদান করছিল। বেবিলনের হারুত ও মারুত দুই ফিরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

পরীক্ষা (মাত্র) আমরা মূলতঃ দুজনে বলেছে যতক্ষণ না কাউকে দুজনে শিখিয়েছে না অথচ

فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

মাঝে তা দিয়ে তারা পৃথক করত যা তাদের থেকে দুজন তবুও তারা শিখে কুফরী করো অতএব না

الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

এছাড়া কাউকে এদিয়ে ক্ষতি করতে পারত তারা না এবং তার স্ত্রীর ও পুরুষের (স্বামীর)

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ

তাদের উপকার করত না এবং তাদের ক্ষতি করত (এমনকিছু) যা তারা শিখে এবং আল্লাহর অনুমতি ক্রমে

وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ

কোন আখেরাতে তার জন্যে নেই তা ক্রয় করেছিল অবশ্যই যে কেউ তারা জেনেছিল নিশ্চয় এবং

خَلَاقٍ ؕ

অংশ

অথচ তারা (ফিরেশতারা) যখনি কাউকে এ

জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই একথা বলে স্পষ্টভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত যে, 'দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষামাত্র, তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হয়োনা'[৩৫]। তা সত্বেও তারা ফিরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে সেই জিনিসই শিখতেছিল, যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, খোদার অনুমিত ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হত না। কিন্তু এ সত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত যা তাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না বরং ক্ষতিকর ছিল; এবং তারা ভাল করেই জানত যে এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তাদের জন্যে পরকালের কোনই কল্যাণ নেই।

৩৫. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি আছে। কিন্তু আমি এর যা অর্থ বুঝেছি তা হচ্ছেঃ বণী-ইসরাঈল যে সময়ে বাবেলে দাস ও বন্দী জীবণ-যাপন করছিল সে সময়ে তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহতা'আলা দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করে থাকবেন। লূত (আঃ)-এর জাতির কাছে যেরূপ ফেরেশতাগণ সুদর্শন, বালকরূপ ধারণ করে গিয়েছিলেন, উক্ত ইসরাঈলীগনের কাছে ফেরেশতারা সম্ভবতঃ পীর ও ফকিরের রূপধারণ করে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা হয়তো একদিকে যাদুর বাজারে নিজেদের দোকান ফেঁদে বসেছিলেন ও অন্যদিকে তাঁরা লোকদের কাছে যুক্তি-জ্ঞানসহ সত্য পৌছে দিয়ে সতর্ক করার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধানও করে দিতেন। যে দেখ, আমরা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ; তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করোনা। কিন্তু তা সত্বেও লোকে তাঁদের উপস্থাপিত 'সিফলী আমলিয়াত'– যাদুর হীন ক্রিয়াকান্ড ও তাবীজ-তুমার, মন্ত্র-তন্ত্রের জন্য উম্মাদের মত ছুটে আসতো।

وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

তারা জানতো যদি তাদের জীবনকে যার বদলে তারা বিক্রয়করে তা কত অবশ্যই নিকৃষ্ট এবং

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

থেকে ছওয়াব অবশ্যই পেত তাকওয়া অবলম্বন করত এবং ঈমান আনত তারা যদি এবং

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ع ۱۳

যারা ওহে তারা জানত যদি উত্তম আল্লাহর নিকট

اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ؕ

তোমরা শ্রবণ কর এবং 'উনজুরনা' তোমরা বল বরং 'রায়েনা' তোমরা বল না ঈমান এনেছ

وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

বড় কষ্টদায়ক আযাব কাফেরদের জন্য এবং (রয়েছে)

তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রি করেছে, তা কতই নিকৃষ্ট জিনিস। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত।

১০৩. তারা যদি ইমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে খোদার নিকট তার যে প্রতিফল পাওয়া যেত তা তাদের পক্ষে কল্যাণময় হত। তারা যদি তা জানতে পারত।

রুকূঃ১৩

১০৪. হে ঈমানদাররা 'রায়েনা' বলোনা, বরং 'উনযুরনা' বল এবং লক্ষ্য করে শ্রবণ কর[৩৬]। এ কাফেররা নিশ্চিতরূপে কঠিন শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

৩৬. ইহুদীরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে আসতো তখন তারা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাদের অন্তরের জ্বলন মিটাবার চেষ্টা করতো। নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথা বার্তার মধ্যে যখন তাদের কোন সময়ে একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, 'থামুন, আমাদের কথাটা বুঝে নেবার একটু অবকাশ দিন'; তখন তারা বলতো 'রায়েনা' । এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছেঃ 'আমাদের জন্যে একটু অবকাশ দান করুন, রেয়ায়েত করুন, বা আমাদের কথা শুনুন' । কিন্তু এর কয়েকটি কদর্থও আছে। এ জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা এ শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকো; ও তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' বলতে থাকো অর্থাৎ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদের একটু বুঝে নিতে অবকাশ দিন'।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ

যে মোশরেকদের (মধ্যহতে) না এবং কিতাবদের আহলে মধ্য হতে কুফরী করেছে যারা চায় না

يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ

তার দয়ার জন্যে বিশেষভাবে মনোনীত করেন আল্লাহ কিন্তু তোমাদের রবের পক্ষহতে কল্যাণ কোন তোমাদের উপর নাযেল হউক

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ

(অর্থাৎ) কোন আমরা রহিত করি যা মহান অনুগ্রহশীল আল্লাহ এবং তিনিচান যাকে

اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ

তুমি জান নাকি তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে উত্তম আনি আমরা তা আমরা ভুলিয়ে দেই অথবা আয়াত

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ

যে তুমি জান নাকি সক্ষম কিছুর সব উপর আল্লাহ নিশ্চয়

اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ

তোমাদের জন্যে নাই এবং যমীনের ও আসমান রাজত্ব তাঁরই জন্যে আল্লাহ (এমনযে)

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾

কোন সাহায্যকারী না আর বন্ধু কোন আল্লাহ ছাড়া

১০৫. যারা সত্যের এই আহবান কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা আহলি-কিতাব হোক আর মুশরিকই হোক তোমার প্রতি তোমার খোদার নিকট হতে কোন প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়াকে কেউ পছন্দ করেনা; অথচ আল্লাহ যাকেই চান নিজের রহমত দানের জন্যে মনোনীত করে নেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমরা যে আয়াত 'মনসুখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দিই, তার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ[৩৭] জিনিসই এনে দিই।

১০৭. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান? এটা কি জানা নেই যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে? তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

৩৭. এখানে একটা বিশেষ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যা ইহুদীগণ মুসলমানদের অন্তরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করতো। তাদের আপত্তি ছিলঃ যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলি খোদার তরফ থেকে এসে থাকে আর এ কোরআনও যদি খোদার পক্ষ থেকে হয় তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের কতক নির্দেশের পরিবর্তে কোরআনে অন্যরূপ নির্দেশাবলী কেন দেওয়া হয়েছে?

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْـَٔلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

কি তোমরা চাও যে প্রশ্নকরবে তোমাদের রসূলকে যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিল মূসা ইতিপূর্বে

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

এবং যে পরিবর্তন করল কুফরীতে ঈমানের বদলে নিশ্চয় সে হারাল সরল-সোজা রাস্তাটি

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

কামনা করে অনেকে আহলে কিতাবদের যদি ফিরাতে পারত তোমাদের পরে তোমাদের ঈমানের

كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا

কুফরীতে হিংসা বশতঃ কাছের তাদের নিজেদের এর পরও যা

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

সুস্পষ্ট হয়েছে তাদের কাছে প্রকৃত সত্য অতএব তোমরা মাফকর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না (ফয়সালা করে) দেন আল্লাহ

بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

তাঁর নির্দেশ দিয়ে নিশ্চয় আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান এবং তোমরাকায়েম কর নামাজ

১০৮. তোমার কি তোমাদের নবীর নিকট সে ধরণের দাবী ও প্রশ্ন পেশ করতে চাও, যেমন ইতিপূর্বে মূসার নিকট করা হয়েছে[৩৮]? অথচ যে ব্যক্তিই ঈমানের আদর্শকে কুফরীর আদর্শে পরিবর্তিত করল, সে-ই পথ ভ্রষ্ট হল।

১০৯. 'আহলি-কিতাব' দের মধ্যে অনেক লোকই তোমাদেরকে কোন উপায়ে ঈমানের পথ হতে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে; কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসামূলক মনোবৃত্তির কারণেই তোমাদের জন্যে তাদের এই মনোবাঞ্ছা। এর উত্তরে তোমরা ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন কর। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, সবকিছুর উপরই আল্লাহর শক্তি কার্যকরী হয়।

১১০. নামায কায়েম কর,

৩৮. ইহুদীগণ খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কূট আলোচনা-তর্ক তুলে মুসলমানদের সামনে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করতো ও নবী (সঃ)-কে নানা প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচনা দিত; এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞেস কর, সেটা জিজ্ঞেস কর প্রভৃতি। এ ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে ইহুদীদের ন্যায় মতি-গতি অবলম্বন করোনা; সে রকম ভাব থেকে বেঁচে থাকো।

وَ اٰتُوا	الزَّكٰوةَ ط	وَ	مَا	تُقَدِّمُوْا	لِاَنْفُسِكُمْ	مِّنْ	خَيْرٍ	تَجِدُوْهُ
ও তোমরা আদায় কর	জাকাত	এবং	যা	তোমরা আগে পাঠাবে	তোমাদের নিজেদের জন্যে	কোন	কল্যাণ	তা তোমরা পাবে

عِنْدَ	اللّٰهِ ط	اِنَّ	اللّٰهَ	بِمَا	تَعْمَلُوْنَ	بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾	وَ	قَالُوْا
কাছে	আল্লাহর	নিশ্চয়	আল্লাহ	যা	তোমরা আমল করছ	খুব দেখছেন	এবং	তারা বলে

لَنْ	يَّدْخُلَ	الْجَنَّةَ	اِلَّا	مَنْ	كَانَ	هُوْدًا	اَوْ	نَصٰرٰى ط
কক্ষণ না	প্রবেশ করবে (অন্যকেউ)	জান্নাতে	এছাড়া	যে	হবে	ইহুদী	অথবা	খৃষ্টান

تِلْكَ	اَمَانِيُّهُمْ ط	قُلْ	هَاتُوْا	بُرْهَانَكُمْ	اِنْ	كُنْتُمْ
এটা	তাদের আকাংখামাত্র	বল	তোমরা নিয়ে আস	তোমাদের প্রমাণ	যদি	তোমরা হও

صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾	بَلٰى ق	مَنْ	اَسْلَمَ	وَجْهَهٗ	لِلّٰهِ	وَ	هُوَ
সত্যবাদী	তবে হ্যাঁ	যে	সঁপে দিয়েছে	তার সত্ত্বাকে	আল্লাহর জন্যে	এবং	সে

مُحْسِنٌ	فَلَهٗٓ	اَجْرُهٗ	عِنْدَ	رَبِّهٖ ص	وَ	لَا	خَوْفٌ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا
সত্য নিষ্ঠও	সেক্ষেত্রে তার জন্য	তার প্রতিফল (রয়েছে)	কাছে	তার রবের	এবং	না (আছে)	কোন ভয়	তাদের জন্যে	আর	না

هُمْ	يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾ ع
তারা	চিন্তা করবে

যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের পরকালীন মুক্তির জন্যে যা কিছু কল্যাণ আগে পাঠিয়ে দিবে তা তোমরা আল্লাহরই নিকট মওজুদ পাবে। বস্তুতঃ তোমরা যাই কর না কেন, তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হয়।

১১১. তারা বলে, কোন ব্যক্তিই বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না সে ইয়াহুদী কিংবা (খৃষ্টানদের মতে) খৃষ্টান হবে। মূলতঃ এ তাদের মনের কামনা মাত্র। তাদের বল, তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ কর।

১১২. (বস্তুতঃ তোমাদের বা অন্য কারো বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই) বরং সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করেদিবে এবং কার্যতঃ সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করবে, তার খোদার নিকট তার জন্যে প্রতিদান রয়েছে–এবং এ ধরণের লোকদের জন্যে কোন প্রকার ভয় ও আশংকার কারণ নেই।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَیْءٍ ص

এবং | বলে | ইহুদীরা | নাই | খৃষ্টানরা | উপর | কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَیْءٍ

এবং | বলে | খৃষ্টানরা | নাই | ইহুদীরা | ওপর | কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অথচ | তারা | তেলাওয়াত করে | কিতাব | এভাবে | (তারাও) বলে | যারা | না | জানে (প্রকৃতসত্য)

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

মত | তাদের উক্তির | অতএব | আল্লাহ | ফয়সালা করবেন | তাদের মাঝে | দিনে | কিয়ামতের | সে বিষয়ে যা

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ

ছিল | সেব্যাপারে | তারা মতবিরোধ করত | এবং | কে (আছে) | অধিক জালেম | তারচেয়ে যে | বাধাদেয় | মসজিদে

اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِیْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ

আল্লাহর | স্মরণ করতে | তারমধ্যে | তাঁর নাম | এবং | চেষ্টাকরে | তার ধ্বংসের | ঐসব লোক

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِی

নয় | (সংগত) ছিল | তাদের জন্যে | যে | তাতে প্রবেশ করবে | এছাড়া যে | ভীত হয়ে | তাদেরজন্যে রয়েছে | মধ্যে

الدُّنْيَا خِزْیٌ وَّ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

দুনিয়ার | লাঞ্ছনা | ও | তাদের জন্যে রয়েছে | মধ্যে | আখেরাতের | আযাব | কঠিন

রুকুঃ১৪

১১৩. ইয়াহূদীরা বলে, খৃষ্টানদের নিকট কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইয়াহূদীদের নিকট কোন সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব পাঠ' করছে। আর যাদের নিকট কিতাবের কোন জ্ঞান নেই তারাও অনুরূপ দাবী পেশ করে থাকে। তাদের এই যে মতবিরোধ, আল্লাহতা'আলা কিয়ামতের দিনই এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন।

১১৪. যে ব্যক্তি খোদার এবাদতস্থল সমূহে খোদার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার অপেক্ষা যালেম আর কে হতে পারে? এ ধরণের লোক কোন দিক দিয়েই এ এবাদতস্থল সমূহে প্রবেশানুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ এদের জন্যে পৃথিবীতে চরম লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালে রয়েছে কঠিন ও বিরাট শাস্তি।

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ

দিক অতঃপর সেখানেই মুখ ফিরাও যে দিলেই অতএব পশ্চিম ও পূর্ব আল্লাহরই এবং জন্যে

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ

আল্লাহ গ্রহণ করেছেন তারা বলে এবং সবকিছু জানেন সর্বব্যাপী আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহর

وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

সন্তান তিনি পবিত্র বরং (রয়েছে) তাঁরজন্যে যাকিছু (আছে) আসমান সমূহের মধ্যে ও

الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ

জমীনে সবকিছুই তাঁরই কাছে অনুগত (তিনি)স্রষ্টা আসমানসমূহের ও

الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

পৃথিবীর এবং যখন সিদ্ধান্ত করেন কোন কাজ (করার) শুধুমাত্র বলেন তাকে হও

فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا

তখনই হয়েযায় এবং বলে যারা জানে না কেন না আমাদেরসাথেকথা বলেন

اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ

আল্লাহ অথবা আমাদের দেন (না) কোন নিদর্শন

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ বিশালতা সম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ।

১১৬. তারা বলে আল্লাহ কাকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ এ কথার পংকিলতা হতে আল্লাহ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসই খোদার মালিকানার বস্তু, সবই তাঁর আদেশানুগত।

১১৭. তিনিই আসমান-জমীনের স্রষ্টা। তিনি যা কিছুরই সিদ্ধান্ত করেন, তার জন্যে শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

১১৮. অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোন নির্দশনই বা কেন দেখান না?

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط
এভাবে বলেছিল যারা (ছিল) তাদের পূর্বে অনুরূপ তাদের কথার

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ط قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
সদৃশ হয়েছে তাদের অন্তর সমূহ নিশ্চয় বর্ণনাকরেছি আমরা নিদর্শন সমূহ (সেই) লোকদের জন্যে

يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
(যারা) বিশ্বাস করে নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা

وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾ وَ لَنْ
এবং সতর্ককারী ও হিসাবে এবং না তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সম্পর্কে অধিবাসীদের দোজখের কক্ষণ না

تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ
খুশী হবে তোমার থেকে ইহুদীরা না আর খৃষ্টানরা যতক্ষণ না তুমি অনুসরণ করবে

مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط
তাদের দ্বীনের বল নিশ্চয় আল্লাহর পথ নির্দেশনা সেটাই সঠিকপথনির্দেশনা

এ ধরণের কথা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলত। অতীত ও বর্তমানের সকল পথভ্রষ্টদের মনোবৃত্তি মূলতঃ একই ধরণের।..... বিশ্বাসীদের জন্যে তো আমরা নির্দশনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

১১৯. (এ অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে যে) আমরা তোমাকে সত্যজ্ঞানের সাথে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি[৩৯]। ফলতঃ যারা জাহান্নামের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে তাদের জন্যে তুমি দায়ী নও।

১২০. ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করবে। তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে আল্লাহ যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রকৃত পথ তাই।

৩৯. অর্থাৎ অন্য নিদর্শনের আবশ্যকতা কি ? সব থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তো মুহাম্মদের (সঃ) নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের নবুয়্যাতপূর্ব অবস্থা, আর যে দেশ ও জাতির মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ও জীবনের চল্লিশটি বৎসর যাপন করেছেন, তার পর সেই বিরাট মহিমান্বিত কর্ম-কান্ড যা নবুয়্যত-প্রাপ্তির পর তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন– এ সবকিছু এমন এক আলোকোজজ্বল নিদর্শন যারপর অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না।

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

এবং | অবশ্য যদি | তুমি অনুসরণ কর | তাদের খাহেশের | পরেও | যা | এসেছে | তোমার কাছে | (সঠিক) জ্ঞান

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ

না (পাবে) | তোমার জন্যে | হতে | আল্লাহ (বাঁচাতে) | কোন | বন্ধু | আর | না | (কোন)সাহায্যকারী | যারা

اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ

তাদের আমরা দিয়েছি | কিতাব | তা তারা পাঠকরে | যথোপযুক্ত | তার তেলোয়াত | তারাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

ঈমান আনে | এর উপর | এবং | যে | তা অস্বীকার করে | ঐসব(লোক)মূলতঃ | তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾ ع يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ ١٤ ع ٧ ١٤

ক্ষতিগ্রস্ত | হে | বনী | ইসরাইল | তোমরা স্মরণ কর | আমার নেয়ামতের

الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

যা | আমি নেয়ামত দিয়েছি | তোমাদের উপর | ও | আমি | তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি | উপর | সারা বিশ্বের

অন্যথায় তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের লালসা অনুসারে চলতে থাক তবে খোদার আযাব হতে রক্ষা করার মত তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না।

১২১. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথোপযুক্তভাবে পড়ে, তারা তার প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে[৪০]। তার প্রতি যারা কুফরী করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রুকুঃ১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈলেরা! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আমাদের দেয়া নেয়ামতকে। একথাও স্মরণ কর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতি-সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

৪০. এখানে আহলি-কিতাবদের মধ্যকার সৎ ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সততা, ন্যায়পরতা ও সত্যপ্রিয়তার সংগে খোদার সেই কিতাব যা তাঁদের কাছে পূর্ব থেকে ছিল তা পাঠ করেন এজন্য তাঁরা কোরআন শুনে বা পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا

এবং | তোমরা ভয়কর | সেদিনের | না | কাজে আসবে | কোন ব্যক্তি | জন্যে | কোন ব্যক্তির | কিছুমাত্রও | এবং না

يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ

গ্রহণকরা হবে | তার থেকে | কোন বিনিময় | এবং না | তাকে ফায়দা দেবে | কোন সুপারিশ | এবং না | তারা

يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ

সাহায্যপ্রাপ্ত হবে | এবং | (স্মরণকর) যখন | পরীক্ষা করেছিলেন | ইবরাহীমকে | তার রব | কয়েকটা কথা দ্বারা | সে অতঃপর সেগুলো পূর্ণকরল

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ

(আল্লাহ) বললেন | নিশ্চয় আমি | তোমাকেনিয়োগ করব | মানুষের জন্যে | নেতা হিসেবে | সে বলল | এবং | থেকেও | আমার সন্তানদের

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا

(আল্লাহ) বললেন | না | প্রযোজ্যহবে | আমার প্রতিশ্রুতি | যালেমদের (জন্যে) | এবং | (স্মরণকর) যখন | আমরা নির্দিষ্ট করেছিলান

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ

(কাবা) ঘরকে | মিলনকেন্দ্র | লোকদেরজন্যে | ও | শান্তির (জায়গাহিসেবে)

১২৩. তোমরা ভয় কর সে দিনটির যখন কেউ কারো একবিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবেনা, আর পাপীরা কোন দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না।

১২৪. স্মরণ কর, যখনই ইবরাহীমকে তার খোদা বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করলেন এবং সবগুলি ব্যাপারে সে উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই"। ইবরাহীম বলল, "আমার সন্তানদের প্রতিও কি এ ওয়াদা?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের সম্পর্কে নয়"[৪১]।

১২৫. একথাও স্মরণ কর, আমরা এই ঘরকে ("কাবা"কে) জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম

৪১. অর্থাৎ এ প্রতিশ্রুতি তোমাদের বংশের মধ্যকার মাত্র সেই সব ব্যক্তিদের অনুকূলে দেওয়া হয়েছে যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি নয়। এখানে যালেমের অর্থ মাত্র মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়। হক ও সদাকতের– সত্য ও ন্যায়পরতার উপর যুলুমকারীদেরও বোঝানো হচ্ছে।

وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى

প্রতি | আমরা তাকিদ করেছিলাম | এবং | নামাজের জায়গা হিসেবে | ইবরাহিমকে | মাকামে | (নির্দেশ দিলাম) তোমরা গ্রহণকর | এবং

اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ

ও | তওয়াফকারীদের জন্যে | আমার ঘরকে | পাক রাখ (উভয়ে) | যেন | ইসমাঈলের (প্রতি) | ও | ইবরাহীমের

الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ

হে আমার রব | ইবরাহীম | বলেছিল (স্মরণকর) যখন | এবং | সিজদাকারীদের (জন্যে) | রুকূকারীদের | ও | ইতেকাফকারীদের

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ

যে কেউ | (সব রকমের) ফলমূল | তার অধিবাসীদের | রেযেক দাও | ও | নিরাপদ | নগরকে | এই | বানাও

اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ

কুফরী করবে | যে কেউ | আর (আল্লাহ) বললেন | আখেরাতের | দিনে | ও আল্লাহর উপর | তাদের মধ্যে | ঈমান আনবে

فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ

এবং | দোযখের | আযাবের | দিকে | তাকে আমি বাধ্য করব | এরপর | কিছুদিন পর্যন্ত | তাকেও জীবন সামগ্রী দেব

بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

স্থান | (তা) অতিনিকৃষ্ট

এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ইবরাহীম যেখানে এবাদতের জন্যে দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাজের জায়গা রূপে গ্রহণ কর। ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ করে বলেছিলাম যে তাওয়াফ, ই'তেফাক ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে আমার এই ঘরকে পবিত্র করে রাখ।

১২৬. এও স্মরণ কর যে ইবরাহীম দোয়া করেছিল, "হে আমার খোদা! এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সব ধরণের ফলের রেযেক দান কর"। উত্তরে তার খোদা বললেন, "আর যে মানবে না, কয়েক দিনের এই জৈব-জীবনের সামগ্রী তাকেও আমি দেব"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব এবং তা নিকৃষ্টতম স্থান।

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

এবং — (স্মরণ কর) যখন — উঠায় — ইবরাহীম — প্রাচীর বা ভিত্তি — (কাবা) ঘরের

وَ إِسْمٰعِيلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ إِنَّكَ

ও — ইসমাঈল — (তারা বলেছিল) হে আমাদের রব — কবুল কর — আমাদের থেকে (এ কাজ) — তুমি নিশ্চয়

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

তুমিই — শ্রবণকারী — সবকিছু জ্ঞাত — হে আমাদের রব — এবং — আমাদেরকে বানাও — উভয়কে অনুগত

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۠ وَ أَرِنَا

তোমারই জন্যে — এবং মধ্যে হতেও — আমাদের বংশধরদের — একটি জাতি (বানাও) — অনুগত — তোমারই — এবং — আমাদেরকে দেখাও

مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

আমাদের ইবাদতের পন্থা — এবং — ক্ষমাশীল হও — আমাদের উপর — নিশ্চয় তুমি — তুমিই — ক্ষমাশীল — মেহেরবান

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

হে আমাদের রব — এবং পাঠাও — তাদের মাঝে — একজন রসূল — তাদের মধ্য হতে — সে পাঠ করবে — তাদের কাছে — তোমার আয়াতগুলোকে

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ

এবং — সে শিখাবে তাদের — কিতাব — ও — হিকমত — ও — তাদের পরিশুদ্ধ করবে — তুমি নিশ্চয় — তুমিই

১৫ ع ৮ ১৫

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

পরাক্রমশালী — মহাবিজ্ঞ

১২৭. স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের প্রাচীর রচনা করতেছিল, তখন উভয়েই দোয়া করতেছিল, "হে আমাদের খোদা! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর; তুমি নিশ্চয় সব কিছু শুনতে পাও এবং সবকিছু জান।

১২৮. হে খোদা! আমাদের দুজনকেই তোমার অনুগত বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটা জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার এবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

১২৯. হে খোদা! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয় বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ"।

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ

যে এছাড়া ইবরাহীমের দ্বীন হতে বিরূপ হবে কে আর

سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي

নির্বোধ বানিয়েছে তার নিজকে নিশ্চয় এবং তাকে আমরা বাছাই করেছি মধ্যে

الدُّنْيَا ۚ

দুনিয়ার

وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ

তাকে বলেছিলেন (সেছিল এমন যে) যখন সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই আখেরাতে সে নিশ্চয় এবং (হবে)

رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ وَصّٰى

নির্দেশ দিয়েছিল এবং বিশ্বজাহানের রবের কাছে আমি অনুগত হলাম সে বলেছিল তুমি অনুগত হও তার রব

بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى

পছন্দকরেছেন আল্লাহ নিশ্চয় (সে বলেছিল) হে আমার সন্তানরা ইয়াকুবও এবং তার সন্তান দেরকে ও ইবরাহীম এ সম্বন্ধে

لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

অনুগত হবে তোমরা যখন এ ছাড়া তোমরা মৃত্যুবরণ করো না অতএব (এই) দ্বীনকে তোমাদের জন্যে

রুকুঃ১৬

১৩০. এবং ইবরাহীমের জীবন-পন্থাকে ঘৃণা করবে কে? বস্তুতঃ যে নিজকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ছাড়া আর কে এরূপ ধৃষ্টতা করতে পারে? ইবরাহীম আর কেউ নয়, তাকেই আমি পৃথিবীতে কাজ সম্পন্ন করার জন্যে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং পরকালে সে সৎ লোকদের মধ্যেই গণ্য হবে।

১৩১. তার অবস্থা এ ছিল যে তার খোদা যখন তাকে বললেন, "অবনত ও অনুগত হও"[৪২] তখনি সে বলল, "আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম"।

১৩২. এ পথেই চলার জন্যে সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এ উপদেশ দিয়ে গেছে। সে বলেছিল, "হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে"।

৪২. 'মুসলিম' অর্থ ঃ যে খোদার সামনে আনুগত্যের শির অবনত করে; মাত্র খোদাকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও নির্দেশদাতা ও উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদার কাছে সমর্পণ করে ও খোদার কাছ থেকে আগত হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে। এই বিশ্বাস, প্রত্যয় ও এই কর্ম-ধারার নাম 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত নবীদের দ্বীন-ধর্ম বা জীবন-ধারা– যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ

সেবলেছিল যখন মৃত্যু ইয়াকুবের উপস্থিত হয়েছিল যখন উপস্থিত তোমরা ছিলে অথবা (কি)

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

তোমার ইলাহকে ইবাদত করব আমরা তারা বলেছিল আমার পরে তোমরা ইবাদত করবে কার তার পুত্র দেরকে

وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ

একই (যিনি) ইলাহ ইসহাকের (ইলাহকে) ও ইসমাঈলের ও (অর্থাৎ) ইবরাহীমের তোমার পূর্ব পুরুষের ইলাহ এবং

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا

যা তার জন্যে আছে অতীত হয়েছে নিশ্চয় উম্মত সেই অনুগত থাকব তারই কাছে আমরা এবং

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

সে সম্পর্কে যা তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা উপার্জন করেছ যা তোমাদের জন্যে আছে আর সে অর্জন করেছে

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ

তোমরা সঠিক পথ পাবে খৃষ্টান অথবা ইহুদী তোমরা হও তারা বলে এবং তারা কাজ করতেছিল

১৩৩. ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী হতে বিদায় নিচ্ছিল তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিল, "হে পুত্ররা! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা সেই এক খোদারই এবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক খোদারূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুগত হয়ে থাকব"।

১৩৪. তারা ছিল একটি দল, যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু আর্জন করবে, তার ফল তোমরাই ভোগ করবে। তারা কি করতেছিল তা তোমাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৩৫. ইয়াহুদীরা বলে ইয়াহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টান বলে, খৃষ্টান হও তবেই সত্যের সন্ধান পাবে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ

বল (না তা নয়) বরং (গ্রহণকর) দ্বীনকে ইবরাহীমের একনিষ্ঠভাবে এবং না সেছিল অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ

মুশরিকদের (হে মুসলমান) তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা

اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

নাযিল করা হয়েছে প্রতি ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের ও ইসহাকের ও ইয়াকুবের

وَالْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ

ও (তাদের) বংশধরদের (উপর) এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসাকে ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে

النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ

নবীদেরকে পক্ষহতে তাদের রবের না আমরা পার্থক্য করি মাঝে কারো তাদের মধ্য হতে এবং

نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ

আমরা তাঁরই অনুগত(মুসলিম) হয়েছি অতএব যদি তারা ঈমান আনে অনুরূপ যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তার উপর

فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ

তবে নিশ্চয় তারা সঠিক পথ পাবে আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে প্রকৃতপক্ষে তারা মধ্যে (লিপ্ত) বিরোধে

তাদের সকলকেই বলে দাও যে, এর কোন কথাই ঠিক নয়, বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন কর। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. হে মুসলমানেরা! তোমরা বল যে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও আমাদের জন্যে সে জীবন-ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি; যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।

১৩৭. তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে, যেরূপ ঈমান তোমরা এনেছ, তবে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর তা হতে যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফিরায় তবে তারা যে কঠিন গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ

তাই তাদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহই তিনি সবকিছু শ্রবণকারী সবকিছু জানেন (গ্রহণকর) রং (অর্থাৎ দীন)

اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۙ وَّ نَحْنُ لَهٗ

আল্লাহর এবং কে (আছে) উত্তম চেয়ে আল্লাহর রঙে এবং আমরা তাঁরই

عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ

ইবাদতকারী বল কি ঝগড়াকরছ আমাদের সাথে ব্যাপারে আল্লাহর অথচ তিনি আমাদের রব ও

رَبُّكُمْ ۚ وَ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ

এবং তোমাদের রব আমাদের জন্যে আমাদের কাজ ও তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ এবং আমরা তাঁরই

مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

একনিষ্ঠ ভাবে (দাসত্ব কারী) অথবা (কি) তোমরাবল নিশ্চয় ইবরাহীম ও ইসমাঈল

وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ

ইসহাক ও ইয়াকুব এবং (তাদের) বংশধর ছিল ইহুদী অথবা

نَصٰرٰى ؕ

খৃষ্টান

অতএব তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহতা'আলাই যথেষ্ট, একথা জেনে নিশ্চিত থাক। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

১৩৮. বল, খোদার রঙ ধারণ কর, তাঁর রঙ হতে আর কার রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে? এবং বল আমরা তারই দাসত্ব করে থাকি।

১৩৯. হে নবী! তাদের বল- তোমরা খোদার সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই আমাদেরও খোদা, আর তোমাদেরও খোদা। আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দাসত্ব করে থাকি।

১৪০. অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খৃষ্টান?

قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ط وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

তারচেয়ে যে অধিক যালেম কে এবং আল্লাহ (বেশী জানেন?) অথবা বেশীজান তোমরা কি বল

كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

সে সম্পর্কে যা গাফেল আল্লাহ না এবং আল্লাহর পক্ষহতে (যা আছে) তার কাছে একটি সাক্ষ্য (বা প্রমাণ) গোপন করে

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ

এবং সে উপার্জন করেছে যা তার জন্যে আছে অতীত হয়েছে তা নিশ্চয় উম্মত সেই তোমরা কাজ করছ

لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

তারা কাজ করতোছিল সে সম্পর্কে যা তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা উপার্জন করেছ যা তোমাদের জন্যে

ع ١٢ ١٦

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ

হতে তাদের মুখ ফিরাল কিসে লোকদের মধ্যহতে নির্বোধরা বলবে শীগগীর

قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ

ও পূর্ব আল্লাহরই বল যার দিকে (মুখ করত) তারা ছিল সেই (কেবলাহতে) তাদের কেবলা

الْمَغْرِبُ ط يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

পশ্চিম তিনি পথ দেখান যাকে তিনি চান দিকে পথের সরলসোজা

বল, তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন? যার নিকট খোদার তরফ হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন করে তবে তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? জেনে রাখ, তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই গাফেল নন।

১৪১. এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিল, তারা আজ অতীত হয়ে গিয়েছে। তাদের অর্জন তাদেরই জন্যে ছিল এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের জন্যে। তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমাদের নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না।

রুকূঃ১৭

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলবে, এদের কি হয়েছে, প্রথমে যে কেবলার দিকে মুখ করে এরা নামায পড়ত, তা হতে সহসা কেন ফিরে গেল[৪৩]। হে নবী! এদের বলে দাও–"পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন সহজ-সঠিক পথ দেখান"।

৪৩. নবী করিম (সঃ) হিজরতের পর পবিত্র মদীনা নগরীতে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তার পরে পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে।

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى

এবং এভাবে তোমাদের আমরা বানিয়েছি একটি উম্মত মধ্যমপন্থী তোমরা হও যেন সাক্ষী উপর

النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَ مَا

(দুনিয়ার) লোকদের ও হয় রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী এবং না

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ

আমরা বানিয়ে ছিলাম কেবলা সেটাকে তুমি ছিলে যার উপর এছাড়া আমরা যেন জানতে পারি কে

يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ

অনুসরণ করে রসূলকে (আর) কে তাদের মধ্য হতে ফিরে যায় উপর তার দুই গোড়ালির (অর্থাৎ উল্টোদিকে) এবং যদিও

كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ

তা ছিল (বেনেচলা) অবশ্যই কঠিন তবে (নয়কঠিন) (তাদের) উপর যাদেরকে পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ

১৪৩. আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মাৎ বানিয়েছি[৪৪], যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর[৪৫]; পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্যে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা দেখতে ও জানতে চেয়েছিলাম। এ ব্যাপারটি তো বড় কঠিন ছিল, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত দানে সুপথগামী করেছেন তাদের পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি।

৪৪. "উম্মতে অসাৎ" –মধ্যম-পন্থী বা মধ্যম মর্যাদা-সম্পন্ন জাতি বা দলের অর্থ : এমন একটা সুউচ্চ আদর্শ-ধারী মর্যাদা সম্পন্ন দল যারা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও আতিশয্য-মুক্ত মধ্যম পন্থার অনুসারী হবে; দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যমণি বা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে, সকলের সংগে যাদের সম্বন্ধ হবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারুরই সংগে অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার তারা করবে না।

৪৫. এর অর্থ পরকালে আমি যখন গোটা মানব জাতির একত্রে হিসাব গ্রহণ করবো, সে সময়ে আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে রসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ন্যায়-ভিত্তিক ব্যাবস্থাপনার শিক্ষা দান করেছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কম-বেশী না করে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, ও বাস্তবে সেই অনুসারে কাজ করে তোমাদেরকে দেখিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত রূপে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ আমার সামনে খাড়া হতে হবে ও তোমাদের এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছে দিয়েছেন ও কাজ করে যা কিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমত পৌছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনরূপ অবজ্ঞা-অবহেলা তোমরা করনি।

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ

বড়ই দয়ালু লোকদের উপর আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন আল্লাহ (এরূপ যে) নন এবং

رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

তোমাকে ফিরিয়েদিচ্ছি আমরা তাই আকাশের দিকে তোমার মুখ বার বার ফিরাতে দেখেছি আমরা অবশ্যই মেহেরবান

قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ

হারামের মসজিদে দিকে তোমরা মুখ ফেরাও তাই যা পছন্দ কর তুমি কেবলার (দিকে)

وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَ اِنَّ

নিশ্চয় এবং তার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও তখন তোমরা তোমরা থাক যেখানেই এবং

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

পক্ষ হতে সত্য তা যে তারা জানে অবশ্যই কিতাব দেওয়া হয়েছে যাদের

رَّبِّهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

তারা করছে যা সে সম্বন্ধে গাফেল আল্লাহ নন এবং তাদের রবের

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দিবেন না; নিশ্চিত জেনো যে তিনি লোকদের পক্ষে অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

১৪৪. তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ; এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও, অতঃপর তুমি যেখানেই থাকনা কেন, তার দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকবে[৪৬]। আর এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে , তারা ভাল করেই জানে যে, (কেবলা পরিবর্তনের) এ নির্দেশ তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে এবং তা সত্য। এ সত্ত্বেও যা কিছু তারা করছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফেল নন।

৪৬. কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে এই ছিল মূল নির্দেশ । দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল । নবী করিম (সঃ) এক সাহাবীর বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে হুযুর ইমাম রূপে নামায পড়াচ্ছেন। দু'রাকাআত পড়ানো শেষ হয়েছে, অকস্মাৎ তৃতীয় রাকাআতে অহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর অনুবর্তী জমা'আতের সকল লোক বায়তুল মোকাদ্দসের দিক থেকে কাবার দিকে মুখ ফেরান। অতঃপর মদিনা ও তার চতুর্দিকে এই কেবলা পরিরবর্তনের ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করা হয় । আয়াত শরীফে যে বলা হয়েছে-"আমি বার বার তোমাকে আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করতে দেখতে পাচ্ছি" এবং "আমি সেই কেবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর" -এর দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় যে, কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার পূর্বে থেকেই নবী করিম (সঃ) এর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا

তারা অনুসরণ করবে না (তবুও) নির্দশন সব কিতাব দেওয়া হয়েছে (তাদেরকে) যাদের তুমি এনেদাও অবশ্য এবং যদি

قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ

তাদের কেউ নয় এবং তাদের কেবলার অনুসারী তুমি নও এবং তোমার কেবলার

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ

তাদের খেয়াল খুশীর তুমি অনুসরণ কর অবশ্য যদি এবং কারোর কেবলার অনুসারী

بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

জালেমদের অবশ্য গণ্য হবে তাহলে নিশ্চয় তুমি (সঠিক) জ্ঞান তোমার কাছে এসেছে যা এর পরেও

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۭ

তাদের সন্তান দেরকে তারা চিনে যেমন তা তারা চিনে কেতাব তাদেরকে আমরা দিয়েছি যারা

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

জানেও তারা যখন সত্যকে গোপন করে অবশ্যই তাদেরমধ্যহতে একদল নিশ্চয় এবং

১৪৫. এসব আহলে কিতাবের নিকট তোমরা যে কোন নিদর্শনই নিয়ে এসনা কেন, তোমাদের কেবলার অনুসরণ করতে শুরুকরা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কেবলা মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারেনা। এদের কোন একটি দলই অপর দলের কেবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান পৌছেছে তার পরও যদি তোমরা তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

১৪৬. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা সেই (কেবলারূপে নির্দিষ্ট) স্থানকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পারে, যেমন চিনতেপারে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে[৪৭], কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে-বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে।

৪৭. এটা আরবে প্রচলিত একটি বাগধারা। যে জিনিসকে লোকে নিশ্চিত রূপে জানে এবং সে সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে তবে বলা হয় যে, সে বস্তুকে সে সেই রূপে চেনে যেমন সে নিজের সন্তানকে চেনে। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমরা একথা ভালভাবেই জানতো যে হযরত ইব্রাহীমই (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন ; কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দস তার ১৩শ' বৎসর পর হযরত সোলাইমান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল– একথা সকলেই জানতো, কারুর কাছে গোপন ছিলনা।

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত তোমরা হবে না তাই তোমার রবের পক্ষহতে প্রকৃত সত্য

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

কল্যাণের তোমরা তাই প্রতিযোগিতা কর মুখ ফিরায় তার দিকে সে একটি দিক (আছে) প্রত্যেকের এবং জন্যে

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

উপর আল্লাহ নিশ্চয় সকলকেই (একসাথে) আল্লাহ তোমাদেরকে আনবেন তোমরা থাক যেখানেই

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

তোমার মুখ তখন ফিরাও তুমি বের হও যেখান থেকেই এবং ক্ষমতাবান কিছুর সব

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ مَا

নন এবং তোমার রবের পক্ষ হতে অবশ্যই সত্য তা নিশ্চয় এবং হারামের মসজিদে দিকে

اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

তুমি বের হও যেখান হতেই এবং তোমরা কাজ করছ তাহতে যা গাফেল আল্লাহ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ

হারামের মসজিদে দিকে তোমার মুখ তুমি তখন ফিরাও

১৪৭. এটা নিশ্চিতরূপে একটা সত্য বিষয়– তোমার খোদার তরফ হতে নাযিল হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে তোমরা কখনো কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত হয়োনা।

রুকূঃ১৮

১৪৮. প্রত্যেকের জন্যে একটা দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হও। যেখানেই তোমরা থাকবে আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চয় পাবেন, তাঁর শক্তির বাইরে কোন জিনিসই নেই।

১৪৯. তুমি যে স্থান হতে চলনা কেন, সে স্থান হতেই নিজের মুখ (নামাজের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। কেননা ইহাই তোমার খোদার সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ফয়সালা এবং আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মে মোটেই বে-খবর নন।

১৫০. পরন্তু যেখান হতেই তোমাদের যাত্রা হোকনা কেন, সেখানেই নিজেদের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে,

وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ

এবং যেখানেই তোমরা থাক তোমরা তখন ফিরাবে তোমাদের মুখ তার দিকে না যেন হয়

لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۢ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا

লোকদের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ তবে যারা জুলুম করেছে তাদের মধ্যেথেকে (তাদের কথা ভিন্ন) না তাই

تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ ۙ وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ

তাদেরকে ভয়কর বরং তোমরা ভয়কর আমাকেই এবং যেন আমি পূর্ণকরি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর ও আশা করা যায় তোমরা

تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا

সঠিক পথে চলবে যেমন আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে একজন রসূল তোমাদের মধ্যহতে সে পাঠকরে

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ

তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত সমূহ ও তোমাদেরকে পরিশুদ্ধকরে এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও

الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

হিকমত আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় যা না তোমরা জানতে

যেখানেই তোমরা থাকবে সেদিকেই ফিরে নামাজ পড়। যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা কোন প্রমাণ পেতে না পারে[৪৮]। তবে যারা যালেম, তাদের মুখ যে কখনো বন্ধ হবেনা তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাদের তোমরা ভয় করোনা, বরং আমাকেই ভয় কর। এবং[৪৯] এজন্যে যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিব এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণ লাভ করবে।

১৫১. যেমন (এদিক দিয়ে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষাদেয় এবং যে সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।

৪৮. অর্থাৎ কারুর পক্ষে যেন একথা বলার সুযোগ না ঘটে যেঃ এরা তো আচ্ছা মু'মিন যারা খোদার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করছে।

৪৯. এ বাক্যাংশের সম্পর্ক হচ্ছে এই কথার সংগেঃ "ওরই দিকে ফিরে নামায পড়ো, যেন তোমার বিরুদ্ধে লোকদের কাছে কোন সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ না থাকে"।

ع ١٥

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো না এবং আমার শোকর কর এবং তোমাদেরকে আমি স্মরণ করব আমাকে স্মরণকর কাজেই তোমরা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ

নিশ্চয় নামাজ (দ্বারা) ও ধৈর্যদ্বারা তোমরা সাহায্য চাও ঈমান এনেছ যারা ওহে

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

পথে নিহত হয় (তাদেরকে) যারা তোমরা বলো না এবং সবরকারীদের সাথে আল্লাহ (আছেন)

اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব আমরা এবং তোমরা অনুভব কর না কিন্তু তারা জীবিত বরং তারা মৃত আল্লাহর

بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ

ধনসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষুধা ও ভয় যেমন কিছু জিনিষ দিয়ে

وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

(ঐসব) সবরকারীদের সুসংবাদ দাও এবং ফল ফসলাদির ও জীবনের ও

---

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণে রাখ, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব এবং আমার শোকর আদায় কর, (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন কর) আমার নিয়ামতের কুফরী করোনা (আমার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা)।

রুকূঃ১৯

১৫৩. হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সংগে রয়েছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত; কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।

১৫৫. আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করে , তাদের সুসংবাদ দাও।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ

যারা যখন তাদের উপর এসে পড়ে কোন মুসিবত (তখন) তারাবলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্যে ও নিশ্চয় আমরা

اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ

প্রত্যাবর্তনকারী তাঁরই দিকে ঐসব লোক তাদের উপর (রয়েছে) বিপুল অনুগ্রহ তাদের রবের পক্ষহতে এবং

رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ الصَّفَا

দয়া এবং ঐসব লোক তারাই সঠিকপথ প্রাপ্ত নিশ্চয় সাফা

وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ

ও মারওয়া অন্তর্ভুক্ত নিদর্শন আল্লাহর কাজেই যে হজ্জ করবে (কাবা) ঘরের বা ওমরা করবে

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ

সেক্ষেত্রে নাই কোন গুনাহ তার উপর দৌড়াতে (মাঝে) তার দুইয়ের আর যে কেউ স্বেচ্ছায় করে কোন কল্যাণ

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

নিশ্চয় তবে আল্লাহ (তার) মূল্যদানকারী খুব অবহিত

১৫৬. এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে–আমরা আল্লাহরই জন্যে, আল্লাহর নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৫৭. তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের খোদার নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; খোদার রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।

১৫৮. নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে[৫০], এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তাদের পক্ষে কোন পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা–আগ্রহ ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার মূল্য দান করবেন।

৫০. যিল-হজ্ব মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলিতে কাবা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্ব' বলা হয়। আর এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'উমরা' বলা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى

বেদায়াত ও স্পষ্টনির্দশনাদি আমরা নাযিল করেছি যা গোপন করে যারা নিশ্চয়

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেন ঐসবলোক কিতাবে লোকদের জন্যে তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছি আমরা যা এর পরেও

وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ

এবং সংশোধিত হয়েছে ও তওবা করেছে (তাদের) যারা ছাড়া সমস্ত লা'নতকারী তাদেরকে লা'নত করে ও

بَيَّنُوا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

মেহেরবান বড় ক্ষমাশীল আমি এবং তাদের উপর আমি ক্ষমাশীল হব অতঃপর ঐসবলোক (স্পষ্টভাবে সত্য) বর্ণনা করেছে

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ

তাদের উপর ঐসবলোক কাফের (ছিল) তারা এমবস্থায় যে মরে গেছে ও কুফরী করেছে যারা নিশ্চয়

لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

সকলেরই মানুষের ও ফেরেশতাদের ও আল্লাহর অভিশাপ

১৫৯. যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিজ কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি, নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের উপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে;

১৬০. অবশ্য যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ হতে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেব, প্রকৃত পক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।

১৬১. যারা কুফরীর[৫১] আচরণ অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ পড়বে:

৫১. 'কুফর' -শব্দটি 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থবোধক। 'ঈমান' এর অর্থ হচ্ছে- মান্য করা। সত্য বলে গ্রহণ করা, কবুল করা; স্বীকার করা। বিপরীত পক্ষে 'কুফর' এর অর্থ হচ্ছেঃ মান্য না করা, রদ করা অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন রূপ আছেঃ (১) আদৌ খোদাকে না মানা; তাঁর সার্বভৌমত্ব- অর্থাৎ তিনি একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একথা স্বীকার না করা; আল্লাহকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জগতের

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

তারা চিরস্থায়ী হবে | তারমধ্যে | না | তাদের থেকে হ্রাসকরাহবে | শাস্তি | আর | না | তাদেরকে

يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

অবসর দেয়া হবে | এবং | তোমাদের ইলাহ | ইলাহ | একই | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

দয়ালু | মেহেরবান

১৬২. এ অভিশাপ অবস্থায়ই তারা সব সময় লিপ্ত হয়ে থাকবে, না তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে আর না তাদেরকে তা হতে মুক্তি লাভের কোন অবসর দেয়া হবে।

১৬৩. তোমাদের খোদা এক ও একক, মেহেরবান ও দয়ালু খোদা ভিন্ন (বিশ্ব ভূবনে) আর কোন খোদা নেই।

মালিক ও উপাস্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা।(২) আল্লাহকে স্বীকার বা মান্য করেও তাঁর নির্দেশ ও হেদায়াতকে জ্ঞানবিদ্যা ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎসরূপে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৩) আল্লাহতা'আলার নির্দেশ মোতাবেক চলা আবশ্যক– একথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া সত্বেও আল্লাহ তাঁর হেদায়াত ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ যে সব নবীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেন– তাদেরকে অস্বীকার করা। (৪) পয়গম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করা, নিজের পছন্দ ও সংস্কার অনুসারে নবীগণের মধ্যে কাউকে মান্য করা ও কাউকে অমান্য করা।(৫) নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকায়েদ (প্রত্যয়-বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিকতা ; চরিত্র ও ব্যবহার) এবং জীবনের বিধান সম্পর্কে যে শিক্ষা দান করেছেন সেসবকে বা তার মধ্যকার কোন কিছুকে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৬) আদর্শ ও মতবাদ হিসাবে এই সব জিনিসকে স্বীকার করা সত্বেও কার্যক্ষেত্রে জেনে-শুনে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের অমান্য করতে থাকা এবং এরূপ অমান্য করার ব্যাপারে জিদ করা এবং পার্থিব জীবনে নিজের গতি খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না রেখে নাফরমানির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ

নিশ্চয় মধ্যে (আছে) সৃষ্টিতে আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর ও

اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي

পরিবর্তনে রাতের ও দিনের ও নৌযান সমূহে যা চলে

فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ

সাগরের মধ্যে যা উপকার দেয় লোকদের এবং যাকিছু বর্ষণ করেন আল্লাহ থেকে

السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

আকাশ পানি এ ভাবে পুনর্জীবিত করেন তাদিয়ে যমীনকে পর তার মৃত্যুর

وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّ تَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَ

ও বায়ুর প্রবাহে ও প্রাণী সব (ধরণের) তার উপরে বিস্তার করেন ও

السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ

মেঘমালার (যা) নিয়ন্ত্রিত মাঝে আকাশের ও যমীনের অবশ্যই নির্দশনাদি

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

লোকদের জন্যে (যারা) জ্ঞান রাখে

রুকুঃ২০

১৬৪. (এ সত্য অনুধাবন করার অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্যে উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী ও সমুদ্রে ভাসমান চলমান নৌকা সমূহে, উপর হতে বর্ষিত বৃষ্টির ধারায় ও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নির্দশন রয়েছে।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

কিন্তু মধ্যে লোকদের (এমনও আছে) যারা গ্রহণ করে ছাড়া আল্লাহ

اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ

(অন্যকে) সমতুল্য রূপে তাদেরকে তারা ভালবাসে যেমন ভালবাসা আল্লাহর (প্রতি হওয়া উচিৎ) অথচ যারা

اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ

ঈমান আনে (তাদের রয়েছে) অধিক ভাল বাসা আল্লাহর জন্যে এবং যদি (আজ) (ভেবে) দেখত যারা জুলুম করেছে যখন তারা দেখবে

الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

আযাব (এবং অনুভবকরবে) যে শক্তি আল্লাহরই সবটুকুই এবং এও যে আল্লাহ কঠিন

الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا

শাস্তিদানে যখন সম্পর্কছিন্ন করবে (তারা) যাদের অনুসরণ করাহত (অর্থাৎ নেতারা) হতে (তাদের) যারা অনুসরণ করত (অর্থাৎ অনুসারীদের)

وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

ও দেখবে আযাব এবং বিচ্ছিন্ন হবে তাদের সাথে সকল উপায় উপকরণ

১৬৫. কিন্তু (খোদার একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নির্দশনসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)কে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্য রূপে গ্রহণ করে এবং তারা ঠিক এরূপ ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। কঠিন শাস্তিকে সম্মুখে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ যালেমরা তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ব এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর, তবে কতইনা ভাল হত।

১৬৬. আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যে সব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হত তারা নিজ নিজ অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদানের সম্পর্ক ও কার্যকারণ-ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ

তাদের থেকে আমরাও তবে সম্পর্ক ছিন্নকরতাম একবার (ফিরার সুযোগ) আমাদের জন্যে যদি (এমন হত) অনুসরণ করত যারা বলবে এবং

كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ

পরিতাপরূপে তাদের কাজকর্ম গুলোকে আল্লাহ তাদের দেখাবেন এভাবে আমাদের থেকে সম্পর্কছিন্ন যেমন করেছে তারা (আজ)

عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

মানবজাতি ওহে দোযখের আগুন হতে বের হতে পারবে তারা না এবং তাদের কাছে

كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا

তোমরা অনুসরণ করো না এবং পবিত্র হালাল যমীনে আছে তাহতে যা তোমরা খাও

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا

মূলতঃ প্রকাশ্য শত্রু তোমাদের জন্যে সে নিশ্চয় শয়তানের পদাঙ্কগুলোর

يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى

উপর তোমরা বলতে (এমন কথা) এবং অশ্লিলতার ও পাপকাজের তোমাদেরকে নির্দেশদেয় সে

اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

তোমরা জান না যা আল্লাহর

১৬৭. আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করত তারা বলবেঃ হায় আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা প্রকাশ করছে আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজ যা কিছু তারা দুনিয়াতে করছে তাদের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের গর্ভ হতে বের হবার কোন পথই তারা খুঁজে পাবে না।

রুকুঃ২১

১৬৮. হে মানুষ, জমীনে যে সব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে, তা খাও এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তোমাদেরকে পাপ কাজ ও অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ যে সব কথা বলেছেন বলে তোমরা জান-না তা আল্লাহর নামে বলে বেড়াতে শিখায়।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ

এবং যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা অনুসরণ কর যা নাযিল করেছেন

اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ

আল্লাহ তারা বলে বরং আমরা অনুসরণ করব তা আমরা পেয়েছি যার উপর আমাদের বাপ দাদাদেরকে

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا

যদিও কি ছিল বাপদাদারা না তাদের (এমন যে) তারা বুঝতো কিছুই

وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ

এবং না তারা সঠিক পথে চলত এবং দৃষ্টান্ত (তাদের) যারা অস্বীকার করেছে এরূপ

الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً ؕ صُمٌّۢ

(এক রাখাল) যে চিৎকার করে ডাকে ঐ বিষয় যা না শুনে (তার পশু) এ ছাড়া ডাক ও আওয়াজ বধির

بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

বোবা অন্ধ তারা তাই (কোন কথাই) বুঝতে পারে না

১৭০. তাদেরকে যখনি আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনি তারা উত্তরে বলেঃ আমরাতো সে পথেরই অনুসরণ করব আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথের অনুসারী পেয়েছি। তাদের বাপ-দাদারা যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ না-ও করে থাকে ও সঠিক পথে না-ও চলে থাকে তবুও কি এরা তাদের (বাপ-দাদাদের)-ই অনুসরণ করতে থাকবে?

১৭১. এ সব লোক যারা খোদার নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা ঠিক এরূপঃ রাখাল জন্তুগলিকে ডাকে, কিন্তু উহারা এই ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ; এ জন্যে কোন কথা তারা বুঝতে পারে না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা খাও হতে পবিত্র জিনিষ গুলো যা তোমাদের রিযিক দিয়েছি আমরা ও

اشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

আল্লাহর তোমরা শোকর কর যদি তোমরা হও (এমন যে) শুধু তাকেই তোমরা ইবাদত কর মূলতঃ হারাম করা হয়েছে তোমাদের উপর

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ

মৃত (জন্তু) ও (প্রবাহিত) রক্ত ও শুকরের মাংস এবং তা যার উপর নাম নেয়া হয়েছে ছাড়া

اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

আল্লাহ (অন্যকারো) যে তবে অনন্যোপায় হয়ে যায় না আর বিদ্রোহী হয়ে সীমালংঘন করে নাই তবে কোন গুনাহ

عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

তার উপর নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল অশেষ মেহেরবান

১৭২. হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি প্রকৃতই একমাত্র খোদার বান্দা হয়ে থাক, তবে যে সব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি তা অসংকোচে খাও ও আল্লাহর শোকর আদায় কর।

১৭৩. এ ব্যাপারে খোদার তরফ হতে শুধু এটুকু নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শুকরের মাংস হতে বিরত থাকবে এবং এমন কোন জিনিস খাবে না যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কঠিন ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায় এবং সে যদি তা হতে কোন জিনিস খায়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করার যদি তার ইচ্ছে না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লংঘন না করে, তবে এতে তার কোনই পাপ হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রকারী[৫২]।

৫২. এই আয়াত শরীফে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) জিনিসের ব্যবহারের অনুমতির জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছেঃ (১) যথার্থ মজবুরী অর্থাৎ নিরূপায় অবস্থা। যথাঃ ক্ষুধা বা পিপাসায় জীবন-সংকট অবস্থা; বা রোগ ও অসুস্থতার কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া ও সেই অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস পাওয়া না যাওয়া। (২)আল্লাহতা'আলার কানুন ভঙ্গ করার কোন ইচ্ছা অন্তরে স্থান না পাওয়া। (৩) আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করা যথাঃ হারাম জিনিসের কয়েক গ্রাস বা কয়েক টুকরা বা কয়েক ঢোক দ্বারা যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে পরিমান অপেক্ষা অধিক ব্যবহার না করা।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَ يَشْتَرُونَ

নিশ্চয় | যারা | গোপন করে | যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | হতে | কিতাব | ও | তারা ক্রয়করে

بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا

তাদিয়ে | মূল্য(অর্থাৎ স্বার্থ) | অতি নগণ্য | ঐসব লোক | না | তারা খায় | মধ্যে | তাদের পেটের | এছাড়া

النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ ۚ

আগুন | এবং | না | তাদের সাথে কথা বলবেন | আল্লাহ | দিনে | কিয়ামতের | এবং | না | পরিশুদ্ধ করবেন | তাদেরকে

وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ

ও | তাদের জন্যে রয়েছে | আযাব | অতি কষ্টদায়ক | ঐসব লোক | (তারাই) যারা | ক্রয় করেছে | ভ্রান্তপথ

بِالْهُدَىٰ وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى

সঠিকপথের বদলে | এবং | শাস্তি | ক্ষমার বদলে | অতঃপর কতই না | সবর করবে | তারা | উপর

النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَ إِنَّ

আগুনের | এটা | এ জন্যে যে | আল্লাহ | নাযিল করেছেন | কিতাব | সত্যসহকারে | এবং | নিশ্চয়

ع ২১ ৭ ৮ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

যারা | মতভেদ করেছে | মধ্যে | কিতাবের | অবশ্যই ব্যাপারে | বিরুদ্ধতার | (প্রকৃত সত্যহতে) বহুদূরে

১৭৪. বস্তুতঃ যারা খোদার দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে, তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৭৫. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। এদের সাহস খুবই বিস্ময়কর, এ জন্যে যে এরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

১৭৬. এ সব কিছু শুধু এজন্যেই হতে পেরেছে যে আল্লাহ তো পূর্ণ সত্যের অনুসারে ঠিকভাবে কিতাব নাজিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মতবৈষম্য আবিষ্কার করেছে তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গিয়েছে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ

অথবা পূর্ব দিকে তোমাদের মুখ তোমরাও ফিরাও যে পূণ্য নাই

الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আখেরাতের দিনের ও আল্লাহরপ্রতি ঈমান আনল যে কেউ পূণ্য (হল) কিন্তু পশ্চিমে

وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى

কারণে মাল দান করিল এবং নবীদের (প্রতি) ও কিতাবের ও ফেরেশতাদের ও

حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ

ও মিসকিনদেরকে ও ইয়াতিমদেরকে ও আত্মীয়স্বজনদেরকে তাঁরই মহব্বতের

ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ

নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং দাসমুক্তির জন্যে এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও পথিকদেরকে.

وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ

ওয়াদাকরে তারা। যখন তাদের ওয়াদা পূর্ণকারী এবং যাকাত আদাই করে ও

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ

সংগ্রাম সংকটে সময়ে ও রোগ ব্যাধিতে ও অর্থসংকটে সবরকারী এবং

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

মুত্তাকী তারাই ঐসব লোক এবং সত্যবাদী (ঈমানের দাবীতে) যারা তারা ঐসব লোক

রুকুঃ২২

১৭৭. তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পূণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফিরেশতাকে এবং খোদার অবতীর্ণ কিতাব ও তাঁর নবীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে; আর খোদার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্যে, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্যে ব্যয় করবে; এতদ্ব্যতীত নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। প্রকৃত পূণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পুরণ করে; দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুতঃ এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এরাই মুত্তাকী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى

হে যারা ঈমান এনেছো তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে কিসাস ক্ষেত্রে

الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى

(অন্যায়) হত্যার স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে ও ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে এবং মহিলা

بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ

মহিলার বদলে অতঃপর তার (ক্ষত্রে) মাফ করা হবে যাকে পক্ষ হতে তার ভাইর কোন কিছু তখন অনুসরণ করা

بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ

প্রচলিত পন্থার এবং (রক্তপণ) আদায় করা তাকে নিষ্ঠারা সাথে. (অপরিহার্য হবে) এটা লাঘব

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ

পক্ষ থেকে তোমাদের রবের র এবং রহমত যে অতঃপর সীমালংঘন করবে পর এর

فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

আছে তখন তার জন্যে শাস্তি অতি কষ্টদায়ক

১৭৮. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের জন্যে নরহত্যার ব্যাপারে 'কেসাস' এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে, মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কেসাস' নেয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে 'কেসাস' নেয়া হবে, অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তবে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সভ্যতার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য[৫৩]। এটা তোমাদের খোদার তরফ হতে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি[৫৪] করবে তার জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৫৩. এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী দন্ড-বিধিতে হত্যাপরাধের দন্ডও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ক্ষমাযোগ্য। হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আছে। সুতরাং সে অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণ হরণেরই উপর জিদ করা আদালতের পক্ষে বৈধ নয়। ক্ষমার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে অবশ্য রক্তপণ (দন্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ) আদায় করতে হবে।

৫৪. 'বাড়াবাড়ি করে' যথা- নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও আবার প্রতিশোধ গ্রহনের চেষ্টা করে। অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করতে টাল-বাহানা করে ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করেছে সে তার প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে।

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

আশা করা যায় জ্ঞানবান লোকেরা হে জীবন কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে এবং

تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ

তোমরা সাবধান হয়ে চলবে ফরজ করা হয়েছে যখন তোমাদের উপর উপস্থিত হয় কারো তোমাদের

الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

মৃত্যু যদি সে ছেড়ে যায় ধনসম্পত্তি ওসীয়ত করা পিতা-মাতার জন্য

وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾

ও আত্মীয়-স্বজনদের (জন্যে) ন্যায় পন্থায় একটি অধিকার উপর মুত্তাকীদের

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى

যে অতঃপর তা বদলে দেয় এর পরেও যা তা শুনেছে মূলতঃ তবে তার গুনাহ উপর

الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾

(তাদের) যারা তা পরিবর্তন করেছে নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন

১৭৯. বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন হে মানুষ, কিসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, আশা করা যাচ্ছে যে তোমরা এ আইন লংঘন হতে বিরত থাকবে।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে[৫৫]। মুত্তাকী লোকদের উপর এটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।

১৮১. যারা অসীয়াত শুনতে পেল এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলল, তবে এই পরিবর্তন কারীদের উপরই এর সব পাপ বর্তিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৫৫. উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য যখন কোন কানুন নির্দিষ্ট হয়নি সে সময়, অন্তিম নির্দেশ দ্বারা নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য অংশ নির্দেশ করে দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোন হকদারের হক না মারা যায়। পরবর্তী কালে যখন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-বিধান দান করলেন (সূরা নিসাতে পরে উল্লেখিত আছে) তখন নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে এ নীতি নির্দিষ্ট করে দিলেন যেঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহতা'আলা যে অংশ নির্দেশ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে অসীয়ত দ্বারা কোন কম-বেশী করা যাবে না; এবং যারা উত্তরাধীকারী নয় এমন ব্যক্তিদের অনুকূলে সমগ্র সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী অসীয়ত করা চলবে না; এবং মুসলিম ও কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ

যে তবে | ভয় করে | হতে | ওসীয়তকারী | পক্ষপাতিত্বের | বা | অন্যায়ের | তবে কেউ মীমাংসা করে দেবে

٢٣ ع ٦ ٦

بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

তাদের মাঝে | সে ক্ষেত্রে নাই | কোন গোনাহ | তার উপর | নিশ্চয় | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

ওহে | যারা | ঈমান এনেছে | ফরজ করা হয়েছে | তোমাদের উপর | রোযা | যেমন

كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

ফরজ করা হয়েছিল | উপর | (তাদের) যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিলো) | আশাকরা যায় | তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ

দিনগুলোতে | নির্দিষ্ট সংখ্যক | যে অতঃপর | হবে | তোমাদের মধ্যে | অসুস্থ | অথবা

عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ

সফরে | সংখ্যা তখন (পূরণ করবে) | দিনগুলোতে | অন্যান্য | এবং | উপর | (তাদের) যারা

يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ

তার সামর্থ রাখে (কিন্তু রাখবে না) | বিনিময় দিবে | খাদ্য দান করে | এক মিসকিনের

১৮২. অবশ্য কারো যদি এ আশংকা হয় যে, অসীয়াতকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তখন যদি সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মাঝে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনই দোষ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রুকুঃ২৩

১৮৩. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল; ফলে আশাকরা যায় যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুন ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।

১৮৪. ইহা কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা ভ্রমন কার্যে লিপ্ত থাকলে অন্য সময় এই দিনগুলির রোযা পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও (না রাখবে)তারা যেন 'ফেদিয়া' (বিনিময়) দানকরে। এক রোযার 'ফেদিয়া' (বিনিময়) হচ্ছে একজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করা।

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ

উত্তম তোমাদের রোজা রাখা কিন্তু তার জন্যে উত্তম তাহলে তা কোন কল্যাণ স্বেচ্ছায় করে (অতিরিক্ত) যে অতঃপর

لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ

নাযিল করা হয়েছে যা রমজান মাস তোমরা জানতে যদি তোমাদের জন্যে

فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ

এবং সঠিক পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং লোকদের জন্যে সঠিক পথ নির্দেশনা কোরআন (যা) তার মধ্যে

الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ

যে এবং তাতে সে রোজা রাখে যেন এ মাস তোমাদের মধ্যে পাবে সুতরাং যে কেউ হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী

كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ

অন্যান্য দিনগুলোতে সে ক্ষেত্রে সংখ্যা (পূর্ণ করবে) সফরে (থাকবে) অথবা অসুস্থ হবে

আর যদি কেউ নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহে অতিরিক্ত কোন কল্যাণের কাজ করতে চায় তবে তা করা তারই পক্ষে মঙ্গলকর হবে; কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে পার তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলময় হবে[৫৬]।

১৮৫. রমযানের মাস ইহাতেই কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছেঃ তা গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্যপথ প্রদর্শণ করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজহতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমনকার্যে নিরত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

৫৬. ইসলামের অধিকাংশ নির্দেশ ও বিধানের ন্যায় রোযাও ক্রমিক নিয়মে ফরয (অবশ্যপাল্য) করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) শুরুতে মুসলমানদের প্রত্যেক মাসে মাত্র তিনটি রোযা পালনের হেদায়াত (উপদেশ) দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন এ রোযা ফরয ছিল না। তার পর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযা রাখার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ নির্দেশের মধ্যেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্বেও যারা রোযা রাখবে না, প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে তারা একজন মিসকিন (দরিদ্র)কে খাদ্য দান করবে। এর পরে দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হয় যা পরে উল্লেখিত হয়েছে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا

তোমরা পূর্ণ কর যেন | এবং | কঠোরতা | তোমাদের সাথে। | তিনি চান | না | এবং | সহজতা | তোমাদের সাথে | আল্লাহ | চান

الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ

আশা করা যায় | এবং | তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন | এজন্যে যে | আল্লাহর | তোমরা মহত্ব প্রকাশ কর | এবং | সংখ্যা

تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ

তখন (বল) আমি নিশ্চয় | আমার সম্পর্কে | আমার বান্দারা | তোমাকে প্রশ্ন করে | যখন | এবং | তোমরা শোকর করবে

قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا

তারাও তাই সাড়া দিক | আমাকে ডাকে | যখন | প্রার্থনাকারীর | ডাকে | আমি জবাব দেই | নিকটেই

لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾ اُحِلَّ لَكُمْ

তোমাদের জন্যে | হালাল করা হয়েছে | সত্যের সন্ধান পাবে | হয়ত তারা | আমার উপর | তারা ঈমান আনুক | এবং | আমার

لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ

তোমাদের স্ত্রীদের | সাথে | স্ত্রী মিলন | রোযার | রাতে

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ বা কঠিন কাজের ভার দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা বলাহচ্ছে এজন্যে যে, তোমরা রোযার সংখ্যা পুরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন, সে জন্য যেন তোমরা খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পার এবং খোদার কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬. হে নবী আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য; এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও; হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে।

১৮৭. রোযার সময় রাতের বেলা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগমকরা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ

আল্লাহ জেনেছেন তাদের জন্যে পোশাক তোমরা ও তোমাদের জন্যে পোশাক তারা

اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ

তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের উপর ক্ষমাশীল হলেন তাই তোমাদের নিজেদের (সাথে) খিয়ানত করতেছিলে তোমরা যে

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا

তোমরা খাও ও তোমাদের জন্যে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যা তোমরা সন্ধান কর এবং তাদের সাথে তোমরা সহবাস কর অতএব এখন

وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ

হতে সাদা (অর্থাৎ সুবেহ সাদেক) রেখা তোমাদের জন্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যতক্ষণ না তোমরা পান কর ও

الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ

পর্যন্ত রোযা তোমরা পূর্ণ কর এরপর ফজরে কাল রেখা (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার)

اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى

মধ্যে এতেকাফে থাক তোমরা যখন তাদের সাথে তোমরা সহবাস কর না এবং রাত্র (অর্থাৎ সূর্যাস্ত)

الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ

এভাবে তার নিকটে যাবে তোমরা না তাই আল্লাহর সীমাসমূহ এই মসজিদের

يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

তাকওয়া অবলম্বন করবে আশা করা যায় তারা লোকদের জন্যে তার নিদর্শনগুলো আল্লাহ স্পষ্ট বর্ণনা করেন

তারা তোমাদের পক্ষে পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা গোপনে গোপনে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ; কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ 'মাফ' করে দিয়েছেন ও তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্যে জায়েজ করে দিয়েছেন, তার আস্বাদন কর; আর রাত্রিবেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সামনে রাতের বুক হতে প্রভাতের সাদা আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পরিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। আর তোমরা যখন মসজিদে 'এ'তেকাফে' লিপ্ত থাকবে তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবেনা। জেনে রাখ, এটা খোদার নির্ধারিত সীমা, তার নিকটেও যেওনা। এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় আদেশ লোকদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। ফলে তারা ভুল আচারণ হতে দূরে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়।

وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى

এবং না তোমরা খেয়ো ধন-সম্পদসমূহকে তোমাদের পরস্পরের অন্যায়ভাবে ও তা নিয়ে তোমরা (না) পেশ কর কাছে

الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ

বিচারকদের তোমরা খেতে পার যেন কিয়দংশ হতে ধন-সম্পদের লোকদের গুনাহের সাথে

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ

অথচ তোমরা জান তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করে সম্বন্ধে নতুন চন্দ্র তুমি বল তা

مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا

(তারিখ)। নির্দেশক সময় মানুষের জন্যে ও হজ্জের এবং নাই পূণ্য যে এতে তোমরা আস

الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ

ঘরগুলোতে হতে পিছন দিক তার কিন্তু তাকওয়া অবলম্বন করবে যে কেউ পূণ্য

১৮৮. এবং তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করোনা, আর শাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ করোনা যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন এক অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে তক্ষণ করার সুযোগ পাবে[৫৭]।

রুকূঃ২৪

১৮৯. লোকেরা তোমার নিকট চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, তা জনগনের সময়-তারিখ নির্ধারণের ও হজ্জের নিদর্শন স্বরূপ। তারা এ কথাও বলে যে, তোমাদের ঘরের পশ্চাদ্দিক হতে প্রবেশ কর–এটা কোন পূণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত নেকীর কাজ হচ্ছে খোদার অসন্তোষ হতে দূরে সরে থাকা।

৫৭. এই আয়াতের একটি অর্থ হচ্ছেঃ শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ লাভের চেষ্টা করোনা। এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা নিজেরাই যখন জানো যে এ অপরের সম্পদ তখন তার কাছে তার নিজ মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার সুযোগে, বা কোন কলা-কৌশলে তোমরা সে সম্পদ হস্তগত করতে পারো, মাত্র এই কারণে আদালতে সে সম্পর্কে মকদ্দমা নিয়ে যেওনা । কেননা হতে পারে মকদ্দমার রুয়দাদ অনুযায়ী বিচারক ঐ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেবে ; কিন্তু তাতে সে সম্পদ তোমার পক্ষে বৈধ হবে না।

وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

তোমরা সফল হবে — আশা করা যায় — আল্লাহকে — তোমরা ভয় কর — এবং — তার সম্মুখ দরজাগুলো — দিয়ে — ঘরগুলোতে — তোমরা আস — এবং

وَ قٰتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقٰتِلُوْنَكُمْ وَ لَا

না — কিন্তু — তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। — (তাদের সাথে) যারা — আল্লাহর — পথে — তোমরা যুদ্ধ কর — এবং

تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾ وَ اقْتُلُوْهُمْ

তাদেরকে — হত্যা করো — এবং — সীমালংঘনকারীদেরকে — ভালবাসেন — না — আল্লাহ — নিশ্চয় — তোমরা সীমালংঘন করো

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

তোমাদের — বহিষ্কৃত করেছে তারা — যেখান — থেকে — তাদেরকে — বহিষ্কার কর — ও — তাদেরকে তোমরা নাগালপাও — যেখানেই

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

হত্যার — চেয়ে — গুরুতর — ফিতনা — এবং

অতএব তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সাথে খোদাকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে[৫৮]।

১৯০. তোমরা খোদার পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করো না, কেননা আল্লাহ সীমা লংঘণকারীদের পছন্দ করেন না।

১৯১. তাদের সাথে লড়াই কর, যেখানে তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়; এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে। এ জন্যে যে, নরহত্যা যদিও একটা অন্যায় কাজ, কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা আপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়[৫৯]।

৫৮. আরবে প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রসম-রেওয়াজের মধ্যে এ প্রথাও ছিল যে, তারা হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধলে আর নিজেদের ঘরে নির্দিষ্ট দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করতো না; বরং পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল টপকিয়ে বা খিড়কীতে দেওয়ালের মধ্যে পথ বানিয়ে প্রবেশ করতো। শুধু তাই নয়, এ ছাড়া সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেও তারা নিজেদের ঘরের পিছন দিকের পথ দিয়েই প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াতে এরূপ প্রথার কেবল প্রতিবাদই করা হয়নি, বরং সকল রকমের কুসংস্কারের উপর এই বলে আঘাত হানা হয়েছে যে, এই সমস্ত রসম ও প্রথার মধ্যে কোন পূণ্য নেই । আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত পুণ্য।

৫৯. এখান 'ফেতনা' -এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করার কারণেই মাত্র কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি অত্যাচার করা।

وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ
তার মধ্যে (তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তারা) যতক্ষণ না হারামের মসজিদে কাছে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না এবং

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾
কাফেরদের শাস্তি এরূপই তাদেরকে তোমরা হত্যা কর তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তারা তবে যদি

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا
না যতক্ষণ তাদেরকে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক এবং মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ তবে নিশ্চয় তারা বিরত হয় অতঃপর যদি

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا
নাই তবে তারা বিরত হয় যদি অতঃপর আল্লাহর জন্যে (নির্দিষ্ট) দ্বীন হয় ও ফেতনা থাকে

عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ
মাস বিনিময়ে পবিত্র মাস জালেমদের উপর ছাড়া আক্রমণের (সুযোগ)

الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ
পবিত্র এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় (লংঘনের) বদলা (রয়েছে)

আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবেনা, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করোনা। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা এধরনের কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি।

১৯২. তবে পরে যদি বিরত হয়, তবে এ-কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাগ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল।

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্ত ভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র খোদার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়। তার পরে যদি তারা বিরত হয়, তবে বুঝে নাও যে, কেবল মাত্র যালেমদের ছাড়া আর কারো উপর হস্ত প্রসারিত করা সংগত নয়।

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত 'হুরমাত'ই তুল্যভাবে মানতে হবে[৬০]।

---

৬০. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সময় থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যিলক্বদ, যিল-হজ্ব ও মহরম এই তিন মাস 'হজ্বের' জন্য ও রজব মাস 'উমরার' জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ-লড়াই, নরহত্যা, লুঠতরাজ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; কাবার যিয়ারৎকারীগণ যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে খোদার ঘর পর্যন্ত পৌছাতে পারে ও যিয়ারত শেষে নিজেদের ঘরে নিরাপত্তাসহ ফিরে যেতে পারে। এই নিয়মের ভিত্তিতে এই মাস চারটিকে 'হারাম' মাস নামে অভিহিত করা হতো।

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

বাড়াবাড়ি করেছে যেমন অনুরূপ তার উপর তোমরাও তখন বাড়াবাড়ির বদলা নাও তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে যে তাই

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

মুত্তাকীদের সাথে (আছেন) আল্লাহ যে তোমরা জেনে রাখ এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের উপর

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى

দিকে তোমাদের হাতে (নিজেদেরকে) তোমরা নিক্ষেপ করো না এবং আল্লাহর পথে তোমরা খরচ কর এবং

التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন আল্লাহ নিশ্চয় তোমরা অনুগ্রহ কর এবং ধ্বংসের

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا

যা তবে তোমরা বাধাগ্রস্ত হও অতপর যদি আল্লাহরই জন্যে ওমরাহ ও হজ্জ তোমরা পূর্ণ কর এবং

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى

যতক্ষণ না তোমাদের মাথা তোমরা মুণ্ডন করো না এবং কোরবানী (তাই পেশ কর) সহজ লভ্য হয়

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ

তার স্থানে কোরবানী পৌছে

কাজেই যে তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর হস্ত প্রসারিত করবে; অবশ্য খোদাকে ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগেই রয়েছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হতে দূরে সরে থাকে।

১৯৫. খোদার পথে সম্পদ ব্যয়কর এবং নিজদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না; ইহসানের পথ অবলম্বন কর, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকেই পছন্দ করে থাকেন।

১৯৬. খোদার সন্তোষ বিধানের জন্যে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে, আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তবে যে কোরবাণীই সম্ভব তাই খোদার উদ্দেশ্যে পেশ[৬১] করে দাও এবং নিজের মাথা মুড়িওনা, যতক্ষণ না কোরবাণী তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়।

---

৬১. অর্থাৎ যদি পথে এমন কোন কারণ ঘটে যার জন্য আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়, এবং নিরুপায় হয়ে থেমে যেতে হয়; তবে উট, গরু, ছাগল– যে জন্তুই পাওয়া যায় খোদার নামে তা কোরবানী করা।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ

যে অতঃপর | হয় | তোমাদের মধ্যে | পীড়িত | বা | তার আছে | অসুখ | তার মাথায়

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ

তবে ফিদয়া (দিবে) | একটি রোযা | বা | সদকা | বা | (কোরবানী (দ্বারা) | অতঃপর যখন

اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

তোমরা নিরাপদ হও | যে তখন | ফায়দা নিতে চায় | ওমরাহর | পর্যন্ত | হজ্জ | যা তবে | সহজ লভ্য হবে

مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

কোরবানী (দেবে) | যে কিন্তু | না | পায় | তাহলে | রোযা রাখবে | তিন | দিনের | মধ্যে | হজ্জের

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ

ও | সাত (দিন) | যখন | তোমরা ফিরবে | এই | দশ (দিন) | পূর্ণ (রোযা রাখবে) | এটা | যার তার জন্যে

لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ اتَّقُوا

না | হয় | তার পরিজনবর্গ | বাসিন্দা | মসজিদে | হারামের | এবং | তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

আল্লাহকে | এবং | তোমরা জেনে রাখ | যে | আল্লাহ | কঠোর | (মন্দ কাজে) শাস্তিদানে

কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন হবে, অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এ কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, 'ফেদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা, অথবা সাদকা দেয়া কিংবা কোরবানী[৬২] করা তার কর্তব্য। অতঃপর যদি শান্তি স্থাপিত ও নিরাপত্তা লাভ[৬৩] হয় (এবং তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌছে যাও) তবে তোমাদের যে-ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কোরবাণী দেয়, আর কোরবাণী দেয়া সম্ভব না হলে সে তিনটি রোজা হজ্জের সময়ে আর সাতটি ঘরে ফিরে–এই মোট দশটি রোযা রাখবে। এ সুবিধাটুকু তাদের জন্যে দেয়া হচ্ছে, যাদের ঘরবাড়ী মসজিদে-হারামের নিকটে নয়। খোদার এই আদেশসমূহের বিরুদ্ধতা হতে দূরে থাক এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

---

৬২. হাদিস দৃষ্টে জানা যায়, নবী করীম (সঃ) এই অবস্থায় তিনদিন রোযা রাখার, অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা কমপক্ষে অন্ততঃ একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৩. অর্থাৎ যদি সেই কারণ দূর হয়ে যায়, যার জন্য তোমাদের পথিমধ্যে থেমে যেতে হয়েছিল।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا

না তখন হজ্জ করার তার মধ্যে নিয়ত করল তাই যে কেউ সুবিদিত মাসগুলো হজ্জের

رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا

তোমরা কর যা এবং হজ্জের মধ্যে কলহ-বিবাদ করবে না এবং অন্যায় আচরণ করবে না এবং যৌন সম্ভোগ করবে (হজ্জের সময়)

مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

পাথেয় (হল) উত্তম নিশ্চয় তবে তোমরা পাথেয় সাথে নাও। এবং আল্লাহ তা জানেন কল্যাণ

التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

তোমাদের উপর নাই বুদ্ধিমান লোকেরা হে আমাকে তোমরা ভয় কর এবং তাকওয়া

جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ

তোমরা প্রত্যাবর্তন কর অতঃপর যখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ তোমরা সন্ধান করবে যে কোন গুনাহ

مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪

হারামের (মুজাদালেফায়) মাশআরিল কাছে আল্লাহকে তোমরা স্মরণ কর আরাফাত থেকে

রুকুঃ২৫

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ সকলেই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোন জেনা-ব্যাভিচার, কোনরকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। আর নেক কাজ যা কিছুই তোমরা করবে, খোদা সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত হবেন। হজ্জের সফরের জন্যে পাথেয় সংগে নিয়ে যাবে, আর পরহেজগারীই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমার নাফরমানী হতে বিরত থাক।

১৯৮. আর হজ্জের সংগে সংগে তোমরা যদি তোমাদের খোদার অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাক, তবে তাতে কোন দোষ নেই[৬৪]। তারপর যখন আরাফাতের ময়দান হতে রওনা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারাম' (মুযদালফা)-এর নিকট থেমে খোদাকে স্মরণ কর,

৬৪. নিজ প্রতিপালকের ফযল (অনুগ্রহ) অন্বেষণ করার অর্থ হজ্বের সময়ের মধ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করা।

وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ

অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | এর পূর্বে | তোমরা ছিলে | যদিও | এবং | তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি | যেমন | তাকে স্মরণ কর | এবং

الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ

পথভ্রষ্টদের | এরপর | তোমরা প্রত্যাবর্তন কর | থেকে | যেখান | প্রত্যাবর্তন করে

النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

সব লোক | এবং | তোমরা মাফ চাও | আল্লাহর (কাছে) | নিশ্চয় | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ

অতঃপর যখন | তোমরা সমাপ্ত করবে | তোমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি | তখন তোমরা স্মরণ করবে | আল্লাহকে | স্মরণ করতে যেমন | তোমরা

اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ

বাপ-দাদা দেরকে | তোমাদের | বরং (এখন) | অধিকতর | স্মরণ কর (আল্লাহকে) | অতঃপর কিছু | লোক (এমন আছে) | যারা | বলে | হে আমাদের রব

اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

আমাদের দাও | (এই) দুনিয়ায় | তার জন্যে | নাই | বস্তুতঃ | আখেরাতে | কোন | অংশ

তেমনিভাবে স্মরণ করবে যেমন করার জন্যে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমারা পথভ্রষ্ট ছিলে।

১৯৯. অতঃপর যেখান হতে সবলোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান হতে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর [৬৫]; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

২০০. এভাবে হজ্জের সমস্ত রুকন যখন আদায় করবে তখন পূর্বে যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতেছিলে এখন সেভাবেই- বরং তাহতেও অনেক বেশী খোদার স্মরণ কর (অবশ্য খোদাকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে); তাদের কেউ এমন আছে, যে বলেঃ হে আমাদের খোদা, এ দুনিয়ায়ই আমাদের সব কিছু দান কর। বস্তুতঃ এরূপ লোকদের জন্যে পরকালে কোন অংশই প্রাপ্য হতে পারে না।

৬৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমুসসালামের) কাল থেকে আরব দেশে সাধারণ পরিচিতি ও প্রচলিত হজ্ব-পদ্ধতি ছিলঃ লোকেরা এই যিলহজ্বে মিনা থেকে আরাফাতে গমন করতো, এবং রাত্রে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো । কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে কোরায়েশদের ব্রাহ্মণ্য প্রভূত্ব ও প্রধান্য কয়েম হয়ে গেলো তখন তারা বললোঃ আমরা হলাম হারাম শরীফের অধিবাসী। সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়া আমাদের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর । সুতরাং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ মর্যাদা-সুচক ও বৈশিষ্ট্যমূলক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে তারা মুযদালফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো ও সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ত্যাগ করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই আভিজাত্য-গৌরব ও অহংকারের বৃত কে চূর্ণ করা হয়েছে।

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
مِنْهُمْ	তাদের মধ্যে (এমনও আছে)
مَنْ	যারা
يَقُولُ	বলে
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
آتِنَا	আমাদের দাও
فِي الدُّنْيَا	(এই) দুনিয়ায়
حَسَنَةً	কল্যাণ
وَ	ও
فِي الْآخِرَةِ	আখেরাতেও
حَسَنَةً	কল্যাণ
وَ	এবং
قِنَا	আমাদের বাঁচাও
عَذَابَ	শাস্তি (হতে)
النَّارِ ۝٢٠١	দোজখের আগুনের
أُولَٰئِكَ	ঐসব লোক
لَهُمْ	তাদের জন্যে রয়েছে
نَصِيبٌ	অংশ (উভয় স্থানে)
مِمَّا	তা থেকে যা
كَسَبُوا ط	তারা অর্জন করেছে।
وَ	আর
اللَّهُ	আল্লাহ
سَرِيعُ	দ্রুত
الْحِسَابِ ۝٢٠٢	হিসাব নিতে
وَ	এবং
اذْكُرُوا	তোমরা স্মরণ কর
اللَّهَ	আল্লাহকে
فِي	
أَيَّامٍ	দিনগুলোতে
مَعْدُودَاتٍ ط	নির্দিষ্ট সংখ্যক
فَمَنْ	যে অতঃপর
تَعَجَّلَ	তাড়াতাড়ি করে
فِي يَوْمَيْنِ	দুইদিনে (চলে আসে)
فَلَا	নাই তবে
إِثْمَ	কোন গুনাহ
عَلَيْهِ ج	তার উপর
وَ	আর
مَنْ	যে
تَأَخَّرَ	বিলম্ব করে (ফিরে)
فَلَا	তাতেও নাই
إِثْمَ	কোন গুনাহ
عَلَيْهِ ۙ	তার উপর
لِمَنِ	তার জন্যে যে
اتَّقَىٰ ط	তাকওয়া অবলম্বন করে
وَ	এবং
اتَّقُوا	তোমরা ভয় কর
اللَّهَ	আল্লাহকে
وَ	এবং
اعْلَمُوا	তোমরা জেনে রাখ
أَنَّكُمْ	যে তোমাদেরকে
إِلَيْهِ	তারই দিকে
تُحْشَرُونَ ۝٢٠٣	একত্রিত করা হবে

২০১. আর কেউ বলেঃ হে আমাদের খোদা, আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

২০২. এ ধরনের লোক নিজেদের কাজ অনুযায়ী (উভয় স্থানেই) অংশ লাভ করবে; বস্তুতঃ হিসাব সম্পন্ন করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০৩. এই গুনতির কয়েকটি দিন, আল্লাহর স্মরণেই তোমরা কাটিয়ে দাও। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দু'দিনেই ফিরে আসে, তবে তাতে কোন দোষ নেই, আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাতেও কোন আপত্তির কারণ নেই[৬৬] – অবশ্য এ দিনগুলি যদি সে তাকওয়ার সাথে যাপন করে। খোদার নাফরমানী হতে দূরে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, একদিন তাঁরই দরবারে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে।

৬৬. অর্থাৎ "আইয়ামে তশরীকে"– মিনা থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন ১২ই যিলহজ্জ তারিখে হোক বা ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে হোক- কোন অবস্থাতে দোষ নেই।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ
জীবনে তার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে যে লোকদের (এমনও আছে) মধ্যে এবং

الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ
সাংঘাতিক সে এবং তার অন্তরের মধ্যে আছে যা (এর) উপর আল্লাহকে সে সাক্ষী রাখে ও পার্থিব

الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ
ফাসাদ সৃষ্টির জন্যে পৃথিবীতে সে চেষ্টা করে সে কর্তৃত্ব পায় যখন এবং ঝগড়াটে

فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ
পছন্দ করেন না আল্লাহ এবং জীব-জন্তুর বংশ ও শস্যক্ষেত ধ্বংস করতে ও তার মধ্যে

الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
(তার) মর্যাদা সম্মান তাকে মজবুত করে ধরে আল্লাহকে ভয় কর তাকে বলা হয় যখন এবং ফাসাদ

بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾
আবাস অতি নিকৃষ্ট অবশ্যই এবং (তা) জাহান্নাম তার জন্যে তাই যথেষ্ট পাপের (পথে)

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভাল লাগে এবং নিজের 'নিয়ত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার খোদাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু।

২০৫. যখন সে ক্ষমতা লাভ করে[৬৭] তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় যে, কি করে সে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, শস্যক্ষেত ও জীবজন্তুর বংশ ধ্বংস করবে..... অথচ আল্লাহ (যাঁকে সে কথায় কথায় সাক্ষী বানায়) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না।

২০৬. এই ব্যক্তিকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার নিজের মান রক্ষার চিন্তা তাকে পাপ পথে মজবুত করে রাখে। এ ধরণের লোকের পক্ষে জাহান্নামই যথেষ্ট; যদিও তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।

৬৭. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- "যখন সে ফিরে যায়" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভাল ভাল ও চমৎকার চমৎকার কথা বানিয়ে যখন ফিরে যায় তখন কার্যতঃ এ-সব অপকর্ম করে।

وَ	مِنَ	النَّاسِ	مَنْ	يَّشْرِيْ	نَفْسَهُ	ابْتِغَآءَ	مَرْضَاتِ	اللّٰهِ ط
এবং	মধ্য হতে	লোকদের (এমনও আছে)	যে	বিক্রয় করে	তার জান-প্রাণ	উদ্দেশ্যে	সন্তুষ্টির	আল্লাহর

وَ	اللّٰهُ	رَءُوْفٌ	بِالْعِبَادِ ٢٠٧	يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	ادْخُلُوْا
এবং	আল্লাহ	খুব দয়ালু	এ ধরনের বান্দাদের সাথে	ওহে	যারা	ঈমান এনেছো	তোমরা প্রবেশ কর

فِي	السِّلْمِ	كَآفَّةً ص	وَ	لَا	تَتَّبِعُوْا	خُطُوٰتِ	الشَّيْطٰنِ ط
মধ্যে	ইসলামের	সম্পূর্ণভাবে	এবং	না	তোমরা অনুসরণ করো	পদাঙ্কগুলোর	শয়তানের

اِنَّهُ	لَكُمْ	عَدُوٌّ	مُّبِيْنٌ ٢٠٨	فَاِنْ	زَلَلْتُمْ	مِّنْ بَعْدِ	مَا
সে নিশ্চয়	তোমাদের জন্যে	শত্রু	প্রকাশ্য	অতঃপর যদি	তোমরা পদস্খলন কর	(এর) পরেও	যা

جَآءَتْكُمُ	الْبَيِّنٰتُ	فَاعْلَمُوْۤا	اَنَّ	اللّٰهَ	عَزِيْزٌ	حَكِيْمٌ ٢٠٩
তোমাদের কাছে এসেছে	সুস্পষ্ট হেদায়াত	তোমরা তবে জেনে রাখ	যে	আল্লাহ	মহাপরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ

---

২০৭. অপর দিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবলমাত্র খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

২০৮. হে ঈমানদারেরা, তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও[৬৮] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

২০৯. যে সব সুস্পষ্ট হেদায়াতের বাণী তোমাদের নিকট এসেছে তা পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে ভাল করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বজয়ী শক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ ও প্রতিভাশীল।

---

৬৮. অর্থাৎ কোন প্রকার সংরক্ষণ ও ব্যতিক্রম ছাড়াই তোমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনো। নিজেদের জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে কয়েকটি বিভাগে তোমরা ইসলামের অনুবর্তী হবে, আবার কয়েকটি বিভাগকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখবে- এরূপ যেন না হয়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ

কি | তারা অপেক্ষা করছে | এছাড়া | যে | তাদের কাছে আসবেন | আল্লাহ | মধ্যে | ছায়ার | হতে

الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ

মেঘমালা | এবং | ফেরেশতারাও | আর | ফয়সালা হয়ে যাবে | সব কাজের | এবং | দিকে | আল্লাহর

ع ২৫ ১৪ ৭

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

প্রত্যাবর্তিত হবে | ব্যাপার | সব | জিজ্ঞাসা কর | বনী | ইসরাঈলদেরকে | কতবেশী | তাদেরকে দিয়েছি আমরা

مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ

নিদর্শন | সুস্পষ্ট | এবং | যে | পরিবর্তন করে | নেয়ামতের | আল্লাহর

مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

(এর) পরেও | যা | এসেছে | তার কাছে | তখন নিশ্চয় | আল্লাহ | কঠোর | (অন্যায়ের) শাস্তিদানে

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ

সুশোভিত করা হয়েছে | তাদের জন্যে | কুফরী করেছে (যারা) | জীবনকে | পার্থিব | ও | তারা বিদ্রূপ করে

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ

(তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | অথচ | যারা | তাকওয়া অবলম্বন করে | তাদের উপর (মর্যাদাসম্পন্ন হবে)) | দিনে

الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

কিয়ামতের | এবং | আল্লাহ | রিজিক দেন | যাকে | তিনি চান | ব্যতীত | কোন হিসাব

---

২১০. (এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়াত দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফিরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালাই করে দিবেন?–শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।

রুকূঃ২৬

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, কত সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ আমরা তাদের দেখিয়েছি। একথাও তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, খোদার নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে 'দূর্ভাগ্যে' পরিণত করে, আল্লাহ তাকে কত কঠিন শাস্তি দান করেন।

২১২. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর জীবন তাদের জন্যে বড়ই প্রিয় ও লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। এ সব লোক ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন খোদাভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবিলায় অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে। অবশ্য দুনিয়ার রেযেক দানের ব্যাপারে আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত দান করেন।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ

প্রথমে ছিল | সব মানুষ | উম্মত | একই | (তাদের পথভ্রষ্টতার) পাঠালেন পরে | আল্লাহ | নবীদেরকে

مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

সুসংবাদদাতা | ও | সতর্ককারী (হিসেবে) | এবং | নাযিল করলেন | তাদের সাথে | কিতাব

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ

সত্য সহকারে | ফয়সালার জন্যে | মাঝে | লোকদের | (সে বিষয়ে) যা | তারা মতভেদ করেছিলো | তার মধ্যে

وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ

এবং | নাই | মতভেদ করে | তার মধ্যে | এছাড়া | যাদের | দেয়া হয়েছিল | তা | পরে

مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ

যা | তাদের কাছে এসেছে | স্পষ্ট নিদর্শনগুলো | বাড়াবাড়ির (কারণে) | তাদের মাঝে | অতঃপর পথ দেখালেন | আল্লাহ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ

(তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | যে বিষয়ে | তারা মতভেদ করেছিল | তার মধ্যে | থেকে | সত্য | তার অনুমতিক্রমে (ও অনুগ্রহে)

وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

এবং | আল্লাহ | পথ দেখান | যাকে | তিনি চান | দিকে | পথের | সহজ-সরল

---

২১৩. প্রথমদিকে সবমানুষই এক পথের অনুসারী ছিল (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে)। তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তারা সঠিকপথের অনুসারীদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্যে আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সাথে সত্যগ্রন্থ নাযিল করেন; যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে (এবং এসব মতবিরোধ একারনে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেয়া হয়নি)। মতবিরোধ তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তার উজ্জ্বল নিদর্শন, সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এজন্যেই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথের আবিষ্কার করেছে যে, তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনল তাদেরকে আল্লাহতা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

কি / তোমরা মনে করেছ / যে / তোমরা প্রবেশ করবে / জান্নাতে / অথচ / এখনও / তোমাদের আসে নাই / (তাদের) অবস্থা

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ

যারা / গত হয়েছে / তোমাদের পূর্বে / তাদের স্পর্শ করেছিল / অভাব-অনটন / ও

الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ

বিপদ-মুসিবত / এবং / তাদের কম্পিত করা হয়েছিল / এমনকি / বলল / রসূল / এবং / যারা

آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ

ঈমান এনেছিল / তার সাথে / কখন (আসবে) / সাহায্য / আল্লাহর / মনে রেখো / নিশ্চয় / সাহায্য / আল্লাহর

قَرِيبٌ (٢١٤) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ

নিকটে / তোমাকে তারা প্রশ্ন করে / কি / খরচ করবে তারা / তুমি বল / যা / তোমরা খরচ কর

مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ

হতে / ধন-সম্পদ / তা / পিতা-মাতার জন্যে / এবং / আত্মীয়-স্বজনদের / ও / ইয়াতীমদের / ও / অভাব গ্রস্থদের

وَ ابْنِ السَّبِيلِ ط

ও / মুসাফিরদের (জন্য ব্যয় করবে)।

---

২১৪. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি[৬৯]। তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল ও তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে উঠেছে (ও বলেছে),-আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? –তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে!

২১৫. লোকেরা জিজ্ঞাসা করেঃ আমরা কি খরচ করব? উত্তরে বলঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্যে,ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য, (অবশ্যই) খরচ করবে;-

---

৬৯. অর্থাৎ কোন নবী যখনই দুনিয়াতে আগমন করেছেন তখনই খোদার বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাহদের পক্ষ থেকে সেই নবী ও তাঁর অনুগামী বিশ্বাসীদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণ রক্তরঞ্জিত করে তবে জান্নাত-লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। খোদার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় যে, তোমরা খোদা ও তাঁর দ্বীনের জন্য কোনও কষ্ট স্বীকার করবে না, অথচ তা তোমরা এমনিতেই লাভ করে যাবে।

وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

এবং যা কিছু | তোমরা কর | কল্যাণের | নিশ্চয় তবে | আল্লাহ | তা সম্পর্কে | খুব অবহিত

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ

নির্দেশ দেয়া হল | তোমাদেরকে | যুদ্ধের | এবং | তা | অপ্রিয় | তোমাদের কাছে | কিন্তু

عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

হতে পারে | যে | তোমরা অপছন্দ কর | কোন জিনিস | অথচ | তা | কল্যাণকর | তোমাদের জন্যে

وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ

আবার | হতে পারে | যে | তোমরা পছন্দ কর | কোন জিনিস | অথচ | তা | অকল্যাণকর | তোমাদের জন্যে | এবং | আল্লাহ

يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ ع ٢٧

জানেন | কিন্তু | তোমরা | না | জান | প্রশ্ন করে তারা | তোমাকে | সম্পর্কে | মাসে

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ

হারামের | যুদ্ধ করা | তার মধ্যে | তুমি বল | যুদ্ধ করা | তার মধ্যে | বড় (গুনাহ) | কিন্তু | বাধাদান

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ

হতে | পথ | আল্লাহর | ও | অস্বীকার করা | তাকে | ও | মসজিদে | হারামে (যেতে বাধাদান)

আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

২১৬. তোমাদেরকে যুদ্ধকরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হচ্ছে,- হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হল, অথচ তা-ই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তা-ই তোমাদের পক্ষে খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।

রুকুঃ২৭

২১৭. লোকেরা জিজ্ঞেসা করে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? উত্তরে বলে দাও- এ মাসে লড়াই করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু খোদার নিকট তা হতেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা, খোদাকে অস্বীকার ও অমান্য করা, খোদা-বিশ্বাসীদের জন্যে "মসজিদে-হারাম" এর পথ বন্ধ করা

وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ

ফিতনা (সৃষ্টি করা) এবং আল্লাহর কাছে অনেক বড় (গুনাহ) তা থেকে তার বাসিন্দাদেরকে বহিষ্কার করা ও

اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى

যতক্ষণ না তোমাদের সাথে। যুদ্ধ করবে তার থামবে (অর্থাৎ সর্বদাই) না এবং হত্যার চেয়েও অনেক বড় গুনাহ

يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ

যে কেউ এবং তারা করতে পারে যদি তোমাদের দ্বীন হতে তোমাদেরকে ফিরাতে পারবে

يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ

কাফের সে এ অবস্থায় যে অতঃপর মারা যাবে তার দ্বীন হতে তোমাদের মধ্যকার ফিরে যাবে

فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ

পরকালের ও ইহকালের তাদের সব কাজ-কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে ঐসব লোকদের ফলে

এবং হেরেমের

অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা ও বিপর্যয় রক্তপাত হতেও কঠিনতর ব্যাপার[৭০]। তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিবে। (একথা খুব ভাল করে বুঝে নাও যে) তোমাদের মধ্যে হতে যে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৭০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে নবী করীম (সঃ) আটজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে "নাখলা" (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী) নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে কোরাইশদের গতি-বিধি ও তাদের ভবিষ্যতের ইচ্ছা-বাসনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে যুদ্ধের কোন অনুমতি দান করেননি। কিন্তু পথিমধ্যে কোরাইশদের একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সংগে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটলে, তাঁরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে ও অবশিষ্ট লোকদের মালসহ বন্দীকরে মদীনাতে নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান শুরু হচ্ছিল; পরে এ ব্যাপারটি সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যে- আক্রমণের ঘটনাটা কি রজব মাসে (অর্থাৎ "হারামমাসে") ঘটলো না শাবান মাসে?

কিন্তু কোরাইশরা ও তাদের সঙ্গে গোপনভাবে মিলিত থেকে মদীনায় ইহুদী ও মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য এই ঘটনাটির খুব হাওয়া দিল। তারা কাঠোর আপত্তি-অভিযোগ শুরু করে দিল যে, এ-সব লোক তো নিজেদের খুব আল্লাহ-ওয়ালা রূপে পেশ করে! কিন্তু এদের অবস্থা দেখ। এরা হারাম মাসেও রক্ত-পাত ঘটাতে দ্বিধা করেনা। এই সব অভিযোগের উত্তর এই আয়াতে দান করা হয়েছে।

وَ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

এবং | ঐসব লোক | অধিবাসী হবে | (দোজখের) আগুনের | তারাই | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جٰهَدُوا

নিশ্চয় | যারা | ঈমান এনেছে | ও | যা· যারা | হিজরত করেছে | ও | জিহাদ করেছে

فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ

পথে | আল্লাহর | ঐসব লোকেরা | আশা করে | রহমত | আল্লাহর | এবং | আল্লাহ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ۗ قُلْ

বড় ক্ষমাশীল | বড় মেহেরবান | তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে | সম্পর্কে | মদ (পান) | ও | জুয়া (খেলা) | তুমি বল

فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَّ مَنٰفِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ إِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ

দু'টির মধ্যে (রয়েছে) | গুনাহ (ক্ষতি) | বড় | ও | উপকারও (কিছু) | মা মানুষের জন্যে | কিন্তু | সে দু'টির গুনাহ (ক্ষতি) | অধিকতর (ক্ষতিকর)

مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۬ۖ

চেয়েও | দু'টির উপকারের | এবং | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | কি | তারা খরচ করবে

এ ধরণের সব লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

২১৮. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা খোদার জন্যে ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং খোদার পথে জিহাদ করেছে[৭১] তারাই খোদার অনুগ্রহ লাভের আশা করার ন্যায়সংগত অধিকারী। আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহদানে তাদেরকে ধন্য করবেন।

২১৯-২২০. জিজ্ঞাসা করছেঃ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দাও, এ দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে। যদিও এতে লোকদের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশী[৭২]। তারা জিজ্ঞাসা করছেঃ আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব?

---

৭১. জিহাদের অর্থ হচ্ছে ঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের পূর্ণশক্তি-সামর্থ ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। "জেহাদ" মাত্র যুদ্ধের সমার্থ বাচক নয় "জেহাদ" বলতে মাত্র যুদ্ধকে বোঝায় না। যুদ্ধের অর্থ প্রকাশ করতে 'কেতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়। জেহাদের অর্থ এর থেকে ব্যাপক। জেহাদের অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে যুদ্ধসহ সব রকমের চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রাম বর্তমান আছে।

৭২.মদ ও জুয়া সম্পর্কে এ প্রথম নির্দেশ। শরাব ও জুয়া যে পছন্দনীয় জিনিস নয়, এখানে মাত্র সেই কথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছে -এর বেশী এখানে কিছু বলা হয়নি। পরে সূরা নিসায় (৪৩আয়াত) ও সূরা মা'এদায় (৯০ আয়াত) পরবর্তী আহকাম দান করা হয়েছে।

قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ

তুমি বল (যা) উদ্বৃত্ত এভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনবলী আশা করা যায় তোমরা

تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ

চিন্তা-ভাবনা করবে সম্পর্কে ইহকাল ও পরকাল এবং তোমাকে তারা প্রশ্ন করে

عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ اِنْ

(আচরণ) সম্পর্কে ইয়াতীমদের (সাথে) তুমি বল সুব্যবস্থা করা তাদের জন্যে উত্তম যদি এবং

تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

তাদের সাথে (খরচ পত্রে) সংমিশ্রণ কর (দোষনেই) তারা আসলে তোমাদের ভাই এবং আল্লাহ জানেন অনিষ্টকারীকে (পৃথক করতে) হতে

الْمُصْلِحِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

হিতকারী এবং যদি চাইতেন আল্লাহ তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্ট দিতেন নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

বল, "যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত"৭৩।

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে এভাবেই সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের জন্যেই চিন্তা কর। জিজ্ঞাসা করছেঃ ইয়াতীমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বল, যে ধরণের কাজ-কর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই; তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু ছাড়া আর তো কিছুই নয়। যারা অন্যায় করে, আর যারা উপকারের কাজ করে, তাদের সকলেরই প্রকৃত অবস্থা আল্লাহতা'আলা ভাল করে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে তোমাদের উপর অনেক কঠোরতা আরোপ করতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে হিকমতেরও অধিকারী।

---

৭৩. আজকাল এই আয়াত থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বের করা হচ্ছে। কিন্তু এই আয়াতের ভাষা ও শব্দ থেকে পরিষ্কার এই অর্থ বুঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা নিজেদের অর্থের মালিক নিজেরাই ছিল। তাদের জিজ্ঞাস্য ছিল- আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি ব্যয় করবো? জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ তোমাদের অর্থ দ্বারা প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন মিটাও। তারপর যা অতিরিক্ত বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এ খরচ হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক, যা বান্দা তার প্রতিপালকের রাস্তায় নিজের খুশীতে করে।

وَ	لَا	تَنْكِحُوا	الْمُشْرِكٰتِ	حَتّٰى	يُؤْمِنَّ ؕ	وَ	لَاَمَةٌ	مُّؤْمِنَةٌ
এবং	না	তোমরা বিবাহ করো	মুশরিক নারী দেরকে	যতক্ষণ না	ঈমান আনে	এবং	অবশ্যই ক্রীতদাসী	মু'মেনা

خَيْرٌ	مِّنْ	مُّشْرِكَةٍ	وَّلَوْ	اَعْجَبَتْكُمْ ۚ	وَ	لَا	تُنْكِحُوا
উত্তম	থেকে	মুশরিক নারী	যদিও এবং	তোমাদের মুগ্ধ করে	এবং	না	তোমরা বিবাহ দিও (মুসলিম নারীকে)

الْمُشْرِكِيْنَ	حَتّٰى	يُؤْمِنُوْا ؕ	وَ	لَعَبْدٌ	مُّؤْمِنٌ	خَيْرٌ	مِّنْ
মুশরিক পুরুষদের (সাথে)	যতক্ষণ না	তারা ঈমান আনে	এবং	অবশ্যই ক্রীতদাস	মু'মিন	উত্তম	অপেক্ষা

مُّشْرِكٍ	وَّ	لَوْ	اَعْجَبَكُمْ ؕ	اُولٰٓئِكَ	يَدْعُوْنَ	اِلَى	النَّارِ ۖۚ
মুশরিক পুরুষ	এবং	যদিও	তোমাদের মুগ্ধ করে	ঐসব লোক	ডাকে (তোমাদেরকে)	দিকে	জাহান্নামের

وَ	اللّٰهُ	يَدْعُوْٓا	اِلَى	الْجَنَّةِ	وَ	الْمَغْفِرَةِ	بِاِذْنِهٖ ۚ
আর	আল্লাহ	ডাকেন	দিকে	জান্নাতের	ও	ক্ষমার	তাঁর অনুমতিক্রমে (ও অনুগ্রহে)

وَ	يُبَيِّنُ	اٰيٰتِهٖ	لِلنَّاسِ	لَعَلَّهُمْ	يَتَذَكَّرُوْنَ ع ٢٢١
এবং	স্পষ্ট বর্ণনা করেন	তাঁর নিদর্শনা-বলী	মানুষের জন্য	তারা আশা করা যায়	শিক্ষা গ্রহণ করবে

ع ٢٧ ٥

২২১. তোমরা মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুতঃ একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা পছন্দ করে থাক। (অনুরূপ ভাবে) নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এ ব্যক্তিকেই তারা অধিক পছন্দ করে থাকে। কেননা তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডেকে নেয়। আর আল্লাহ তার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আহবান জানান। তিনি তাঁর বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের নিকট ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে ও উপদেশ কবুল করবে।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا

তোমরা দূরে থাক তাই | অশুচি | তা | তুমিবল | হায়েয | সম্পর্কে | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | এবং

النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى

যতক্ষণ না | তাদের | নিকটে যেয়ো (স্ত্রীমিলনে) | না | এবং | হায়েযকালে | স্ত্রীদের (থেকে)

يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ

তোমাদেরকেনির্দেশ দিয়েছেন | যেমন ভাবে | তাদের | তখন কাছেযাও | তারা পবিত্র হয় | অতঃপর যখন | তারা পবিত্র হয়

اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾

পবিত্রতা অবলম্বন কারীদের | ভালবাসেন | ও | তওবাকারীদেরকে | ভালবাসেন | আল্লাহ | নিশ্চয় | আল্লাহ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۪

তোমরা চাও | যেভাবে | তোমাদের ক্ষেতে | অতএব তোমরা যাও | তোমাদের জন্য | ক্ষেত স্বরূপ | তোমাদের স্ত্রীরা

রুকূঃ২৮

২২২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'হায়য' (রজঃ স্রাব) সম্পর্কে নির্দেশ কি? বল, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, কাজেই তখন স্ত্রীদের হতে দূরে থাক এবং তাদের নিকট যেওনা[৭৪], যতক্ষণ না তারা ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ হতে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেতের মত, তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে-যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর-নিজেদের ক্ষেতে গমন কর।

৭৪. অর্থাৎ এই অবস্থায় সংগম করো না।

وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

এবং তোমরা আগে পাঠাও তোমাদের নিজেদের জন্যে এবং তোমরা ভয় কর এবং আল্লাহকে জেনে রাখ তোমরা তোমরা যে

مُّلٰقُوْهُ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾ وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً

তাঁর সাক্ষাৎকারী (হবে) এবং সুসংবাদ দাও মু'মিনদেরকে ﴿۲۲۳﴾ এবং না তোমরা ব্যবহার করো আল্লাহর (নামকে) প্রতিবন্ধকের বস্তু হিসেবে

لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ

তোমাদের শপথের জন্যে যে (না) তোমরা সৎকাজ করবে ও (না) তোমরা আত্ম সংযম করবে ও তোমরা শান্তি স্থাপন করবে মাঝে

النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ

লোকদের এবং আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন ﴿۲۲۴﴾ না তোমাদেরকে ধরবেন আল্লাহ

بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

অর্থহীন (শপথের) জন্যে মধ্যে তোমাদের শপথ গুলোর কিন্তু তিনি ধরবেন একারণে যা তোমা-দেরকে দৃঢ় সংকল্প করেছে

قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

তোমাদের অন্তর গুলো এবং আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল বড় সহিষ্ণু ﴿۲۲۵﴾

কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা কর। খোদার নাফরমানী ও অবাধ্যতা হতে দূরে থাক[৭৫]। জেনে রাখ, তোমাদেরকে একদিন খোদার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা মেনে নিবে তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও।

২২৪. খোদার নাম এমন সব প্রতিজ্ঞার (কসম খাওয়ার) কাজে ব্যবহার করোনা যার উদ্দেশ্য হবেঃ নেক কাজ, খোদার ভয়, খোদার বান্দাদের প্রতি কল্যাণকর কাজ হতে বিরত থাকা। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানছেন।

২২৫. যে সব অর্থহীন প্রতিজ্ঞা তোমরা বিনা ইচ্ছাতেই করে ফেল সে জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তিদান করবেন না। কিন্তু যে সব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাক সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

৭৫.ব্যাপক অর্থ-বোধক শব্দ; এর দুটো অর্থ হতে পারে । এবং দুটো অর্থেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ নিজের বংশরক্ষার চেষ্টা করো, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের স্থলে কাজ করার জন্য অন্যেরা পয়দা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ যে ভবিষ্যৎ বংশধরকে তোমরা নিজেদের জায়গায় রেখে যাবে তাদেরকে দ্বীন (ধর্ম) আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্র) ও মনুষ্যত্বের গুনে গুনান্বিত করার চেষ্টা করো।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ

মাস | চার | অপেক্ষা করবে | তাদের স্ত্রীদের | হতে | সম্পর্ক না রাখার শপথ করে | (তাদের) জন্যে যারা

فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَ اِنْ عَزَمُوا

তারা সংকল্প করে | যদি | এবং | মেহেরবান | ক্ষমাশীল | আল্লাহ | নিশ্চয় তবে | তারা ফিরে আসে | অতঃপর যদি

الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ

অপেক্ষা করবে | তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীরা | এবং | সবকিছু জানেন | সবকিছু শুনেন | আল্লাহ | তবে নিশ্চয় | তালাকের

بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ

যে | তাদের জন্যে | বৈধ হবে | না | এবং | মাসিক ঋতুস্রাব (পর্যন্ত) | তিন | তাদের নিজেদের জন্যে

يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ

যদি | তাদের গর্ভাশয়ে | মধ্যে | আল্লাহ | সৃষ্টি করেছেন | যা | তারা গোপন করবে

كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আখেরাতের (উপর) | দিনে | ও | আল্লাহরউপর | ঈমান এনে থাকে

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে[৭৬]। যদি তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন[৭৭]।

২২৮. যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েজ নয়, এরূপ করা তাদের কিছুতেই উচিত নয়– যদি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থেকে থাকে।

৭৬. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'ইলা' বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সব সময় সুষ্ঠু নাও থাকতে পারে। বিপর্যয় ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত এরূপ বিপর্যয় পছন্দ করেনা যাতে উভয়ে আইনতঃ তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্গে কার্যতঃ একে অপরের কাছ থেকে এরূপভাবে পৃথক থাকবে যেন তারা স্বামী-স্ত্রীই নয়। এ প্রকার বিপর্যয়ের জন্য আল্লাহতা'আলা চার মাসের সময় সীমা নির্ধারিত করে দিয়ে আদেশ করেছেনঃ এই সময়ের মধ্যে হয় তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দোরস্ত করে নাও, নতুবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন কর।

৭৭. অর্থাৎ যদি তুমি স্ত্রীকে অন্যায় করে ত্যাগ করে থাকো তবে খোদা সম্পর্কে তোমার নির্ভয় হওয়া উচিৎ নয়। কেননা আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط
এবং তাদের স্বামীরা অধিক হকদার তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে এই ক্ষেত্রে যদি তারা চায় আপোষ নিষ্পত্তি (করতে)

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَ لِلرِّجَالِ
এবং তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের অধিকার আছে) যেমন তার (অর্থাৎ স্বামীর) তাদের উপর (অধিকার আছে) ন্যায় সংগতভাবে এবং পুরুষদের জন্যে

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص
তাদের উপর একটি মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রম শালী মহাবিজ্ঞ তালাক দুইবার

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط
বন্ধনে অতঃপর রাখা ন্যায়সংগত ভাবে অথবা মুক্ত করে দেয়া সদয়ভাবে (উত্তম)

ع ١٢

তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তবে তারা এই অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে[৭৮]। নারীদের জন্যেও সঠিকভাবে সেরূপ অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর সকলেরই উপর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

রুকূঃ২৯

২২৯. তালাক দু'বার দেয়। অতঃপর হয় সোজাসোজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দিবে[৭৯]।

৭৮. এ আদেশ মাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দান করে। এরূপ তালাক 'রযয়ী' অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে; এবং ইদ্দতের (তালাক প্রাপ্তা হয়ে যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোককে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।

৭৯. এই আয়াতের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ একটি বিবাহ-বন্ধন কালের মধ্যে নিজের স্ত্রীর উপর তালাকে রযয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক) দেবার অধিকার মোট মাত্র দুই বার প্রয়োগ করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করেছে- সে জীবনে যখনি তাকে তৃতীয় বার তালাক দান করবে তার স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ

এছাড়া কোন কিছুই তাদেরকে তোমরা দিয়েছ তা থেকে যা তোমরা গ্রহণ করবে যে তোমাদের জন্যে বৈধ হবে না এবং

اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

যে না তোমরা ভয় কর যদি তাই আল্লাহর সীমারেখাগুলো দু'জনে রক্ষা করতে পারবে না যে দু'জনে ভয় করে যদি

يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا

এরমধ্যে যা তাদের দুজনের উপর কোন গুনাহ নেই তবে আল্লাহর সীমারেখা গুলোকে দুজনে কায়েম রাখতে পারবে

افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ

তা বিনিময় দিয়ে (স্ত্রী বিচ্ছেদ ঘটায়) এটা আল্লাহর সীমারেখা অতএব না তা তোমরা লংঘন করো

وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

এবং যে লংঘন করবে আল্লাহর সীমারেখাগুলোকে তাহলে ঐসবলোক তারাই জালিম(হবে)

বিদায় দেয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় যে, তোমরা যা কিছুই তাদেরকে দিয়েছ, তা হতে কোন কিছু ফিরিয়ে নিবে। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী খোদার নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে না বলে আশংকা হবে। এরূপ অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা পরস্পরে খোদার বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিবে[৮০]– কিছুমাত্র দোষণীয় নয়। বস্তুতঃ ইহা খোদার নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ, ইহা অতিক্রম করো না। আর যারাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে তারাই যালেম।

৮০. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'খোলা' বলে। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক হাসেল করা। এক্ষেত্রে, পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ বা তার অংশবিশেষ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে- এটা তার পক্ষে বৈধ হবে। কিন্তু পুরুষ যদি নিজেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে তার প্রদত্ত অর্থের কোন কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ

অতঃপর যদি | তাকে সে তালাক দেয় | না তবে | তার জন্যে হালাল হবে | পরে (তালাকের) | যতক্ষণ না | বিবাহ হয়

زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(অন্য) স্বামীর সাথে | সে ব্যতীত | অতঃপর যদি | সে তাকে তালাক দেয় | নাই তবে | গুনাহ | তাদের দুজনের উপর

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ

পরস্পরে ফিরে আসতে | যদি | দুজনেই মনে করে | যে | তারা দুজনে রক্ষা করতে পারবে | সীমারেখা | আল্লাহর | এবং | এটা

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ

সীমারেখা | আল্লাহর | তা স্পষ্ট বর্ণনা করেন তিনি | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে | এবং | যখন | তোমরা তালাক দাও

النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

স্ত্রীদেরকে | তারা অতঃপর পৌঁছে | তাদের মেয়াদে | তখন রাখ বহাল | তাদেরকে | বিধি মোতাবেক

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا

অথবা | তাদের মুক্ত করে দাও | ন্যায় সংগতভাবে | এবং | না | তোমরা আটকে রেখো | তাদেরকে | ক্ষতির (উদ্দেশ্যে)

لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

বাড়াবাড়ি করার জন্যে | এবং | যে কেউ | করবে | এটা | তাহলে নিশ্চয় | জুলুম করবে | তারা নিজের (উপর)

২৩০. অতঃপর (দু'বার তালাকদেবার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে হালাল (বিবাহযোগ্য) হবে না; অবশ্য তখন সে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে, যদি অপর কোন ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে যায় এবং সে তালাক দেয়[৮১]। তখন যদি যেই প্রথম স্বামী এবং এ স্ত্রীলোকটি মনে করে যে, তারা খোদার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে, তবে তাদের পুনঃমিলনে কোন দোষ নেই। এটাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা, আল্লাহ সেই লোকদের হেদায়াতের জন্যে ইহার ব্যাখ্যা করছেন যারা তাঁর সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে আসে তখন হয় তাদের ভালভাবে ফিরিয়ে নাও, অথবা ভালভাবে বিদায় করে দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদেরকে আটকে রেখো না কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে। আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই উপর যুলুম করবে।

৮১. অর্থাৎ কোন সময় যদি নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয় । কিন্তু নিছক প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র মূলক বিবাহ ও তালাক দেওয়া হয় এই আয়াত দ্বারা তার বৈধতা সাব্যাস্থ করা যায় না।

وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ

এবং | না | তোমরা গ্রহণ করো | নিদর্শনাবলীকে | আল্লাহর | তামাশা হিসেবে | এবং | তোমরা স্মরণ কর | অনুগ্রহকে

اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

আল্লাহর | তোমাদের উপর | এবং | যা | নাযিল করেছেন | তোমাদের উপর | কিতাব

وَ الْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ

ও | হিকমত | তা দিয়ে তোমাদেরকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | এবং | তোমরা জেনে রাখ | যে

ع ২৭ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۳۱﴾ وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

আল্লাহ | সম্পর্কে সব কিছুর | খুব অবহিত | এবং | যখন | তালাক দাও তোমরা | স্ত্রীদেরকে

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ یَّنْكِحْنَ

পরে | তারা পৌছে যায় | তাদের মেয়াদে | তখন না | বাধা দিয়ো | তাদেরকে | যদি | তারা বিবাহ করতে চায়

اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ

তাদের (প্রস্তাবিত) স্বামীকে | যখন | তারা রাজী হয় | তাদের মাঝে | ন্যায় সংগত উপায়ে | এটা

یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ

উপদেশ দেয়া হচ্ছে | এসম্পর্কে | (তারজন্যে) যে কেউ | তোমাদের মধ্যে কার | ঈমান এনে থাকে | আল্লাহর উপর | ও | দিনের

الْاٰخِرِ ؕ

আখেরাতের

খোদার আয়াতকে খেল তামাশার বস্তু বানিওনা। ভুলে যেয়োনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যে কিতাব ও যুক্তির বাণী তিনি তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন তার মর্যাদা রক্ষা করে চল। খোদাকে ভয় কর, ভাল করে জেনে নাও যে, তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

রুকুঃ৩০

২৩২. তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তারাও তাদের নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িও না, যখন তারা সঠিক ও প্রচলিত পন্থায় পরস্পরে বিবাহিত হতে রাযী হয়েছে; তোমাদেরকে এই উপদেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তোমরা কখনই এরূপ কাজ করবে না। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক,

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ
এটা উত্তম পন্থা তোমাদের জন্যে ও পবিত্রতম এবং আল্লাহ জানেন আর তোমরা

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾ وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
জান না এবং মায়েরা স্তন্য পান করাবে সন্তানদের তাদের

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ
দু'বছর পূর্ণ যে (বাপ) তার জন্যে চায় পূর্ণ করতে স্তন্যপান করানো

وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
(দায়িত্ব তার) উপর যার সন্তান তাদের (অর্থাৎ মাদের) খোরাক ও তাদের পোষাকের ন্যায় সংগত উপায়ে

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ
কষ্ট দেওয়া হবে কাউকে এছাড়া তার সামর্থ্য অনুযায়ী না ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে মাকে

بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَ عَلَى الْوَارِثِ
তার বাচ্চার কারণে আর না যার নবজাতক (অর্থাৎ বাপকে) তার বাচ্চার কারণে এবং উত্তরাধিকারীর উপর

مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ
অনুরূপ এটা (অধিকার)

তবে তোমাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি এ হতে পারে যে, তোমরা এ ধরণের কাজ হতে বিরত থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জাননা।

২৩৩. যে পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকালপর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ সেবন করাবে[৮২]। এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে সুনিয়মিতভাবে মা'দের খোরাক-পোষাক দিতে হবে। কিন্তু কারো উপর সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়- না মা'দের এ-জন্যে কোন কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত যে এ সন্তান তাদেরই, আর না পিতাকেই এ-জন্যে অতিরিক্ত চাপ দেয়া উচিত যে, এ তারই সন্তান। দুধ সেবনকারিনীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর, তেমনি তার উত্তরাধিকারীদের উপরও।

৮২. এ সেই অবস্থার হুকুম যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য সন্তান রয়েছে । সে বিচ্ছিন্নতা তালাকের মাধ্যমে হোক বা 'খোলা' 'ফিসক' (বিবাহ ভঙ্গ) বা তফরীক (বিচ্ছিন্নকরণ) দ্বারা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

فَإِنْ	أَرَادَا	فِصَالًا	عَنْ تَرَاضٍ	مِّنْهُمَا	وَ
অতঃপর যদি	(উভয় পক্ষ) চায়	দুধ ছাড়াতে	সম্মতিতে	উভয় পক্ষের	ও

تَشَاوُرٍ	فَلَا	جُنَاحَ	عَلَيْهِمَا ط	وَ	إِنْ	أَرَدْتُّمْ	أَنْ
পরামর্শের ভিত্তিতে	নাই তবে	কোন গুনাহ	তাদের উভয়ের উপর	এবং	যদি	তোমরা চাও	যে

تَسْتَرْضِعُوا	أَوْلَادَكُمْ	فَلَا	جُنَاحَ	عَلَيْكُمْ	إِذَا	سَلَّمْتُمْ
তোমরা দুধপান করাবে (কোন ধাত্রী দিয়ে)	তোমাদের সন্তানদের	নাই তবে	কোন গুনাহ	তোমাদের উপর	যখন	তোমরা অর্পন কর

مَّا	آتَيْتُمْ	بِالْمَعْرُوفِ ط	وَ	اتَّقُوا	اللَّهَ	وَ	اعْلَمُوا	أَنَّ
যা	তোমরা দিতে চেয়েছিলে	সংগত ভাবে	এবং	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরা জেনে রাখ	যে

اللَّهَ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾	وَ	الَّذِينَ	يُتَوَفَّوْنَ
আল্লাহ	ঐ বিষয় যা	তোমরা কাজ করছ	সবকিছু দেখেন	এবং	যারা	মারা যায়

مِنْكُمْ	وَ	يَذَرُونَ	أَزْوَاجًا	يَتَرَبَّصْنَ	بِأَنْفُسِهِنَّ
তোমাদের মধ্যেকার	এবং	তারা রেখে যায়	স্ত্রীদেরকে	তারা অপেক্ষায় রাখবে (অর্থাৎ স্ত্রীরা)	তাদের নিজেদেরকে

أَرْبَعَةَ	أَشْهُرٍ	وَّ	عَشْرًا ج
চার	মাস	ও	দশ (দিনপর্যন্ত)

কিন্তু উভয় পক্ষই যদি পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে এরূপ করায় কোনই দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছে করে থাক, তবে তাদের কোন দোষ হতে পারে না– অবশ্য যা কিছু মূল্য নির্দিষ্ট হবে, তা যদি নিয়মিত আদায় কর। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের পর তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত (বিবাহ হতে) বিরত রাখবে[৮৩]।

৮৩. স্বামীর মৃত্যুতে এই 'ইদ্দত' সেই স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পালনীয় স্বামীর সংগে যাদের 'খেলওয়াতে সহীহা' (নির্জন বাস) হয়নি। তবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র।গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের 'ইদ্দত' তার গর্ভমোচন পর্যন্ত; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গর্ভমোচন ঘটুক বা কয়েকমাস পরে ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই এক নিয়ম। নিজেকে বিরত রাখার অর্থ মাত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে বিরত থাকা নয়, অলংকরণ ও প্রসাধন থেকেও বিরত থাকা।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

অতঃপর যখন | তারা পৌছে | তাদের মেয়াদে | নাই তখন | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তারা করে | সম্পর্কে

أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

তাদের নিজেদের | ন্যায়সংগত পন্থায় | এবং | আল্লাহ | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজ কর | সবিশেষ অবহিত

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

এবং | নাই | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তোমরা ইংগিতে প্রকাশ কর | তা | বিবাহ প্রস্তাবের | (বিধবা) নারীদের

أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

বা | তোমরা গোপন কর | মধ্যে | তোমাদের মনের | জানেন | আল্লাহ | তোমরা যে | তাদেরকে আলোচনা করবে তোমরা

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا

কিন্তু | না | ওয়াদা করবে তোমরা | তাদেরকে | গোপনে | এছাড়া | যে | তোমরা বল | কথা

مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ

সঠিক পন্থায় | এবং | না | তোমরা সংকল্প করো | বন্ধনের | বিবাহের | যতক্ষণ না

يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

পৌছে | বিধান | তার নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ইদ্দত) | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | জানেন | যা (আছে) | মধ্যে

أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

তোমাদের মনের | অতএব | তোমরা ভয়কর | তাকে | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | বড় সহনশীল

যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চায়, তা করার ইখতিয়ার হবে; তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব আসবে না। আল্লাহ প্রত্যেকেরই কাজ সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. 'ইদ্দত' পালনকালে তোমরা যদি এই বিধবা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ কর, কিংবা তা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখ, উভয় অবস্থায় তা কোন দোষের কাজ নয়। আল্লাহ জানেন, তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান। তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না। কোন কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা প্রচলিত সঠিক পন্থায় বলবে। আর বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত তখন পর্যন্ত করবে না, যতক্ষণ না 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়। ভাল করে জেনে নাও, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর, আর একথা জেনে নাও যে, আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তিনি নিজেই মাফ করে দেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ
তাদেরকে স্পর্শ কর নাই যে পর্যন্ত স্ত্রীদেরকে তোমরা তালাক দাও যদি তোমাদের উপর কোন গুনাহ নাই

اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى
উপর তাদেরকে কিছু ফায়দা দাও এ অবস্থায় কোন মোহর তাদের জন্যে তোমরা ধার্য কর (নাই) অথবা

الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
ন্যায়সংগত পন্থায় ফায়দা দেবে তার সাধ্যমত বিত্তহীনের উপর ও তার সাধ্যমত বিত্তবানের

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾ وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ
তাদেরকে তোমরা তালাক দিয়ে দাও যদি এবং নেক লোকদের উপর কর্তব্য

قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً
মোহর তাদের জন্যে তোমরা নির্দিষ্ট করেছ অথচ তাদেরকে স্পর্শ করবে যে এর পূর্বেই

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا
অনুগ্রহ প্রকাশ করে (পূর্ণদেয়) অথবা অনুগ্রহ প্রকাশ করে (না নেয়) যদি (স্ত্রীরা) কিন্তু নির্দিষ্ট করেছ (মোহর) যা অর্ধেক তবে

الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ
বিবাহের (তা স্বতন্ত্র কথা) বন্ধন যার হাতে রয়েছে সেই (পুরুষ)

রুকুঃ৩১

২৩৬. তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের জন্যে 'মোহরানা' নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে কিছু দেয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বচ্ছল অবস্থাশীল ব্যক্তি নিজ তওফীক অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী সঠিক প্রচলিত পন্থায় তা আদায় করবে। বস্তুতঃ এটা নেকলোকদের উপর আরোপিত অধিকার বিশেষ।

২৩৭. তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দাও, আর তার 'মোহরানা' যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক পরিমাণ 'মোহরানা' দিতে হবে। আর স্ত্রী লোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় ('মোহরানা' গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

এবং তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করলে (তা) নিকটতর তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে এবং না তোমরা ভুলে যেয়ো সহৃদয়তা

بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۷﴾ حٰفِظُوْا عَلَى

তোমাদের মাঝে আল্লাহ নিশ্চয় ঐ বিষয় যা তোমরা কাজ কর খুব দেখেন তোমরা হেফাজত কর

الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

সব নামাজ (বিশেষ করে) নামাজ মধ্যবর্তী (অর্থাৎআছরের) এবং তোমরা দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহর জন্যে একান্ত বিনীত ভাবে

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ

অতঃপর যদি তোমরা ভয় কর তবে পদচারী অবস্থায় বা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে) অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۹﴾

তখন আল্লাহকে স্মরণকর যেমন তোমাদেরতিনি শিখিয়েছেন যা না তোমরা জানতে

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ

এবং যারা যারা মারা যায় তোমাদের মধ্যহতে এবং তারা রেখে যায় স্ত্রীদেরকে

আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি 'তাকওয়ার' খুবই অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক কাজকর্মে সদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখছেন।

২৩৮. নিজেদের নামাযসমূহ পূর্ণ হেফাযত কর। বিশেষতঃ এমন নামায, যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়[৮৪]। খোদার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত দাস দন্ডায়মান হয়ে থাকে।

২৩৯. ভয়ের সময়ে পদাতিক কিংবা আরোহী যে অবস্থাতেই হোকনা কেন নামায পড়বে। অতঃপর শান্তি স্থাপিত হলে আল্লাহকে সে নিয়মেই স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা তোমরা পূর্বে মোটেই জানতেনা।

২৪০. তোমাদের মধ্যে হতে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়,

৮৪. মূলে 'সালাতিল ওয়াসতা' শব্দ আছে। 'ওয়াসতা' এই শব্দের অর্থ -মধ্যবর্তী বস্তু হতে পারে, আবার এর অর্থ উত্তম ও উন্নততর উৎকৃষ্ট জিনিসও হতে পারে। 'সালাতে ওয়াসত' -এর অর্থ হতে পারে এরূপ নামায যা সঠিক সময়ে যথাযথ ভয়-ভক্তি-বিনয় ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা সহ পাঠ করা হয় ও যার মধ্যে নামাযের সকল সৌন্দর্য্য বর্তমান থাকে । পবিত্র কোরআনের যে সকল ব্যাখ্যাকার এ শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী নামায গ্রহন করেছেন তাঁরা সাধারণতঃ এর অর্থ 'আসরের নামায' বুঝেছেন।

وَّصِيَّةً (তাদের উচিৎ) ওসীয়ত করা	لِّاَزْوَاجِهِمْ তাদের স্ত্রীদের জন্যে	مَّتَاعًا ভরণপোষণের	اِلَى পর্যন্ত	الْحَوْلِ একবছর	غَيْرَ ব্যতীত
اِخْرَاجٍ بহিষ্কার (ঘরথেকে)	فَاِنْ যদি তবে	خَرَجْنَ তারা বের হয় (নিজেরাই)	فَلَا নাই তবে	جُنَاحَ কোন গুনাহ	عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর
فِىْ সেক্ষেত্রে	مَا যা				
فَعَلْنَ তারা করেছে	فِىْٓ ক্ষেত্রে	اَنْفُسِهِنَّ তাদের নিজেদের	مِنْ	مَّعْرُوْفٍ ط ন্যায় সংগত পন্থায়	وَ এবং
اللّٰهُ আল্লাহ	عَزِيْزٌ পরাক্রমশালী				
حَكِيْمٌ ২৪০ মহাবিজ্ঞ	وَ এবং	لِلْمُطَلَّقٰتِ তালাক প্রাপ্তাদের জন্যে	مَتَاعٌۢ কিছু ফায়দা দেওয়া	بِالْمَعْرُوْفِ ط উপযুক্তভাবে	حَقًّا কর্তব্য
عَلَى উপর	الْمُتَّقِيْنَ ২৪১ মুত্তাকীদের	كَذٰلِكَ এভাবে	يُبَيِّنُ বর্ণনা করেন	اللّٰهُ আল্লাহ	لَكُمْ তোমাদের জন্যে
اٰيٰتِهٖ তাঁর বিধান বলীকে					
لَعَلَّكُمْ তোমরা যেন	تَعْقِلُوْنَ ২৪২ বুঝতে পার				

ع ৩১ ১৫

তাদের স্ত্রীদের জন্যে
এ অসীয়াত তাদের করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা যেন করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর হতে বিতাড়িত করা না হয়; অবশ্য তারা নিজেরাই যদি চলেযায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত সঠিক পন্থায় তারা যা কিছুই করুক না কেন, সে জন্যে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ সকলের উপর বিজয়ী, শক্তি সম্পন্ন, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

২৪১. অনুরূপভাবে যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় দেয়া কর্তব্য। এটা মুত্তাকী-লোকদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় হুকুম-বিধান তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। আশা এই যে তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
তুমি দেখ নাই কি প্রতি (তাদের) যারা বের হয়েছিল থেকে ঘরগুলো তাদের

وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
এবং তারা (ছিল) হাজার হাজার ভয়ে মৃত্যুর অতঃপর বললেন তাদেরকে

اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ
আল্লাহ তোমরা মরে যাও এরপর জীবিত করলেন (আবার) তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ অবশ্যই

فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
অনুগ্রহশীল উপর লোকদের কিন্তু অধিকাংশ লোক না

يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا
শোকর করে এবং যুদ্ধ কর তোমরা পথে আল্লাহর এবং তোমরা জেনে রেখ

اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾
যে আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু দেখেন

রুকূঃ৩২

২৪৩. তুমি সে সব লোকের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছ কি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিল, অথচ তাদের সংখ্যাছিল হাজার হাজার? আলাহ তাদের বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুর্নজীবন দান করলেন[৮৫]। বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহদানকারী কিন্তু অধিকাংশ লোকই তার শোকর আদায় করে না।

২৪৪. হে মুসলমানেরা! খোদার পথে লড়াই কর এবং খুব ভালরূপে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

৮৫. এখানে বনী-ইসরাঈলদের মিশর থেকে বহির্গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মা'এদায় ৪র্থ রুকুতে আল্লাহতা'আলা এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ
কে (এমন) সে যে কর্জদেবে আল্লাহকে কর্জ উত্তম তিনি তা বৃদ্ধিএরপর করবেন তার জন্যে

اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَيْهِ
অনেক গুণ বৃদ্ধি এবং সংকুচিত করেন ও সম্প্রসারিত করেন আল্লাহ এবং তারই দিকে

تُرْجَعُوْنَ ﴿২৪৫﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ
তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে নাই কি তুমি দেখ প্রধানদেরকে প্রতি বনী ইসরাঈলদের পরে

مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
যুদ্ধ করব আমরা একজন বাদশাহ আমাদের জন্যে নিযুক্ত করুন তাদের নবীকে তারা বলেছিল যখন মূসার (তার নের্তৃত্বে)

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
আল্লাহর পথে

১৪৫. তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, তা হলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দিবেন[৮৬]। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে নিহিত। আর তার নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিলঃ আমাদের জন্যে একজন বাদশা নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।

৮৬. এখানে "করযে হাসানা" -এর অর্থ পূণ্য লাভের বিশুদ্ধ প্রেরণায় নিস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। এরূপ ব্যয়কে আল্লাহতা'আলা নিজের যিম্মায় 'করয' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 'আমি মাত্র আসল' আদায় করব না বরং 'আসলকে বহু গুনে বৃদ্ধি করে' পরিশোধ করবো।

قَالَ	সে বলল
هَلْ	নয়তো
عَسَيْتُمْ	এমন হবে তোমরা
اِنْ	যদি
كُتِبَ	নির্ধারিত করা হয়
عَلَيْكُمُ	তোমাদের উপর
الْقِتَالُ	যুদ্ধ
اَلَّا	যে না
تُقَاتِلُوْا ۖ	তোমরা যুদ্ধ করবে
قَالُوْا	তারা বলেছিল
وَ	এবং
مَا لَنَا	আমাদের হয়েছে কি
اَلَّا	যে না
نُقَاتِلَ	আমরা যুদ্ধ করব
فِيْ سَبِيْلِ	পথে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	অথচ
قَدْ	নিশ্চয়
اُخْرِجْنَا	আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি
مِنْ	হতে
دِيَارِنَا	আমাদের ঘরবাড়ী
وَ	ও
اَبْنَآئِنَا ۖ	আমাদের সন্তানদের (হতে)
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
كُتِبَ	নির্দেশ দেয়া হল
عَلَيْهِمُ	তাদের উপর
الْقِتَالُ	যুদ্ধের
تَوَلَّوْا	তারা পিঠফিরাল
اِلَّا	এছাড়া
قَلِيْلًا	স্বল্প সংখ্যক
مِّنْهُمْ ۗ	তাদের মধ্য হতে
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
عَلِيْمٌ	খুব অবহিত
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿২৪৬﴾	জালিমদের সম্বন্ধে
وَ	এবং
قَالَ	বলেছিল
لَهُمْ	তাদেরকে
نَبِيُّهُمْ	তাদের নবী
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
قَدْ بَعَثَ	নিযুক্ত করেছেন
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে
طَالُوْتَ	তালুতকে
مَلِكًا ۚ	বাদশা হিসেবে

নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রতি লড়ায়ের নির্দেশ দিলে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকার করবে না তো? তারা বললঃ তা কিরূপে হতে পারে যে, আমরা খোদার পথে লড়াই করবনা। বিশেষতঃ আমাদেরকে যখন আমাদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু (কার্যতঃ) যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হল, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল– আল্লাহ তাদের এক এক যালেমকে জানেন ও চিনেন।

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন।

قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ

তারা বলেছিল — কিরূপে — হবে — তার জন্যে — বাদশাহী — আমাদের উপর — অথচ — আমরা

اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ

অধিক হকদার — বাদশাহীর — তার চেয়ে — এবং — নাই — দেওয়া হয় তাকে — প্রাচুর্য — মালসম্পদের

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً

সে বলল — নিশ্চয় — আল্লাহ — তাকে মনোনীত করেছেন — তোমাদের উপর — ও — তাকে বেশী দিয়েছেন — প্রাচুর্য

فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ

জ্ঞানে — ও — শারীরিক শক্তিতে — এবং — আল্লাহ — দেন — তাঁর রাজত্ব — যাকে

يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ

তিনি চান — এবং — আল্লাহ — প্রাচুর্যময় — মহাজ্ঞানী — এবং — বলল — তাদেরকে — তাদের নবী

اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ

নিশ্চয় — নিদর্শন হবে — তার বাদশাহীর — (এই) যে — তোমাদের কাছে আসবে — সেই সিন্দুক — যার মধ্যে আছে

سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى

প্রশান্তি — পক্ষ হতে — তোমাদের রবের — ও — অবশিষ্ট — তা হতে যা — ছেড়ে গেছে — উত্তরাধিকারী — মূসার

وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ

ও — উত্তরাধিকারী — হারুনের — তা বহন করে চলছে — ফেরেশতারা

এ শুনে তারা বলল, আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার তার কি অধিকার আছে ? বাদশাহ হবার অধিকার তার অপেক্ষা আমাদের বেশী। সে-তো কোন বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যোগ্যতা প্রচুর দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর রাজ্য দানের ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ কোথাও সংকীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

২৪৮. সে সংগে তাদের নবী একথাও তাদেরকে বলে দিল যে, খোদার তরফ হতে তার বাদশা নিযুক্ত হবার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের শান্তনার সামগ্রী রয়েছে, যাতে মূসা ও হারুণের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকত পূর্ণ জিনিস রয়েছে এবং যা এখন ফিরেশতারা ধারণ করে আছে।

ع ৩২ ১৭

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا

নিশ্চয় | মধ্যে (রয়েছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শন | তোমাদের জন্যে | যদি | তোমরা হও | মুমিন | যখন অতঃপর

فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم

রওনা হল | তালূত | সৈন্যদের সাথে | বলল | নিশ্চয় | আল্লাহ | তোমাদের পরীক্ষা করবেন

بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن

একটা নদী দিয়ে | যে অতঃপর | পান করবে | তা থেকে | তখন | সে না থাকবে | আমার দলে | এবং | যে

لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

না | তার স্বাদ নেবে | নিশ্চয় তবে সে | আমার দলভুক্ত থাকবে | কিন্তু | যে | কোষ ভরে নেবে/ (পানি) | এক কোষ

بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ

তার হাত দিয়ে (সেটা ভিন্ন) | তারা অতঃপর পান করল | তা থেকে | ব্যতীত | স্বল্প সংখ্যক | তাদের মধ্যে হতে | অতঃপর যখন | তা অতিক্রম করল

هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

সে | ও | যারা | ঈমান এনেছিল | তার সাথে | তারা বলেছিল | নাই | শক্তি | আমাদের | আজ

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

জালূতের সাথে | ও | তার সৈন্যদের (সাথে যুদ্ধের)

বস্তুতঃ তোমরা ঈমানদার হলে, এর মধ্যে তোমাদের জন্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

রুকুঃ৩৩

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল, তখন সে বলল, একটি নদীকে কেন্দ্রকরে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন। যে তার পানি পান করবে, সে আমার সংগী নয়। আমার সাথী কেবল সে হবে যে তা হতে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য দু-এক অঞ্জলি পান করা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা হতে আকণ্ঠ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। এর পর তালূত এবং তার সহযাত্রী মুসলমানেরা যখন নদী পারহয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হল, তখন তারা তালূতকে বলল, আজ জালূত এবং তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই[৮৭]।

৮৭.সম্ভবতঃ এ উক্তি সেই সব লোকদের যারা প্রথমেই নদীতে নিজেদের ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছিল।

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ
বলল যারা মনে করত তারা যে সাক্ষাৎকারী আল্লাহর সাথে

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ
এমন বহু দল (রয়েছে) ছোট ছোট বিজয়ী হয়েছে (যারা) দলের (উপর) বড় বড়

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾ وَ لَمَّا
অনুমতিতে আল্লাহর এবং আল্লাহ সাথে আছেন সবরকারীদের যখন এবং

بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ
তারা সম্মুখীন হল জালুতের বিরুদ্ধে ও তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে) বলেছিল তারা হে আমাদের রব দানকর

عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا
আমাদেরকে সবর ও দৃঢ়করি আমাদের পদক্ষেপ এবং আমাদেরকেসাহায্য কর

عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ
জাতির কাফের তারা অতঃপর পরাজিত করল তাদেরকে হুকুমে আল্লাহর

وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ
ও রাজত্ব আল্লাহ তাকে দিয়ে ছিলেন এবং জালুতকে দাউদ হত্যা করল এবং

الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ
তিনি চেয়েছেন (বিভিন্ন জিনিসের) যা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ও হিকমত

কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন খোদার সাথে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বলল: অনেকবারই দেখাগেছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল খোদার অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের সংগী রয়েছেন।

২৫০. যখন তারা জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা দোয়া করল: "হে আমাদের খোদা, আমাদের ধৈর্যদান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং এ কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর"।

২৫১. শেষ পর্যন্ত খোদার অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজত্বজ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন।

وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ

এবং যদি না আল্লাহর প্রতিহত (পক্ষহতে) (করাহত.) লোকদেরকে তাদের কাউকে (অন্য) কাউকে দিয়ে (তাহলে) অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেত

الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ

পৃথিবী কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহশীল উপর দুনিয়ায় লোকদের এই নিদর্শনাদি

اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

আল্লাহর আমরা পেশ করছি তোমার কাছে যথাযথভাবে এবং তুমি নিশ্চয় অর্ন্তভূক্ত রসূলদের

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ

এই রসূলগন আমরা মর্যাদা দিয়েছি তাদের কাউকে উপর কারও

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

তাদের মধ্যে হতে কারও (সাথে) বলেছেন কথা আল্লাহ এবং উন্নীত করেছেন তাদের কাউকে (উচ্চ) মর্যাদায়

وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ

এবং আমরা দিয়েছি ঈসাকে মরিয়মের পূত্র সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ এবং তাকে সাহায্য করেছি আমরা আত্মাদিয়ে

الْقُدُسِ ؕ

পবিত্র (অর্থাৎ জিবরাইল)

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতে থাকতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ঠ হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)।

২৫২. এ সবই খোদার নিদর্শন, যা আমি যথাযথ ভাবে তোমাদের নিকট পেশ করছি এবং তুমি নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষের মধ্যে একজন।

২৫৩. এই রসূলগণ– যারা আমার পক্ষহতে মানুষকে হেদায়াত দানের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে–আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ-ই কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিকদিয়ে উচ্চ সম্মান দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়ম পূত্র ঈসাকে উজ্জল চিহ্নসমূহ দান করেছি ও "পবিত্র আত্মা দ্বারা" তাকে সাহায্য করেছি।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ

এবং | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | না | তারা পরস্পরে যুদ্ধ করত | যারা (ছিল)

بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ

পরে | তাদের | এরপরও | যা | তাদের কাছে এসে ছিল | সুস্পষ্ট নির্দশনাদি | কিন্তু

اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ

মতবিরোধ করল তারা | পরে | তাদের মধ্যকার | কেউ | ঈমান আনল | আবার | তাদের মধ্যে | কেউ | অস্বীকার করল | এবং | যদি

ع ٥ ٣٢ ١ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ع ٢٥٣

ইচ্ছা করতেন | আল্লাহ | না | তারা একে অপরে লড়ত | কিন্তু | আল্লাহ | করেন | যা | তিনি চান

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা খরচ কর | তা থেকে যা | তোমাদের আমরা রিযিক দিয়েছি | এর পূর্বে

اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا

যে | আসবে | দিন | না | কেনাবেচা হবে | সেখানে | আর | না | বন্ধুত্ব | আর | না

شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٢٥٤

সুপারিশ (কাজে আসবে) | এবং | কাফেররা | তারাই | জালেম

আল্লাহ চাইলে যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল – তারা এই রসূলদের পর পরস্পরে লড়াই করতে পারতনা, কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহর নিয়ম নয়, এজন্যে) তারা পরস্পর মতবিরোধ করল, কেউ ঈমান আনল, আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করল। আল্লাহ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

রুকূঃ৩৪

২৫৪. হে ঈমানদারেরা, যা কিছু মাল আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় কর, সেই দিনের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে– যে দিন না ক্রয়-বিক্রয় হবে, না বন্ধুতা কোন উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। প্রকৃত যালেম তারাই যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ

আর তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না চিরন্তন (শাশ্বত সত্তা) চিরঞ্জীব তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আল্লাহ

لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ

পৃথিবীর মধ্যে আছে যা কিছু এবং আসমানসমূহের মধ্যে আছে যা কিছু তাঁরই জন্যে ঘুম না

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا

যা(আছে) তিনি জানেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে যে সে (এমন) কে

بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ

তারা আয়ত্ব করতে পারে না এবং তাদের পিছনে যাকিছু এবং তাদের সামনে

بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ

তাঁর (কর্তৃত্ব) আসন বিস্তৃত তিনি চান যা এছাড়া তাঁর জ্ঞান হতে সামান্য কিছুও

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ

এবং এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না এবং পৃথিবীতে ও আসমান সমূহে

هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

মহান সর্বোচ্চ(সত্তা) তিনি

২৫৫. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের (লোকদের) সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন; আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে হতে কোন জিনিসই তাদের (লোকদের জ্ঞান-সীমার) আয়ত্বাধীন হতে পারেনা। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর সাম্রাজ্য[৮৮] সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।

৮৮.মূল শব্দ- 'কুরসী' । এ শব্দ সাধারণতঃ রাষ্ট্র-শক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ
নেই জবরদস্তি মধ্যে দ্বীনের নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে শুদ্ধ-নির্ভুল পথ

مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
হতে ভুল চিন্তাধারা যে অতঃপর অস্বীকার করবে খোদাদ্রোহীতাকে ও ঈমান আনবে আল্লাহর উপর

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
তাহলে সে নিশ্চয় ধারণ করল রজ্জু (বা হাতলকে) মজবুত করে না ছিন্নহওয়ার যা

وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ
এবং আল্লাহ সব শুনেন সব জানেন আল্লাহ অভিভাবক (তাদের) যারা ঈমান এনেছে

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
তাদের বের করে আনেন হতে অন্ধকার দিকে আলোর এবং যারা অস্বীকার করেছে

اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
তাদের অভিভাবক খোদাদ্রোহীরা

২৫৬. দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৮৯]। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা হতে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগুতকে'[৯০] অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল, যা কখনই ছিড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।

২৫৭. যারা ঈমান আনে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগুত'[৯১];

৮৯. অর্থাৎ কাউকে 'ঈমান' আনার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না।

৯০. আভিধানিক অর্থে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা যায়, যে নিজের বৈধ সীমা লংঘন করে। বান্দাহ যখন বন্দেগীর সীমা লংঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে খোদার বান্দাদেরকে দিয়ে নিজের বন্দেগী-দাসত্ব করায় তখন কোরআনের পরিভাষায় তাকে তাগুত বলা যায়।

৯১. 'তাগুত' শব্দটি একবচন হলেও এখানে তা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওয়াগিত- তাগুত সমূহ। খোদার দিক থেকে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে মাত্র এক তাগুতের জালে ফাঁসে না বরং অসংখ্য 'তাগুত' তখন তার স্কন্ধে চেপে বসে।

يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ
তাদেরকে তারা বের করে নিয়ে যায় | আলো | থেকে | অন্ধকারের | দিকে | ঐ সব লোক

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ اَلَمْ تَرَ
জাহান্নামের আগুনের | অধিবাসী | তারা | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | তুমি দেখ | নাই কি

اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ
প্রতি | (তার) যে | বিতর্ক করেছিল | ইবরাহীমে (সাথে) | সম্বন্ধে | তার রব | (এজন্য) যে | তাকে দিয়ে ছিলেন

اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ
আল্লাহ | রাজত্ব | যখন | বলেছিল | ইবরাহীম | আমার রব (হচ্ছেন) | (ঐ সত্তা) যিনি | জীবিত করেন

وَ يُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَ اُمِيْتُ ؕ قَالَ
এবং | মৃত্যু দেন | সে বলল | আমি | জীবিত রাখি | ও | মৃত্যু দেই | বলল

اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
ইবরাহীম | নিশ্চয় তবে | আল্লাহ | আনেন | সূর্যকে | হতে | পূর্বদিক

فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ
তুমি তাহলে আন | তাকে | পশ্চিমদিক | হতে | হতবুদ্ধি হয়ে গেল | তখন | যে | অস্বীকার করেছিল

তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামে যাবার লোক, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

রুকু:৩৫

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করনি যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিল[৯২]? তর্ক একথা নিয়ে যে 'রব'-কে এবং তা এজন্যে হয়েছিল যে আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইব্রাহীম যখন বলল, আমার রব তিনিই-জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত রয়েছে। সে তখন উত্তর দিল, জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইব্রাহীম বলল, তা-ই যদি সত্যি হয়, তবে আল্লাহ তো সূর্য পূর্বদিক থেকে প্রকাশ করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক থেকে প্রকাশ করে দেখাও। একথা শুনে সত্যের সে দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল।

৯২. 'ঐ ব্যক্তি' বলতে এখানে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) মাতৃভূমি ইরাকের বাদশাহ 'নমরূদ'কে বোঝানো হয়েছে।

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَوْ كَا لَّذِىْ مَرَّ

অতিক্রম করছিল যে দৃষ্টান্ত (ঐলোকের) অথবা যালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না আল্লাহ এবং

عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى

কিরূপে সে বলল তার ছাদগুলোর উপর ধ্বংসস্তূপ হয়েছিল তা এবং এক নগরের উপর দিয়ে

يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ

একশত আল্লাহ তাকে তখন মৃত্যুদিলেন তার ধ্বংসের পর আল্লাহ এটাকে জীবিত করবেন

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا

একদিন অবস্থান করেছি সে বলল তুমি অবস্থান করেছ কতকাল (তাকে) বললেন তাকেপুনর্জীবিত করলেন এরপর বছর (পর্যন্ত)

اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

বছর একশত তুমি অবস্থান করেছ বরং তিনি বললেন দিনের কিছু অংশ কিংবা

فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ

বিকৃত হয় নাই তোমার পানীয়ের (দিকে) ও তোমার খাদ্যের দিকে অতঃপর লক্ষ্য কর

কিন্তু আল্লাহ যালেমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না।

২৫৯. অথবা উদাহরণ স্বরূপ সে ব্যক্তির কথা চিন্তা কর যে এমন একটি বস্তিতে গিয়ে পৌঁছেছিল যা উপুড় হয়ে ধ্বসে পড়েছিল। সে বলল, এ জনপদ- যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একে আল্লাহ পুনরায় কিভাবে জীবন্ত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকল। অতঃপর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল কতকাল পড়েছিলে? সে বলল, একটি দিন কিংবা কয়েক ঘন্টা মাত্র। আল্লাহ বললেন, তোমার উপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখ যে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দেয়নি।

وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ

তুমি দেখ ও লোকদের জন্যে নিদর্শন তোমাকে যেন আমরা বানাই এবং তোমার গাধার (দিকে) প্রতি লক্ষ্যকর তুমি এবং

اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ

গোশত (দিয়ে) তা ঢেকে দেই আমরা এরপর তা সংযোজিত করি আমরা কিভাবে হাড়গুলোর প্রতি

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

কিছুরই সব ওপর আল্লাহ যে আমি জানি সে বলল তার নিকটে প্রকাশ পেল অতঃপর যখন

قَدِيْرٌ ﴿۲۶۰﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ

তুমি জীবিত কর কিভাবে দেখাও আমাকে হে আমার রব ইবরাহীম বলল যখন এবং ক্ষমতাবান

الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ

কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই সে বলল তুমি বিশ্বাস কর নাই তবে কি তিনি বললেন মৃতদেরকে

لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ

আমার অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্যে

অপরদিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখ, (যে, তার দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়েছে) আর আমরা এটা এজন্যে করেছি যে, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাক, হাড় গোড়ের এই পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা তাকে কিভাবে মাংস ও চামড়া দিয়ে ভরে দেই, এভাবেই প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সম্মুখে উদঘাটিত হল তখন সে বললঃ আমি জানি যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২৬০. সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইব্রাহীম বলেছিলঃ হে খোদা, আমাকে দেখায়ে দাও তুমি মৃতকে কেমন করে পূনর্জীবিত কর। আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করনা? সে বলল, বিশ্বাস তো আমি করি। কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনার প্রয়োজন[৯৩]।

৯৩. অর্থাৎ সেই নিঃসন্দেহ বিশ্বাস ও নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তি যা চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা লাভ করা যায়।

قَالَ	فَخُذْ	اَرْبَعَةً	مِّنَ	الطَّيْرِ	فَصُرْهُنَّ
তিনি বললেন	তুমি তাহলে ধর	চারটি		পাখী	এরপর তাদেরকে পোষ মানাও

اِلَيْكَ	ثُمَّ	اجْعَلْ	عَلٰى	كُلِّ	جَبَلٍ	مِّنْهُنَّ
তোমার প্রতি	এরপর	রেখে দাও	উপর	প্রত্যেক	পাহাড়ের	তাদের থেকে

جُزْءًا	ثُمَّ	ادْعُهُنَّ	يَأْتِيْنَكَ	سَعْيًا ط	وَ	اعْلَمْ
(কর্তিতএকএক) অংশ	এরপর	তাদেরকে ডাক	তোমার কাছে আসবে	দৌড়ে	এবং	তুমি জেনে রাখ

٢٥ ع ٣ ٢

اَنَّ	اللّٰهَ	عَزِيْزٌ	حَكِيْمٌ ٢٦٠ ع	مَثَلُ	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ
যে	আল্লাহ	পরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ	দৃষ্টান্ত (তাদের ঐরূপ)	যারা	খরচ করে

اَمْوَالَهُمْ	فِىْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	كَمَثَلِ	حَبَّةٍ	اَنْبَتَتْ	سَبْعَ
তাদের ধন সম্পদ		পথে	আল্লাহর	যেমন দৃষ্টান্ত	একটা শস্যকণার (বীজের)	তা উৎপন্ন করে	সাতটি

سَنَابِلَ	فِىْ	كُلِّ	سُنْبُلَةٍ	مِّائَةُ	حَبَّةٍ ط	وَ	اللّٰهُ	يُضٰعِفُ
শীষ	মধ্যে আছে	প্রত্যেকটি	শীষে	একশত	শস্যকণা	এবং	আল্লাহ	বৃদ্ধি করেন বহুগুনে

لِمَنْ	يَّشَآءُ ط	وَ	اللّٰهُ	وَاسِعٌ	عَلِيْمٌ ٢٦١
তার জন্যে যাকে	তিনি ইচ্ছা করেন	এবং	আল্লাহ	প্রাচুর্যময়	সর্বজ্ঞ

আল্লাহ বললেন, তবে তুমি চারটি পাখী ধর এবং সেগুলিকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে নাও। তার পর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর তাদের ডাক, তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।

রুকূঃ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হল, এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হল আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি 'দানা' হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদারহস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ

পরে আনে না এরপর আল্লাহর পথে তাদের মাল সম্পদ খরচ করে যারা

مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার তাদের জন্যে রয়েছে কষ্ট না আর অনুগ্রহ করারখোটা তারা খরচ করে (তার) যা

وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

ভাল কথা চিন্তা করবে তারা না আর তাদের জন্যে কোন ভয় নাই এবং

وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং কষ্ট যার পরে আসে (এমন) দানের চেয়ে উত্তম ক্ষমা ও

غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا

তোমরানষ্ট করো না ঈমান এনেছ যারা ওহে পরম সহিষ্ণু মুখাপেক্ষীহীন

صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ

খরচ করে যে (ঐ ব্যক্তির) মত কষ্ট (দিয়ে) ও অনুগ্রহপ্রদানের খোটা দ্বারা তোমাদের দান সমূহ

مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

আখেরাতের দিনে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না আর লোকদের দেখানোর জন্যে তার মাল সম্পদ

২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং তার প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, (অনুগৃহীতকে) কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট সুরক্ষিত এবং তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।

২৬৩. একটু মিষ্ঠি কথা এবং কোন দুঃসহ ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখান সে দান অপেক্ষা ভাল– যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাই তাঁর গুণ।

২৬৪. হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্টদিয়ে উহাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করোনা যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে; না আল্লাহর প্রতি ঈমানরাখে, না পরকালের প্রতি।

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ

তাতে বর্ষিত হয় অতঃপর মাটি তার উপর আছে একটি পাথরের চাতাল দৃষ্টান্ত যেমন তার দৃষ্টান্ত এরপর

وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ

কোন কিছুই এক্ষেত্রে তারা সক্ষম হয় (কাজে লাগাতে) না পরিষ্কার মসৃণ করে তাকে ছেড়েদেয় ফলে প্রবল বৃষ্টি

مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶۴﴾

(যারা) অস্বীকারকারী লোকদেরকে হেদায়াত দেন না আল্লাহ এবং তারা অর্জন করেছে তাহতে যা

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদগুলো খরচ করে (তাদের) যারা দৃষ্টান্ত এবং

اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ

উঁচু ভূমির একটি বাগানের (তাদের) দৃষ্টান্ত যেমন তাদের আত্মা সুদৃঢ় করতে এবং আল্লাহর

اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ

না যদি তবে দ্বিগুণ তার ফলমূল আনে অতঃপর প্রবল বৃষ্টি তাতে বর্ষিত হয়

يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾

সম্যক দ্রষ্টা তোমরা কাজ করছ (ঐবিষয়ে) আল্লাহ এবং সামান্য তবে বৃষ্টিই (যথেষ্ট) প্রবল বৃষ্টি তাতে বর্ষিত হয়

তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপঃ যেমন একটি চাতাল, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। তার উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়েগেল, এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে হেদায়াত করা আল্লাহর রীতি নয়[৯৪]।

২৬৫. পক্ষান্তরে যারা নিজের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কোন উচ্চভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুন ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেনুই উহার জন্যে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর খোদার গোচরীভূত রয়েছে।

৯৪. এখানে 'কাফের' শব্দ অকৃতজ্ঞ ও নেয়ামত-অস্বীকারকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّ

কি কামনা করে তোমাদের কেউ যে হবে তার জন্যে একটি বাগান খেজুরের ও

أَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهُ فِيهَا

আঙ্গুরের প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ তার মধ্যে আছে

مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ

সব ধরণের ফলমূল এবং তার উপনীত হল বার্ধক্য যখন তার আছে সন্তান সন্ততি

ضُعَفَآءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ

দুর্বল তাকে অতঃপর আঘাত করল ঝড় ঝঞ্ঝা তার মধ্যে আছে আগুন পুড়ে গেল অতঃপর (সেই বাগান)

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾ ع

এভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিদর্শনাবলী আশা করা যায় তোমরা চিন্তা করবে

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে তার একটি শস্য-শ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণাধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আংগুর– সব রকমের ফলে ভরপুর হবে, আর ঠিক সে সময়ে–যখন সে নিজে বৃদ্ধ হল ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানেরা কোন কাজের উপযুক্ত হয়নি–একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে[৯৫]? এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিজের কথাগুলি তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন চিন্তা ও গবেষণা কর।

৯৫. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবন-ব্যাপী শ্রম-সাধনায় উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া তোমাদের জন্য সব চেয়ে বেশী আবশ্যক ও নূতন ভাবে উপার্জন করার কোন সুযোগই বর্তমান নেই, এমন এক সংকট সময়ে তোমাদের সকল সম্পদ অকস্মৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ কর না তবে তোমরা একথা কেমন করে পছন্দ করছো যে, দুনিয়ায় জীবন ভোর শ্রম করার পর পরকালের জগতে পা রেখেই তোমরা দেখতে পাবেঃ তোমাদের সারা জীবন-ব্যাপী কর্ম-কান্ডের সেখানে কোন মূল্যই নেই, দুনিয়ার জন্য তোমরা যা কিছুই উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গিয়েছে, এবং পরকালের জন্য তোমরা এমন কিছুই উপার্জন করে নিয়ে যাওনি, যার ফল তোমরা সেখানে ভোগ করতে পারো?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

তোমরা অর্জন করেছ | যা | পবিত্র জিনিষ গুলো | হতে | খরচ কর তোমরা | ঈমান এনেছ | যারা | ওহে

وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا

তোমরা সংকল্প করো | না | এবং | ভূমি | থেকে | তোমাদের জন্যে | বের করেছি আমরা | তাহতেও যা | এবং

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ

যে | এছাড়া | তা গ্রহণকারী | তোমরা নও | অথচ | খরচ করতে | তা থেকে | নিকৃষ্ট বস্তুগুলোকে

تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾

প্রশংসিত | অভাবমুক্ত | আল্লাহ | যে | তোমরা জেনে রেখ | এবং | তা হতে | তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ

অশ্লীলতার | প্ররোচনাদেয় | এবং | দারিদ্রের | তোমাদের | ভয়দেখায় | শয়তান

وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ | এবং | তাঁর অনুগ্রহের | ও | তাঁর থেকে | ক্ষমার | তোমাদের ওয়াদা দেন | আল্লাহ | এবং

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ

তিনি ইচ্ছা করেন | যাকে | হিকমত | দেন তিনি | সর্বজ্ঞ | প্রাচুর্যময়

রুকু:৩৭

২৬৭. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমরা তোমাদের জন্যে জমি হতে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, খোদার প্রথে খরচ করার জন্যে নিকৃষ্টতম জিনিষগুলি বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কেননা সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবেনা–তা গ্রহণ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া। তোমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, আল্লাহ কারো মুখোপেক্ষী নন ও তিনি সবচেয়ে উত্তম গুনে বিভূষিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলোভিত করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও সবজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দান করেন;

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا

না এবং অনেক কল্যাণ তাকে দেওয়া হয়েছে অতঃপর নিশ্চয় হিকমত দেয়া হয়েছে যাকে এবং

يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ

তোমরা খরচ কর যা এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা এছাড়া শিক্ষা নেয় (এ থেকে)

مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ নিশ্চয় অতঃপর মানত কোন তোমরা মানত কর অথবা খরচ খরচ কোন

يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾ اِنْ تُبْدُوا

তোমরা প্রকাশ্যে দাও যদি সাহায্যকারী জালিমদের জন্যে নেই এবং তা জানেন

الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا

তা তোমরা দাও ও তা গোপনে কর যদি আর তা উত্তম তবে সদকা সমূহ

الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ

তোমাদের থেকে দূর করবেন এবং তোমাদের জন্যে (আরও) ভাল তা তবে ফকিরদেরকে

سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾

ভালভাবে অবহিত তোমরা কাজ কর ঐ বিষয় যা আল্লাহ এবং তোমাদের পাপগুলো

আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান লাভ করল, প্রকৃত পক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা হতে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে যারা বুদ্ধিমান।

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করেছ আর যে নযরই[৯৬] মেনেছ, আল্লাহ তা ভাল ভাবেই জানেন; প্রকৃতপক্ষে যালেমদের কেহ সাহায্যকারী নেই।

২৭১. তোমরা তোমাদের দান-সদকা যদি প্রকাশ্যভাবে দাও তবে তাও ভাল, যদি গোপনে অভাবি লোকদেরকে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে বেশী ভাল, এরূপ কাজের ফলে তোমাদের বহুসংখ্যক পাপ মিটে যায়। আর তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তার খবর রাখেন।

৯৬. নিজের কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিনিময়ে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন নেক কাজ করার অঙ্গীকার করে, যেকাজ তার পক্ষে ফরয ছিল না, তবে তাকে 'নযর' বলা হয় । যদি এই উদ্দেশ্য কোন হালাল ও জায়েয-সিদ্ধ ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হয় ও তা আল্লাহতা'আলারই কাছে প্রার্থনা করা হয়, এবং তা সফল হলে তার বিনিময়ে যে কাজ করার অঙ্গিকার করা হয়। তা যদি শুধু আল্লাহতা'আলারই জন্য হয় তবে এরূপ 'নযর' আল্লাহর আনুগত্যের পথে হয়েছে বলা যায়; এবং এরূপ 'নযর' পূর্ণ করা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ । আর যদি এরূপ না হয়, তবে সে 'নযর ' মানা ও তা পূর্ণ করা আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

আরবি	অর্থ
لَيْسَ	নয়
عَلَيْكَ	তোমার উপর (দায়িত্ব)
هُدٰىهُمْ	তাদের হেদায়াতের
وَلٰكِنَّ	কিন্তু
اللّٰهَ	আল্লাহ
يَهْدِىْ	পথ দেখান
مَنْ	যাকে
يَّشَآءُ ط	তিনি চান
وَ	এবং
مَا	যা
تُنْفِقُوْا	তোমরা খরচ কর
مِنْ	কোন
خَيْرٍ	সম্পদ
فَلِاَنْفُسِكُمْ ط	তা তোমাদের নিজেদের জন্যে
وَ	এবং
مَا	না
تُنْفِقُوْنَ	তোমরা খরচ কর
اِلَّا	এছাড়া যে
ابْتِغَآءَ	সন্ধানে
وَجْهِ	সন্তুষ্টির
اللّٰهِ ط	আল্লাহর
وَ	এবং
مَا	যা
تُنْفِقُوْا	তোমরা খরচ কর
مِنْ	
خَيْرٍ	সম্পদ
يُّوَفَّ	পূর্ণ দেয়া হবে
اِلَيْكُمْ	তোমাদেরকে
وَ	ও
اَنْتُمْ	তোমাদের (প্রতি)
لَا	না
تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾	হক নষ্ট করা হবে
لِلْفُقَرَآءِ	অভাবগ্রস্থদের জন্যে
الَّذِيْنَ	যারা
اُحْصِرُوْا	আটকেপড়েছে (ব্যস্ততার কারণে)
فِىْ	
سَبِيْلِ	পথে
اللّٰهِ	আল্লাহর
لَا	না
يَسْتَطِيْعُوْنَ	পারে
ضَرْبًا	ঘুরাফিরা করতে
فِى الْاَرْضِ ز	পৃথিবীতে (আর্থাৎ উপার্জনকরতে)
يَحْسَبُهُمُ	তাদেরকে মনে করে
الْجَاهِلُ	অজ্ঞ লোকেরা
اَغْنِيَآءَ	স্বচ্ছল
مِنَ	
التَّعَفُّفِ ج	বিরত থাকায় (চাওয়া থেকে)
تَعْرِفُهُمْ	তাদেরকে চিনবে তুমি
بِسِيْمٰهُمْ ج	তাদের লক্ষণ দিয়ে
لَا	না
يَسْـَٔلُوْنَ	তারা চায়
النَّاسَ	মানুষ (থেকে)
اِلْحَافًا ط	নাছোড় হয়ে

২৭২. লোকদেরকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার উপর নয়। কেননা হেদায়াত তো আল্লাহই যাকে চান দান করেন। আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর। তোমরা এজন্যেই তো খরচ কর যে, তোমরা খোদার সন্তোষ লাভ করবে। কাজেই তোমরা যে সব ধন-মাল দান-খয়রাতের ব্যাপারে খরচ করবে, তার পুরোপুরি প্রতিফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের 'হক' কখনই নষ্ট করা হবে না।

২৭৩. বিশেষভাবে সাহায্য পাবার অধিকারী হচ্ছে সে সব গরীব লোক যারা খোদার কাজে এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্যে পৃথিবীতে কোন চেষ্টা-যত্ন করতে পারে না। আত্মসন্মান বোধ ও পরমুখাপেক্ষ হীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদের ধরে ধরে ভিক্ষা করার মত লোক নয়।

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

খুব অবহিত তা সম্পর্কে আল্লাহ অতঃপর নিশ্চয় সম্পদ হতে তোমরা খরচ কর যা এবং

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا

গোপনে দিনে ও রাতে তাদের সম্পদ সমূহকে খরচ করে যারা

وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ

কোন ভয় নাই এবং তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার ফলে (রয়েছে) তাদের জন্যে প্রকাশ্যে ও

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ

খায় যারা চিন্তা করবে তারা না এবং তাদের জন্যে

الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ

যাকে পাগল করেছে সেই (ব্যক্তি) দাঁড়ায় যেমন এছাড়া তারা দাঁড়াবে না সূদ

الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ

(তার) স্পর্শ দ্বারা শয়তান

তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু জান-মাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয় খোদার দৃষ্টি হতে গোপণ থাকবে না।

রুকূঃ৩৮

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-মাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকটই প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৫. কিন্তু যারা সূদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শদ্বারা পাগল ও সুস্থজ্ঞানশুন্য করে দিয়েছে[১৭]।

১৭. পাগল ও দিওয়ানা ব্যক্তিকে আরববাসীরা 'মজনুন' অর্থাৎ "প্রেতগ্রস্থ" বলতো। কাউকে পাগল বলতে হলে তারা বলতো সে জ্বিনগ্রস্থ হয়েছে। এই বাগধারা ব্যবহার করে কোরআন সূদখোর ব্যক্তির প্রতি উদ্ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তির উপমা প্রয়োগ করেছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ
এটা | এ জন্যে যে তারা | বলে | মূলতঃ | ব্যবসাও | অনুরূপ | সুদেরই

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ
অথচ | হালাল করেছেন | আল্লাহ | ব্যবসাকে | ও | নিষিদ্ধ করেছেন | সুদকে | অতপর যে | তার কাছেএসেছে

مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ
উপদেশ | পক্ষ হতে | তার রবের | সে অতঃপর বিরত হয়েছে (সুদখোরী হতে) | সে ক্ষেত্রে তার জন্যে | যা (হয়ে গেছে) অতীত হয়েছে

وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ
এবং | তার ব্যাপার (সোপর্দ) | কাছে | আল্লাহ | ও | যে আর | পুনরাবৃত্তি করবে | তাহলে ঐ সব লোক

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۲۷۵
অধিবাসী (হবে) | দোজখের | তারা | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সূদের মতই জিনিস[৯৮]। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার খোদার তরফ হতে এ উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে এ সূদখোরী হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যাকিছু খেয়েছে[৯৯] তা তো খেয়েছেই– ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে খোদারই উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৯৮. অর্থাৎ তাদের মতবাদ ও ধারণায় এই ভুল আছে যে ব্যবসায়ে মূলধনের উপর গৃহীত লাভের প্রকৃতি ও সূদের প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারেনা; এবং ব্যবসায়-জাত মুনাফা ও সূদ এই দুই জিনিসকে একই মনে করে তারা এই যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসায়ে নিয়োগকরা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তবে কর্য স্বরূপ দেওয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন?

৯৯. একথা বলা হয়নি যে যা কিছু তারা খেয়ে নিয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হয়েছে , তার ব্যাপার আল্লাহরই এখতিয়ারে। এই বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায়– যা খেয়ে নিয়েছে তাখেয়ে নিয়েছে 'এই কথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, যা খেয়ে নিয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হলো; বরং এর লক্ষ্য এতটুকু আইনগত সুবিধাদান করা যে, যে সূদ ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইনতঃ নির্দেশ দেওয়া হবে না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

প্রত্যেক ভাল বাসেন না আল্লাহ এবং দানকে বর্ধিত করেন ও সূদকে আল্লাহ নির্মূল করেন

كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۷۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا

কায়েমকরছে ও নেকীর কাজ করেছে ও ঈমানএনেছে যারা নিশ্চয় পাপীকে অকৃতজ্ঞ

الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا

না এবং তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার তাদের জন্যে রয়েছে যাকাত দিয়েছে ও নামায

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

যারা ওহে চিন্তাভাবনা করবে তারা না আর তাদের উপর ভয় (থাকবে)

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ

যদি সূদ হতে বাকী আছে যা তোমরা ছেড়ে দাও এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় কর ঈমান এনেছ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۸﴾

তোমরা হও মু'মিন

২৭৬. আল্লাহ সূদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। এবং আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে মাত্রই পছন্দ করেন না।

২৭৭. তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, তাদের প্রতিফল নিশ্চিতরূপেই তাদের খোদার নিকট রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৮. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও; যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাক।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ

অতঃপর যদি — তোমরা কর না — তোমরা তবে জেনেরেখ (ঘোষণা রয়েছে) — যুদ্ধের — পক্ষ হতে — আল্লাহর

وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ

ও — তাঁর রসূল — আর — যদি — তোমরা তওবা কর — তবে (থাকবে) তোমাদের জন্যে — মূলধন — তোমাদের মালের

لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۹﴾ وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ

না — তোমরা জুলুম করো — আর — না — জুলুম করা হবে (তোমাদের উপর) — এবং — যদি — হয় (ঋণ গ্রহীতা) — অভাবগ্রস্থ

فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

তবে অবসর দেবে — পর্যন্ত — সচ্ছলতা — এবং — যদি — তোমরা সদকা করে দাও — উত্তম — তোমাদের জন্যে

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

যদি — তোমরা — জানতে

২৭৯. কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে জেনে রাখ যে খোদা এবং রসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা হয়েছে[১০০]। এখনো যদি তওবা কর (এবং সূদ পরিত্যাগ কর) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে।

২৮০. তোমাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণকারী (ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দাও। আর যদি সাদকা করে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা বুঝতে পার[১০১]।

১০০. মক্কা বিজয়ের পর যখন আরব ইসলামী শাসনাধীনে আসে সেই সময় এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে সূদকে যদিও না পছন্দ জিনিস মনে করা হতো কিন্তু আইনতঃ তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সূদী কারবারকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) ,ইবনে সিরিন (রাঃ) ও রবী বিন আনাস (রঃ) এই অভিমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মধ্যে সূদ গ্রহণ করবে তাকে তওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে, এবং যদি সে সূদ থেকে বিরত না হয় তবে তাকে নিহত করা হবে। অন্যান্য ফিকাহবিদদের অভিমত হচ্ছে– এরূপ ব্যক্তিকে বন্দী করাই যথেষ্ট । যতক্ষণ পর্যন্ত সে সূদ খাওয়া ত্যাগ করার অংগীকার না করে ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

১০১. এই আয়াত শরীফ থেকে এই শরীয়তী বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণ দাতাকে বাধ্য করবে। কোন কোন অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশ বিশেষ একেবারে মাফ করে দেওয়ারও অধিকারী হবে । ফিকাহ বিদগণ সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরনের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্র পাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে, কোন অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না ।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۛ

এবং | তোমরা ভয়কর | সেদিনের | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | যার মধ্যে | দিকে | আল্লাহরই

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ

এরপর | পূর্ণ দেয়া হবে | প্রত্যেক | ব্যক্তিকে | যা | সে অর্জন করেছে | এবং | তাদেরকে

لَا يُظْلَمُوْنَ ع ﴿٢٨١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ع ৮

না | জুলুম করা হবে | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | যখন

تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط

তোমরা লেনদেন কর | ঋণের | পর্যন্ত | মেয়াদ | নির্দিষ্ট | তখন | তা তোমরা লিখে রাখ

وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَ لَا يَاْبَ

এবং | লিখবে | তোমাদের মাঝে | একজন লেখক | ন্যায্যভাবে | এবং | না | অস্বীকার করবে

كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج

কোন লেখক | লিখতে | যেমন | শিখিয়েছেন তাকে | আল্লাহ | অতএব সে যেন লেখে

২৮১. আর সেই দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ হতে আত্মরক্ষাকর যে দিন তোমরা খোদার দিকে ফিরে যাবে। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পূণ্যের পুরাপুরি ফল দানকরা হবে এবং কখনো কারো উপর যুলুম করা হবে না।

রুকু:৩৯

২৮২. হে ঈমানদারেরা, যদি কোন নির্দিষ্ট মীয়াদের জন্যে তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর[১০২], তবে তা লিখে নিও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের সাথে সুবিচার সহ দস্তাবেজ লিখে দিবে। আল্লাহ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লিখবার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়।

১০২. এর থেকে এই বিধান নির্গত হয় যে, ঋণের ব্যাপারে মীয়াদ (সময়-সীমা) নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

وَ لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ

এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে যেন এবং অধিকার যার উপর সেই (ব্যক্তি) যেন লেখায় এবং
(যিনি) (লেখক) (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) আছে (লেখ্যবিষয়)

لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا

নির্বোধ অধিকার যার উপর সে হয় অতঃপর কিছুই তা থেকে কমবেশী না
(অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) যদি করবে

اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

লেখ্য বিষয় তবে সে লিখারবস্তু পারে না বা দুর্বল বা
লেখাবে লিখাতে

وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ

মধ্য হতে দুজন সাক্ষী তোমরা সাক্ষী রাখ এবং ন্যায্যভাবে তার অভিভাবক

رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ

দুজন মহিলা ও একজন তবে দুজন পুরুষ থাকে না অতঃপর তোমাদের পুরুষদের
পুরুষ যদি

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا

দুজনের একজন ভুলে যায় যদি স্বাক্ষীদের মধ্য হতে তোমরা পছন্দ কর (তাদের) হতে যাদের

فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ

সাক্ষীরা অস্বীকার করবে না এবং অন্যজনকে দুজনের একজন স্মরণ তখন করাবে

اِذَا مَا دُعُوْا ؕ

তাদের ডাকা যখন
হবে

সে লিখবে, আর লিখাবে (লেখ্য বিষয়

বলে দিবে) সে ব্যক্তি যার উপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। তার প্রভু-আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যে সব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দূর্বল হয়, অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার ওলি (গার্জেন) ইনসাফ সহকারে লিখায়ে দিবে। অতঃপর পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে উহার সাক্ষী বানিয়ে নাও। দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে, যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্যে হতে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তা তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়।

وَ لَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا

বড় (হউক) বা ছোট (ব্যাপার হউক) তা লিখতে তোমরা বিরক্তি বোধ করবে না এবং

اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ

দৃঢ়তর ও আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায়সংগত এটা তার মীয়াদ পর্যন্ত

لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ

হয়ে থাকে যে (সব) তবে তোমরা সন্দেহ কর (যেন) না অধিক নিকটবর্তী ও সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

নাই ক্ষেত্রে তোমাদের মাঝে তা তোমরা সম্পন্ন কর নগদ ব্যবসা

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَ اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪

তোমরা বেচা কেনা কর যখন তোমরা সাক্ষী রাখ এবং তা তোমরা লিখে রাখ যদি না কোন গুনাহ তোমাদের উপর

وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ ؕ وَ اِنْ تَفْعَلُوْا

তোমরা কর যদি এবং সাক্ষীকে না আর লেখককে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং

فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ

আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের জন্যে গোনাহ তা তবে নিশ্চয়

وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

খুব অবহিত সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ এবং

ব্যাপার ছোট হোক কি বড়–মীয়াদ নির্দিষ্ট

করে তার 'দস্তাবেজ' লিখিয়ে নেয়াকে উপেক্ষা করো না। খোদার নিকট এ পন্থা তোমাদের জন্যে অধিকতর সুবিচার-মূলক। এর দরুণ সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমান করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যে সব ব্যবসা সম্পর্কীয় লেন-দেন তোমরা পরস্পরে হাতে হাতে (নগদ) করে থাক তা লিখে না নিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহর গজব হতে আত্মরক্ষা কর, তিনি তোমদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ

বন্ধকীবস্তু তবে কোন লেখক তোমরা পাও না এবং সফরের তোমরা হও যদি এবং

مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

আস্থারাখা হয়েছিল যার (উপর) সে প্রত্যার্পন করে যেন তবে কারো উপর তোমাদের কেউ আস্থা রাখে অতঃপর যদি হস্তগত (রাখতে পার)

اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَ

এবং সাক্ষ্য তোমরা গোপন করবে না এবং (যিনি) তার রব আল্লাহকে সে যেন ভয় করে এবং তার আমানতের

ع ٣٩ ٢ ٤ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

খুব অবহিত তোমরা কাজ কর যা আল্লাহ এবং তার অন্তর পাপী তাহলে সে নিশ্চয় তা গোপন করবে যে

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا

তোমরা প্রকাশ কর যদি এবং পৃথিবীর মধ্যে আছে যা কিছু ও আসমান সমূহের মধ্যে আছে যা কিছু আল্লাহর জন্যে

مَا فِىۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ

আল্লাহ তা সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নেবেন তা গোপন কর তোমরা অথবা তোমাদের মনের মধ্যে আছে যা কিছু

২৮৩. তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাক এবং দস্তাবেজ লিখবার জন্যে কোন লেখক পাওয়া না যায় তবে 'রেহেন' বন্ধক দ্বারা কাজ সম্পন্ন কর[১০৩]। তোমাদের মধ্য কেউ যদি কারো উপর নির্ভর করে তার সাথে কোন কাজ করে তবে যার উপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথ রূপে আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করে চলা। এবং সাক্ষ্য কখনই গোপন করবে না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমা-যুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন।

রুকুঃ৪০

২৮৪. আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর না-ই কর, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।

১০৩. গচ্ছিত জিনিসের বিনিময়ে ঋণ দানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণদাতার ঋণ শোধ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা লাভ করা। কিন্তু ঋণের পরিবর্তে গচ্ছিত মাল থেকে কোন ফায়দা হাসিল করার অধিকার ঋণদাতার নেই । কেননা তা সূদ বলে গণ্য হবে। আবশ্য যদি কোন পশু বন্দক রাখা হয়, তবে তার দুগ্ধ ব্যবহার করা যাবে ও তাকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজেও লাগানো যাবে । কেননা প্রকৃত পক্ষে তা হচ্ছে উক্ত পশুকে ঘাস ও খাদ্য দানের বিনিময়।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ

অতঃপর মাফ করবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | তিনি আযাব দেবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | আল্লাহ

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ

উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | ঈমান এনেছে | রসূল | ঐ বিষয় যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তার প্রতি | পক্ষ হতে | তার রবের | এবং | মোমেনরাও | সবাই | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর

وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

ও | তাঁর ফেরেশতাদের | ও | তার গ্রন্থগুলোর | এবং | তাঁর রসূলদের (উপর) | (তারা বলে) না | আমরা পার্থক্যকরি | মাঝে | কারও

مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۟ غُفْرَانَكَ

মধ্যেহতে | তাঁর রসূলদের | এবং | তারা বলে | আমরা শুনলাম | এবং | আমরা মানলাম | তোমার কাছে ক্ষমা (চাই)

رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا

হে আমাদের রব | এবং | তোমারই কাছে | প্রত্যাবর্তন হবে | না | কার্যভার দেন | আল্লাহ | কোন ব্যক্তিকে | এছাড়া যা

وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ

তার সামর্থ (আছে) | তার জন্যে আছে | যা (পূণ্য) | সে অর্জন করেছে | এবং | তার বিরুদ্ধে | যা (পাপ) | সে অর্জন করেছে

অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এটা তাঁর ইখতিয়ার, তিনি সর্বশক্তিমান।

২৮৫. রসূল সে হেদায়াত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে যা তার পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সে হেদায়াতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ, ফিরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এইঃ আমরা খোদার রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমারা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। 'হে খোদা' আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ কোন প্রাণীর উপরই তার শক্তি-সামর্থের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে, আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তার উপর পড়বে।

رَبَّنَا	لَا	تُؤَاخِذْنَآ	إِنْ	نَّسِيْنَآ	أَوْ	أَخْطَأْنَا ۚ	رَبَّنَا
হে আমাদের রব	না	আমাদেরকে পাকড়াও করো	যদি	আমরা ভুলে যাই	বা	আমরা ত্রুটি করে বসি	হে আমাদের রব

وَ	لَا	تَحْمِلْ	عَلَيْنَآ	إِصْرًا	كَمَا	حَمَلْتَهٗ	عَلَى	الَّذِيْنَ
এবং	না	চাপিয়েদিও	আমাদের উপর	বোঝা	যেমন	তা তুমি চাপিয়ে দিয়েছ	উপর	(তাদের) যারা

مِنْ قَبْلِنَا ۚ	رَبَّنَا	وَ	لَا	تُحَمِّلْنَا	مَا	لَا	طَاقَةَ	لَنَا	بِهٖ ۚ
আমাদের পূর্বে ছিল	হে আমাদের রব	এবং	না	আমাদের উপর চাপাইও	তা	নাই	শক্তি	আমাদের	যার

وَاعْفُ	عَنَّا	وَ	اغْفِرْ لَنَا	وَ	ارْحَمْنَا	أَنْتَ	مَوْلٰنَا
এবং মোচন করে দাও (ত্রুটি)	আমাদের থেকে	এবং	আমাদেরকে ক্ষমা কর	এবং	আমাদের উপর রহমকর	তুমিই	আমাদের অভিভাবক

فَانْصُرْنَا	عَلَى	الْقَوْمِ	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾
আমাদের সাহায্যকর তাই	বিরুদ্ধে	লোকদের	(যারা) কাফের

(ঈমানদাররেরা! তোমরা এভাবে দোয়া কর) "হে, আমাদের খোদা, ভুল ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে খোদা, আমাদের উপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা, যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপায়োনা, আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমিই আমাদের মাওলা আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

সূরা আলে-ইমরান

নাম

এই সূরার মধ্যে এক স্থানে আলে-ইমরান– এর উল্লেখ করা হয়েছে, চিহ্নস্বরূপ উহাকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়।

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও মূল বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন দিক

এই সূরায় চারটি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

প্রথম ভাষণ হচ্ছে সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকুর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালেই নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছেঃ "আল্লাহ আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানকে সমগ্র দুনিয়াবাসীদের অপেক্ষা উত্তম বলে স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন" –এই আয়াত হতে এবং ৬ষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত উহা সমাপ্ত হয়েছে। নবম হিজরীতে নাজরাণ প্রতিনিধিদল আগমনের সময় এটা নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ সপ্তম রুকুর শুরু হতে দ্বাদশ রুকুর শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছে । মনে হয় তা প্রথম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে।

চতুর্থ ভাষণ ত্রয়োদশ রুকু হতে সূরার শেষ পর্যন্ত । এটা ওহুদের যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে।

আলোচনা

মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষণকে একটি ধারাবাহিক নিবন্ধে পরিণত করেছে। এই সূরার কথাগুলি বিশেষভাবে দুইটি দলের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে । প্রথম আহলি কিতাব, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান; আর দ্বিতীয় যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল ।

প্রথম দলকে সূরা বাকারার অনুরূপ এই সূরায় আরও অধিক পূর্ণতাসহকারে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছেঃ এই রসূল ও এই কোরআন সেই দ্বীন-ইসলামের দিকেই আহবান জানাচ্ছে যেদিকে প্রথম হতে সকল নবীই জানিয়ে এসেছেন এবং যা প্রকৃতপক্ষে খোদার স্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী একমাত্র সত্য জীবন-ব্যবস্থা। এই দ্বীনের সহজ-সরল ও সঠিক পথ পরিত্যাগ করে যে পথই তোমরা অবলম্বন করেছ তা তোমাদের সমর্থিত আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতেও ঠিক নয়। কাজেই এই মহান সত্যকে গ্রহণ কর যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পার না।

দ্বিতীয় দল- যাদেরকে এখন সর্বোত্তম জাতিরূপে সত্যের ধারক ও পৃথিবীর সংস্কারক হিসাবে দায়িত্বশীল করে দেওয়া হয়েছে, এই সূরায় তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। তাদেরকে অতীত কালের উম্মৎদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মর্মান্তিক চিত্র দেখিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসাবে কিভাবে তাদের কাজ করা উচিৎ এবং যে সব আহলি-কিতাব ও মুনাফিক মুসলিম খোদার পথে নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময় তাদের যে সব দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে তা সংশোধনের জন্যও তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে আলোচ্য সূরাটিতে যে বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতা ও সুসংবদ্ধতা বর্তমান আছে শুধু তাই নয়, সূরা বাকারার সাথেও এর এতদুর নিকট সম্পর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মনে হয়ে এ সর্বতোভাবে সূরা বাকারার পরিশিষ্ট মাত্র এবং এটাও মনে হয় যে, সূরা বাকারার পরেই এর স্থান স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

(১) সূরা বাকারায় ইসলাম-বিশ্বাসীদিগকে যে সব কঠিন বিপদ-মুসিবৎ ও অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সর্তক করে দেওয়া হয়েছিল তার সবকিছুই পূর্ণ তীব্রতা সহকারে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে যদিও ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করেছিলেন কিন্তু মূলতঃ এই যুদ্ধ ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার সমান। আরবের যে সব শক্তি এই নূতন আন্দোলনের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করত, তারা সর্বপ্রথম সশস্ত্র যুদ্ধেই হতচকিত হয়ে উঠল । চারিদিকে শত্রুতার প্রবল ঝড়-ঝনঝার সৃষ্টি হল । মুসলমানদের উপর এক স্থায়ী ভয় ও অস্বস্তি-অশান্তির অবস্থা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল যে, মদীনার এই ক্ষুদ্র জনপদকে- যা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সমগ্র দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়েছে- মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। এরূপ অবস্থার কারণে মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থাও সাংঘাতিকরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হল। প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র জনপদ-যেখানে মাত্র কয়েকশ' ঘর অবস্থিত ছিল তথায় সহসা বহু সংখ্যক মুহাজিরের আগমনে তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেংগে পড়েছিল। তদুপরি এই যুদ্ধের অবস্থা একে আরও কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল।

(২) হিজরতের পর নবী করীম (সঃ) মদীনার চতুর্দিকের ইয়াহুদী গোত্রসমূহের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তারা সেসব চুক্তির বিন্দুমাত্র পরোয়া করল না। বদর যুদ্ধের সময় এই আহলি-কিতাবগণ তওহীদ, রেসালাত, আসমানী কিতাব ও পরকাল-বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল। বদরের পর এরা প্রকাশ্যভাবে কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উসকানী দিতে লাগল। বিশেষ করে বনী নজীর গোত্রের প্রধান কাব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে অন্ধ শত্রুতা ও চরম হীনতার আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শয়তানী কার্যক্রম ও চুক্তি-ভংগ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল তখন নবী করীম (সঃ) বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই ইয়াহুদী গোত্র সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শয়তান এই বনুকায়নাকা গোত্রের উপর আক্রমন চালালেন এবং তাদেরকে মদীনার উপকণ্ঠ হতে বিতাড়িত করে দিলেন । এর ফলে অন্যান্য ইয়াহুদী গোত্রসমূহের শত্রুতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান এবং হেজাজের মুশরিক গোত্রসমূহের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চারদিকে বিপদের পাহাড় সৃষ্টি করে দিল। এমন কি স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) জীবন সম্পর্কেও আশংকার সৃষ্টি হতে লাগল এবং যে কোন মুহূর্তে তাঁর উপর আক্রমন হবার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিল। এজন্য সাহাবাগণ এসময় সাধারণতঃ সশস্ত্র অবস্থায় থাকতেন । রাত্রের আকস্মিক আক্রমনের ভয়ে রাত্রিবেলা রীতিমত পাহারা দেওয়া হতে লাগল । নবী করীম (সঃ) অল্প সময়ের জন্যও যদি চোখের আড়ালে যেতেন অমনি সাহাবাগণ তাঁকে খোঁজ করার জন্য নেমে পড়তেন।

(৩) বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর কোরাইশদের মনে আপনা হতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল । ইয়াহুদীগণ তাতে তেল নিক্ষেপ করে তাকে দ্বিগুনভাবে প্রজ্জ্বলিত করল । ফলে মাত্র একটি বৎসর পরই মক্কার তিন হাজার বীর সৈনিকের একটি বাহিনী মদীনার উপর আক্রমন করে বসল। এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে বিরাট যুদ্ধ

সংঘটিত হল। ইতিহাসে এটাই 'ওহদের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের জন্য নবী করীমের সহিত এক হাজার সৈনিক মদীনা হতে রওয়ানা হয়েছিল; কিন্তু পথিমধ্যে তিনশ মুনাফিক সহসা মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনায় ফিরে গেল । আর বাকী সাতশ সৈনিকের মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ক্ষুদ্র দল শামিল ছিল, তারা যুদ্ধ চলতে থাকা কালেই মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করেছিল । মুসলমানদের নিজেদের ঘরেই যে এত সংখ্যক 'কোঁচের সাপ' রয়েছে এবং তারা বহিঃশত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ভাই-বন্ধুদের ক্ষতি করতে বদ্ধ পরিকর তা এই প্রথমবারই জানতে পারা গেল।

(৪) ওহদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের মূলে যদিও মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতাও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বস্তুতঃ একটি বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি ও বিশেষ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই মাত্র (নতুন নতুন) গঠিত হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নৈতিক শিক্ষাদানের কাজ এখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং যারা নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য লড়াই করার এই দ্বিতীয়বার মাত্র সুযোগ পেয়েছিল, তাদের কাজে কোন কোন এবং কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য যুদ্ধের পরে যুদ্ধকালীণ সম্পূর্ণ ঘটনাকে সম্মুখে রেখে একটি বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা এবং তাতে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে যেসব দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার এক একটি করে পুংখানুপুংখ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরায় তাই করা হয়েছে। দুনিয়ার সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধ অবসান হওয়ার পর সাধারণতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে যে ভাবে সমালোচনা পেশ করে থাকে কোরআন মজীদের এই সমালোচনা তা অপেক্ষা যে কত ভিন্ন ধরনের সেটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

رکوعاتها ٢٠	(٣) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ	آياتها ٢٠٠
বিশ তার রুকু	মাদানী আলে-ইমরান সূরা (৩)	দু'শত তার আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمٓ ①	আলিফ লা-ম মী-ম
اللَّهُ	আল্লাহ (এমন সত্তা)
لَآ	নাই
إِلَٰهَ	কোন ইলাহ
إِلَّا	ছাড়া
هُوَ	তিনি
الْحَيُّ	(তিনিই) চিরঞ্জীব
الْقَيُّومُ ②	শাশ্বত
نَزَّلَ	তিনি অবতীর্ণ করেছেন
عَلَيْكَ	তোমার উপর
الْكِتَٰبَ	কিতাবখানা
بِالْحَقِّ	সত্যসহকারে
مُصَدِّقًا	সত্যায়নকারী
لِّمَا	(তার) যা
بَيْنَ يَدَيْهِ	(এসেছে) তার পূর্বে
وَ	এবং
أَنزَلَ	তিনি অবতীর্ণ করেছেন
التَّوْرَىٰةَ	তওরাত
وَ	ও
الْإِنجِيلَ ③	ইনজীল
مِن قَبْلُ	ইতিপূর্বে
هُدًى	সঠিকপথ (হিসেবে)
لِّلنَّاسِ	মানুষের জন্যে
وَ	এবং
أَنزَلَ	তিনি অবতীর্ণ করেছেন
الْفُرْقَانَ ۗ	ফুরকান
إِنَّ	নিশ্চয়
الَّذِينَ	যারা
كَفَرُوا	অস্বীকার করেছে
بِـَٔايَٰتِ	নিদর্শন গুলোকে
اللَّهِ	আল্লাহর
لَهُمْ	তাদের জন্যে
عَذَابٌ	শাস্তি (রয়েছে)
شَدِيدٌ ۗ	কঠিন
وَ	এবং
اللَّهُ	আল্লাহ
عَزِيزٌ	পরাক্রমশালী
ذُو انتِقَامٍ ④	ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিশোধ

রুকুঃ১

১. আলীফ লা-ম মী-ম।

২. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শ্বাশত সত্তা, যিনি বিশ্ব-প্রকৃতির শৃংখলা-গ্রন্থি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে আছেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি ছাড়া আর কেউই খোদা নয়।

৩-৪. তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; তা সত্যের বাণী নিয়েই এসেছে এবং পূর্বের অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্যে তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তিনি সে মানদন্ড নাযিল করেছেন, যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। এখন যারা আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক. তিনি সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ দান করে থাকেন।

إِنَّ	اللّٰهَ	لَا	يَخْفٰى	عَلَيْهِ	شَيْءٌ	فِي	الْاَرْضِ	وَ	لَا فِي
নিশ্চয়	আল্লাহ (এমন সত্ত্বা)	না	গোপন থাকে	তাঁর কাছে	কোনকিছু	মধ্যকার	যমীনের	আর	না মধ্যকার

السَّمَآءِ ⑤	هُوَ	الَّذِىْ	يُصَوِّرُ	كُمْ	فِي	الْاَرْحَامِ	كَيْفَ	
আসমানের	তিনিই (সেইসত্তা)	যিনি	আকৃতি দেন	তোমাদেরকে	মধ্যে	মাতৃগর্ভসমূহের	যেমন	

يَشَآءُ ط	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ	الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ⑥	هُوَ	
তিনি চান	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া	তিনি	পরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ	তিনিই (সেই সত্ত্বা)	

الَّذِىْٓ	اَنْزَلَ	عَلَيْكَ	الْكِتٰبَ	مِنْهُ	اٰيٰتٌ	مُّحْكَمٰتٌ
যিনি	অবতীর্ণ করেছেন	তোমার উপর	কিতাবখানা	তাতে আছে	আয়াত সমূহ	দ্ব্যর্থহীন (সুস্পষ্ট)

৫। আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই খোদার নিকট হতে গোপন নয়।

৬। তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই মহান বুদ্ধি-জ্ঞানের মালিক ব্যতীত আর কোন খোদা নেই।

৭. তিনিই খোদা যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। একঃ মুহকামাত[১]

১. 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে সেইসব আয়াত বুঝায় যেসবের ভাষা একান্ত সহজবোধ্য যার অর্থ নির্ধারণে কোন দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আয়াত কিতাবের মূল বুনিয়াদ অর্থাৎ কোরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এইসব আয়াতেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই দুনিয়াকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে; এসবের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে; এগুলির দ্বারাই ভ্রান্তির খন্ডন ও সঠিক পথের পরিচয় দান করা হয়েছে এবং দ্বীনের বুনিয়াদী নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আকায়েদ (বিশ্বাস-প্রত্যয়), এবাদত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্রনীতি), ফারায়েয (অবশ্য-পাল্য কর্তব্য) এবং আমর ও নাহীর (আদেশ ও নিষেধ-মূলক) বিধান দান করা হয়েছে।

هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَ أُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَأَمَّا الَّذِيْنَ
সেগুলো বুনিয়াদ কিতাবের এবং অন্যগুলো রূপক সাদৃশ আর যারা

فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ
মধ্যে (আছে) তাদের অন্তরে বক্রতা তাই তারা অনুসরণ করে (তার) যা রূপক অর্থ দেয় তার মধ্যে অনুসন্ধান করে

الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ إِلَّا
ফেতনা এবং অনুসন্ধান করে তার ব্যাখ্যা এবং না কেউ জানে তার ব্যাখ্যা ছাড়া

اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ٧
আল্লাহ এবং (যারা)সুগভীর জ্ঞানে তারা বলে আমরা বিশ্বাস করেছি তার উপর

যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ, আর দুইঃ মুতাশাবেহাত[২]। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবেহাত'–এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তারা বলেঃ আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি;

২. 'মোতাশাবেহাত' -অর্থাৎ সেই আয়াত যার অর্থ গ্রহণে দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা সহজেই বুঝা যায় যে বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষকে পরিবেশন না করে তাদের কোন সুস্পষ্ট জীবন প্রদর্শন করা যেতে পারে না।একথাও সুস্পষ্ট যে, যে সব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, যা সে কোন দিন দেখেনি, স্পর্শ করেনি, আস্বাদন করেনি, সে সবের জন্য মানুষের ভাষায় এরূপ শব্দ পাওয়া যেতে পারেনা যা সেইসব জিনিসগুলির জন্য রচিত হয়েছে; এবং সেরূপ পরিচিত বর্ণনাভঙ্গীও পাওয়া যেতে পারে না যার দ্বারা প্রত্যেক শ্রোতার মানসপটে সেইসব বস্তুর সঠিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। কাজে-কাজেই এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য এরূপ শব্দ ও বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য যা আসল হকিকতের (সত্য তত্ত্ব ও ব্যাপারের) সংগে নিকটতর সাদৃশ্য-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জিনিসের জন্য মানবীয় ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রকারের হকিকৎ সমূহের বর্ণনার জন্য কুরআনে এরূপই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; 'মোতাশাবেহাত' বলতে সেই সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয় যাতে এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

كُلٌّ	مِّنْ	عِنْدِ	رَبِّنَا ۚ	وَ	مَا	يَذَّكَّرُ	اِلَّآ	اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧
সবাই (এসেছে)	থেকে	নিকট	আমাদের রবের	এবং	না	শিক্ষা নেয় (তাহতে)	এছাড়া	বোধ সম্পন্ন লোকেরা

رَبَّنَا	لَا	تُزِغْ	قُلُوْبَنَا	بَعْدَ	اِذْ	هَدَيْتَنَا	وَ	هَبْ
(তারা বলে) হে আমাদের রব	না	বক্র করো	আমাদের অন্তর গুলো	এর পরে	যখন	আমাদের পথ প্রদর্শন করেছ	এবং	দাও

لَنَا	مِنْ	لَّدُنْكَ	رَحْمَةً ۚ	اِنَّكَ	اَنْتَ	الْوَهَّابُ ۝٨
আমাদেরকে	থেকে	তোমার নিকট	রহমত	তুমি নিশ্চয়	তুমিই	মহাদাতা

رَبَّنَآ	اِنَّكَ	جَامِعُ	النَّاسِ	لِيَوْمٍ	لَّا	رَيْبَ	فِيْهِ ۭ
(তারা বলে) হে আমাদের রব	তুমি নিশ্চয়	একত্রিতকারী	সবলোকদের	সে দিনে	নাই (যাতে)	কোন সন্দেহ	তার মধ্যে

اِنَّ	اللّٰهَ	لَا	يُخْلِفُ	الْمِيْعَادَ ۝٩
নিশ্চয়	আল্লাহ	না	খেলাফ করেন	ওয়াদার

ع ৭

এ সবই আমাদের খোদার তরফ হতেই এসেছে[৩]। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।

৮. তারা খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে, হে খোদা পরোয়ারদিগার! তুমিই যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন বক্রতা ও কুটিলতা সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেন না প্রকৃত দাতা তুমিই।

৯. হে খোদা, তুমি নিশ্চয় একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবে যে দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ নিজের ওয়াদা হতে বিচ্যুত হন না।

৩. এখানে কারো মনে এ সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে যখন তারা 'মুতাশাবেহ' আয়াতের সঠিক অর্থই জানেনা তখন তারা তার প্রতি কেমন করে ঈমান আনবে? প্রকৃতপক্ষে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে কুরআন যে আল্লাহতা'আলার বাণী এ দৃঢ় বিশ্বাস 'মুহকাম আয়াত' পাঠেই হয়ে থাকে; 'মুতাশাবেহ' আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা হয় না। 'মুহকাম' আয়াত সমূহে চিন্তা-গবেষণা করার পর এই কিতাব যখন আল্লাহরই কিতাব বলে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা জন্মে তখন 'মুতাশাবেহ' আয়াত তার মনে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم

সন্তানাদি না আর তাদের ধনসম্পদ গুলো তাদেরকে উপকার দিবে কক্ষণ না অস্বীকার করেছে যারা নিশ্চয়

مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ

পরিণতি যেমন (হয়েছে) আগুনের (দোজখের) ইন্ধন তারাই (হবে) ঐ সব লোক এবং কিছু মাত্রই আল্লাহর কাছে তাদের

آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

আমাদের নিদর্শন গুলোকে তারা অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্বে (ছিল) যারা এবং ফিরআউনের সম্প্রদায়ের

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

শাস্তিদানে বড় কঠোর আল্লাহ এবং তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অতঃপর ধরলেন

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ

দিকে তোমাদের একত্রিত করা হবে ও শীঘ্রই তোমাদের পরাভূত করা হবে অস্বীকার করেছে তাদেরকে (যারা) বল তুমি

جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ

নিদর্শন তোমাদের জন্যে রয়েছে নিশ্চয় আবাসস্থল অতিনিকৃষ্ট এবং (তা) জাহান্নামের

فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ

সম্মুখীন হয়েছিল পরস্পরে (বদরের যুদ্ধে) দুই দলের মধ্যে

রুকুঃ২

১০. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, খোদার মোকাবিলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকার দিতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি। তারা দোযখের ইন্ধন হয়েই থাকবে।

১১. তাদের পরিণতি সে রকমই হবে যা ফিরাউনের সংগী-সাথী এবং তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা খোদার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্যে ধরে ফেললেন। আর বাস্তবিকই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী।

১২. অতএব হে মুহাম্মদ! যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে বলে দাও যে, সেদিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম বস্তুতঃই খুব খারাপ স্থান।

১৩. সেই দুই দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক শিক্ষার নিদর্শন ছিল, যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ

একদল লড়াই করেছে পথে আল্লাহর এবং অন্যটি কাফের

يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ

তাদেরকে তারা দেখে তাদের দ্বিগুণ চাক্ষুসভাবে আল্লাহ এবং শক্তিশালী করেন

بِنَصْرِهٖ ؕ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً

তাঁর সাহায্য দিয়ে যাকে তিনি চান নিশ্চয় মধ্যে (আছে) এর শিক্ষা অবশ্যই

لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে মনোরম করা হয়েছে লোকদেরজন্যে আসক্তি

الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

কামনার হতে নারীদের ও সন্তানাদির এবং স্তূপ রাশীকৃত

مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ

সোনার ও রূপার ও ঘোড়ার (যা) চিহ্নিত ২

الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

গবাদিপশুর এবং ক্ষেতখামারে এটা ভোগসামগ্রী জীবনের দুনিয়ার

এক দল আল্লাহর পথে লড়াই করতেছিল আর অপর দলটি ছিল কাফের। চক্ষুষ্মান লোকেরা পরিকার দেখতে পাচ্ছিল যে কাফেরদের দল মুমিনদের দল অপেক্ষা দ্বিগুণ[৪]; কিন্তু (ফল প্রমাণ করল যে) আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর সাহায্য ও বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ দৃষ্টিমান লোকদের জন্যে ইহাতে খুবই শিক্ষার বস্তু নিহিত রয়েছে।

১৪. মানুষের জন্যে তার মনঃপুত জিনিস– নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি-জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র।

৪. যদিও প্রকৃত পার্থক্য ছিল তিনগুন, তবুও যে কোন ব্যক্তি সাধারণভাবে দেখলেও অন্ততঃ এতটুকু মনে করবেই যে, কাফেরদের লোক সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুন।

وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ

তোমাদেরকে আমি বলেদেব কি | তুমি বল | আশ্রয়স্থল | উত্তম | যারকাছে আছে | আল্লাহ (এমন সত্তা) | কিন্তু

بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ

তাদের রবের (রয়েছে) | কাছে | তাকওয়া অবলম্বন করেছে | (তাদের) জন্যে যারা | এসব | অপেক্ষা | উত্তম (জিনিসের কথা)

جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

তার মধ্যে | তারা চিরস্থায়ী হবে | ঝর্ণাধারা | তার পাদদেশ | হতে | প্রবাহিত হয় | জান্নাত

وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ | এবং | আল্লাহর | পক্ষ হতে | সন্তুষ্টি | এবং | পবিত্র | স্ত্রীসমূহ (রয়েছে) | এবং

بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا

আমরা ঈমান এনেছি | নিশ্চয় আমরা | হে আমাদের রব | বলে | যারা | বান্দাদের উপর | খুব দৃষ্টি রাখেন

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصّٰبِرِيْنَ

(তারা হবে) ধৈর্য্যশীল | জাহান্নামের | শাস্তি (হতে) | বাচাও এবং আমাদের | আমাদের গুণাহ গুলোকে | আমাদের | অতএব ক্ষমা কর

وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ

ক্ষমাপ্রার্থী | এবং | দাতা | ও | বিনীত-অনুগত | ও | সত্যবাদী-সত্যপন্থী | ও

بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

রাতের শেষপ্রান্তে

মূলতঃ ভাল আশ্রয় তো খোদার নিকটই রয়েছে।

১৫. বল, আমি কি তোমাদের বলব এ সবের অপেক্ষা অধিক ভাল জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্যে খোদার নিকট বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধার প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্রা স্ত্রীগণ তাদের সংগী হবে। এবং খোদার সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয় তার বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।

১৬. এসব লোক তারাই যারা বলেঃ "হে খোদা, আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও"।

১৭। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং তারা রাতের শেষ ভাগে খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকে।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ

এবং তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই তিনি নিশ্চয় (এমন যে) আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন

الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا

ছাড়া কোন ইলাহ নাই ন্যায়নীতিতে (যারা) প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও এবং ফেরেশতারা (সাক্ষ্য দিচ্ছে)

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ

(একমাত্র) ইসলাম আল্লাহর কাছে (গ্রহণযোগ্য) জীবন ব্যবস্থা নিশ্চয় মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী তিনি

وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ

পরে এছাড়া কিতাব দেওয়া হয়েছিল যাদের মতানৈক্য করেছে না এবং

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ

অস্বীকারকরবে যে কেউ এবং তাদের মাঝে বিদ্বেষের কারণে জ্ঞান তাদের কাছেএসেছে যা

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾ فَاِنْ

যদি এখন হিসাব (নিতে) তৎপর আল্লাহ (তাদের হতে) নিশ্চয় আল্লাহর নির্দশনগুলোকে

حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ؕ

আমার অনুসরণ করেছে (তারাও) যারা ও আল্লাহর কাছে আমার মুখ আমি সমর্পন করেছি বল তবে তোমাদের সাথে বিতর্ক করে

১৮. আল্লাহ নিজেই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, ফিরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউই খোদা হতে পারে না।

১৯. আল্লাহর নিকট জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। এ জীবন-ব্যবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেসব লোকেরা যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এ হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে যে অস্বীকার করবে তার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০. এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বির্তক করে, তবে তুমি তাদের বলঃ "আমি ও আমার অনুসারীরা খোদার সম্মুখে আত্ম-সমর্পন করেছি"।

وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَ اَسْلَمْتُمْ ؕ

وَ	قُلْ	لِّلَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	وَ	الْاُمِّيّٖنَ	ءَ	اَسْلَمْتُمْ ؕ
এবং	তুমি বল	তাদেরকে (যাদের)	দেওয়া হয়েছিল	কিতাব	এবং	নিরক্ষরদেরকেও	কি	তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

فَاِنْ	اَسْلَمُوْا	فَقَدِ	اهْتَدَوْا ۚ	وَ	اِنْ	تَوَلَّوْا	فَاِنَّمَا
অতএব যদি	তারা আত্ম সমর্পণ করে থাকে	নিশ্চয়ই তবে	তারা সঠিক পথ পেয়েছে	আর	যদি	তারা মুখ ফিরায়	তবেমূলতঃ

ع

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ

عَلَيْكَ	الْبَلٰغُ ؕ	وَ	اللّٰهُ	بَصِيْرٌ ۢ	بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾	اِنَّ
তোমার (দায়িত্ব)	(দাওয়াত) পৌছান	এবং	আল্লাহ	খুব দৃষ্টি রাখছেন	বান্দাদের উপর	নিশ্চয়

الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ

الَّذِيْنَ	يَكْفُرُوْنَ	بِاٰيٰتِ	اللّٰهِ	وَ	يَقْتُلُوْنَ	النَّبِيّٖنَ
যারা	অস্বীকার করে	নির্দশনাবলীকে	আল্লাহর	ও	হত্যা করে	নবীদেরকে

بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ

بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ	وَّ	يَقْتُلُوْنَ	الَّذِيْنَ	يَاْمُرُوْنَ	بِالْقِسْطِ
অন্যায়ভাবে	এবং	হত্যা করে	(তাদেরকেও) যারা	নির্দেশ দেয়	ন্যায়পরায়নতার

مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

مِنَ	النَّاسِ ۙ	فَبَشِّرْ	هُمْ	بِعَذَابٍ	اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾
মধ্যেহতে	লোকদের	তাই সুসংবাদ দাও	তাদেরকে	আযাবের	বড় যন্ত্রণাদায়ক

অতঃপর আহলি-কিতাব ও অ-আহলি-কিতাব উভয়কেই জিজ্ঞাসা করঃ "তোমারও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করেছে; আর তা হতে ফিরে গেলে (তোমার কোন দায়িত্ব নেই), কেবল দাওয়াত পৌছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল, পরে অবস্থা আল্লাহ নিজেই সবকিছু দেখবেন।

রুকূঃ৩

২১. যারা খোদার আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে, এবং তার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যাকরে, আর জনগনের মধ্যে হতে যারা সুবিচার ও সততার আদেশ দানের জন্যে উত্থিত হয় তাদেরকেও হত্যা করে– তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا

নাই এবং আখেরাতের ও দুনিয়ার মধ্যে তাদের আমল নষ্ট হয়েছে (তারাই) ঐসব লোক
সমূহ যাদের

لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا

অংশ দেওয়া হয়েছে (ঐ লোকদের) যাদের প্রতি তুমিদেখনাই কি কোন সাহায্যকারী তাদের জন্যে

مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহর কিতাবের দিকে তাদের ডাকা হয় কিতাবের কিছু

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা এবং তাদের মধ্য হতে একদল ফিরে যায় এরপর

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا

কয়েকদিন (মাত্র) তবে (যদিকরেও) আগুন আমাদের স্পর্শ করবে কক্ষনো না তারা বলে এজন্যে যে এটা

مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا

(তাই) যা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোকা দিয়েছে আর সীমিত

كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

তারা-উদ্ভাবন করতেছিল

২২. এসব লোকের কাজকর্ম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই ধ্বংস ও নিরর্থক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সাহায্যকারী কেউই নয়।

২৩. তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি? তাদেরকে যখন খোদার কিতাবের দিকে আহবান জানানো হয়– তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্যে তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফয়সালা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৪. তারা এরূপ করে এ জন্যে যে, তারা বলেঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয় তবে তা মাত্র কয়দিনের জন্যে (বেশী নয়)"। বস্তুতঃ তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ

যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই সেদিন তাদের আমরা একত্রিত করব যখন তখন কেমন হবে

وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا

না তাদের কে এবং সে উপার্জন করেছে যা ব্যক্তিকে প্রত্যেক পূর্ণ দেয়া হবে এবং

يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ

শাসন ক্ষমতা দাও তুমি রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ তুমি বল জুলুম করা হবে

مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ

তুমি দাও ইজ্জত এবং ইচ্ছেকর তুমি যার থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নাও আর তুমিইচ্ছেকর যাকে

مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ

তুমি নিশ্চয় সব কল্যাণ তোমারই হাতে তুমিইচ্ছেকর যাকে লাঞ্ছিত কর. আর তুমিইচ্ছেকর যাকে

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

দিনের মধ্যে রাতকে তুমি প্রবেশ করাও ক্ষমতাবান কিছুর সব উপর

وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

মৃত হতে জীবন্তকে বের কর তুমি এবং রাতের মধ্যে দিনকে তুমি প্রবেশ করাও আবার

২৫. কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমরা তাদেরকে একত্রিত করব, যেদিনের আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরাপুরি ফলই দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।

২৬. বলঃ হে খোদা, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করা; আর যার নিকট হতে ইচ্ছা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান কর; আর যাকে চাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে রয়েছে, নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

২৭. রাতকে দিনের মধ্যে তুমিই শামিল করে দাও, আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে।জীবনহীন জিনিস হতে বের কর জীবন্ত জিনিস,

وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ

তুমি ইচ্ছে কর যাকে রিযিক দাও তুমি এবং জীবন্ত হতে মৃতকে বের কর তুমি আবার

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ

কাফেরদেরকে মু'মিনরা গ্রহণ করবে না কোন হিসেব ছাড়াই

اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

এরূপ করবে এবং মু'মিনদেরকে ব্যতীত অভিভাবক হিসেবে

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ

তাদের থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করলে তবে কোন কিছু (সম্পর্ক) আল্লাহর সাথে নাইসেক্ষেত্রে

تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

(তোমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহরই দিকে এবং তাঁর নিজের (সম্পর্কে) আল্লাহ তোমাদেরকে সাবধান করেছেন এবং আত্মরক্ষা হিসেবে (সেটা ভিন্নকথা)

আর জীবন্ত জিনিস হতে জীবনহীন জিনিস বের কর, তুমি যাকে চাও, বে-হিসাব পরিমানে রেযেক দান কর। ২৮. মুমিনরা যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে খোদার সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচবার জন্যে বাহ্যতঃ এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন[৫]। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে[৬]।

৫. অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি কোন ইসলামের দুশমন দলের পাল্লায় পড়ে ও তার উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তা হলে তার প্রতি এ অবকাশ আছে যে, সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফেরদের সংগে বাহ্যতঃ সে এরূপভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমানত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সংগে বন্ধুত্ব মূলক আচরণ- ভাব প্রকাশ করতে পারে। এমনকি, কঠিন ভয়ের অবস্থায়, যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে কুফরী কথা পর্যন্তও বলে যাওয়ার অনুমতি ('রুখসৎ') আছে। (অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহতা'আলা পাকড়াও করবেন না)।

৬. অর্থাৎ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সঙ্গে যদি আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করতে তুমি একান্তই বাধ্য হও তবে তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে যে, ইসলামের আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী জমাআতের স্বার্থ ও কোন মুসলমানের জান ও মালের কোন ক্ষতি না হয় এরূপভাবে তুমি নিজের জান ও মাল রক্ষার পন্থা অবলম্বন করতে পারো । কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, যেন তোমার দ্বারা কুফরী ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত আঞ্জাম না পায় যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের উপর কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ

তা জানেন তা তোমরা প্রকাশ কর বা তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে কিছু তোমরা গোপন কর যদি তুমি বল

اللّٰهُ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ

যমীনের মধ্যে যা আছে এবং আসমান সমূহের মধ্যে যা আছে কিছু তিনি জানেন এবং আল্লাহ

وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ

প্রত্যেক পাবে যেদিন ক্ষমতাবান কিছুরই সব উপর আল্লাহ এবং

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّ مَا عَمِلَتْ

কাজ করেছে যাকিছু আর বিদ্যমান (পাবে) ভাল (কাজ) কোন সে কাজ করেছে যা ব্যক্তি

مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ

সুদূর ব্যবধান তারমাঝে (মন্দ কাজের) ও তারমাঝে (ব্যক্তির) (এমনহত) যে যদি সে কামনা করবে মন্দ কোন

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ ع ١٠

বান্দাদের উপর দয়াশীল আল্লাহ এবং তার নিজের (সম্পর্কে) আল্লাহ তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং

২৯. হে নবী! লোকদের সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা গোপন কর, আর প্রকাশ কর, আল্লাহ তার সব কিছুইজানেন। আসমান-যমীনের কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় এবং তাঁর ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকেই গ্রাস করে আছে।

৩০. সে দিন নিশ্চয় আসবে, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক, আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট হতে বহুদূরে অবস্থিত হত, তবে কতই না ভাল হত। আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকামী।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ ভালবাসবেন তোমাদেরকে আমাকে তোমরা তবে অনুসরণ কর আল্লাহকে ভালবেসে থাক তোমরা যদি (হে নবী) তুমি বল

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

মেহেরবান বড় ক্ষমাশীল আল্লাহ এবং তোমাদের গোনাহ সমূহকে তোমাদের জন্য মাফ করবেন এবং

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا - فَاِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ তবে নিশ্চয় তারা মুখ ফিরায় অতঃপর যদি রসূলের ও আল্লাহ আনুগত্যকর তোমরা তুমি বল

لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَ

ও আদমকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদেরকে ভালবাসেন না

نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

সারাদুনিয়ার (লোকদের) উপর ইমরানের বংশধর দেরকে ও ইবরাহীমের বংশধর দেরকে ও নূহকে

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

সবকিছুই জানেন সবকিছুই শুনেন আল্লাহ এবং অন্যের হতে তাদের একে সন্তানসন্ততি

রুকূঃ৪

৩১. হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভাল বাসা পোষন কর তবে আমার অনুসরণ কর; তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৩২. তাদের বল, আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য কবুল কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে আল্লাহ সে সব লোকদেরকে যারা তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে– কিছুতেই ভাল বাসতে পারেন না।

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে[৭] সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করে (ও নিজের নবুয়্যাত ও রিসালাতের জন্যে) মনোনীত করেছিলেন।

৩৪. তারা সকলেই এক সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপরজনের বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৭. 'ইমরান' হযরত মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) পিতার নাম ছিল। বাইবেলে তার নাম 'আমরান' লেখা আছে।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ

যখন (স্মরণ কর) বলেছিল স্ত্রী ইমরানের হে আমার রব নিশ্চয় আমি উৎসর্গ করেছি তোমার জন্য

مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ

যা মধ্যে আছে আমার পেটে (তোমারই কাজে) মুক্ত অতএব তুমি কবুলকর আমার থেকে তুমিই তুমি নিশ্চয়

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ

সবকিছুই শোন সবকিছুই জান অতঃপর যখন সে প্রসব করল তাকে (তখন) সেবলল হে আমার রব

إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثٰى ط وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط

নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যা অথচ আল্লাহ খুবজানেন যা সে প্রসব করেছিল

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى ۚ وَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّي

এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি এবং নিশ্চয় আমি মেয়ের মত ছেলে নয় এবং মরিয়াম

أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

তাকে আশ্রয়ে দিচ্ছি তোমার (কাছে) এবং তার বংশধরকেও হতে শয়তান অভিশপ্ত

৩৫. (তখনো তিনি শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা[৮] বলতেছিল, হে আমার খোদা! আমার এ সন্তানকে– যে এখন আমার গর্ভে রয়েছে– আমি তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। সে তোমার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার এই অর্ঘ তুমি কবুল কর। তুমি শোন এবং তুমি জান।

৩৬. অতঃপর যখন সে সেই সন্তান প্রসব করল তখন সে বললঃ খোদা, আমার তো কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা খোদার জানাই ছিল– আর পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তানের মত হয় না। যাই হোক, আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম এবং আমি তাকে এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে মরদুদ শয়তানের ফেতনা হতে রক্ষা করার জন্যে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করে দিচ্ছি।

৮. 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হয়, তবে বুঝতে হবে ইনি সে ইমরান নন, যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইনি হযরত মরিয়মের পিতা। সম্ভবতঃ তাঁর নামও 'ইমরান' ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে 'ইমরানের মহিলা'বলতে যদি 'ইমরান বংশের মহিলা' বুঝায়, তবে তার মানে এই হবে যে, হযরত মরিয়মের মাতা এই বংশেরই ছিলেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا

গড়া | তাকে গড়ে তুললেন | এবং | উত্তম | কবুল হিসেবে | তার রব | তাকে স্বতঃপর কবুল করলেন

حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا

যাকারিয়া | তারকাছে | প্রবেশ করত | যখনই | যাকারিয়াকে | তার তত্ত্বাবধায়ক বানালেন | এবং | উত্তমরূপে

الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى

কোথাথেকে (আসে) | হে মারয়াম | (যাকারিয়া) বলল | খাদ্যসামগ্রী | তার নিকট | পেত | (মারয়ামের) কক্ষে

لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ

রিযিকদেন | আল্লাহ | নিশ্চয় | আল্লাহর | নিকট | থেকে | তা (আসে) | (মারয়াম) বলল | এটা | তোমার জন্যে

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا

যাকারিয়া | দোয়া করল | সেখানেই | কোন হিসাব | ব্যতীত | তিনি চান | যাকে

رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً

বংশধর | তোমার নিকট | থেকে | আমাকে দাও | হে আমার রব | সে বলল | তার রবের কাছে

طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

দোয়া | শ্রবণকারী | তুমি নিশ্চয় | পবিত্র (সৎ)

৩৭. শেষ পর্যন্ত তার খোদা এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভাল মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার নিকট মেহরাবে যেত তখনি তার নিকট কিছু না কিছু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য দেখতে পেত। জিজ্ঞাসা করতঃ মরিয়ম এ তুমি কোথায় পেলে? উত্তর দিত, ইহা খোদার নিকট হতে এসেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণ রেযেক দান করেন।

৩৮. এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার খোদাকে ডাকল, হে খোদা! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া-প্রার্থনা শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ যে তার কক্ষে মধ্যে নামাজ পড়তেছিল দণ্ডায়মান সে যখন ফেরেশতারা তাকে তখন ডেকে বলল

يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا

নেতা ও আল্লাহর পক্ষ হতে একটা বাণীর সত্যায়নকারী ইয়াহইয়ার তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন

وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى

কিরূপে হে আমার রব সে বলল সৎকর্মশীলদের অন্যতম নবী ও সাধু বৈশিষ্ট্যের এবং

يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ

বন্ধ্যা আমার স্ত্রী ও বার্ধক্য আমার পৌঁছে গেছে নিশ্চয় এবং ছেলে আমার হবে

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ

হে আমার রব সে বলল তিনি ইচ্ছা করেন যা করেন আল্লাহ এভাবেই তিনি বললেন

اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ

কোন নিদর্শন আমার জন্যে দাও

৩৯. উত্তরে ফিরেশতারা আওয়াজ দিল– যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেছিল– "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন"। সে খোদার তরফ হতে একটি ফরমানের[৯] সত্য প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সাধুতার বৈশিষ্ট্য থাকবে, নবুয়্যতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং যোগ্য ও সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

৪০. যাকারিয়া বলল, "হে খোদা! আমার পুত্রসন্তান হবে কিরূপে, আমিতো বৃদ্ধ হয়েছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা"। উত্তর আসলঃ "এটাই হবে[১০]; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি করেন"।

৪১. নিবেদন করল ঃ খোদা, তাহলে আমার জন্যে কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।

৯. 'আল্লাহতা'আলার ফরমান' -এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)। যেহেতু তার জন্ম আল্লাহতা'আলার এক অসাধারণ নির্দেশে সাধারণ স্বভাবের-নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটেছিল সেজন্য পবিত্র কুরআনে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ খোদার ফরমান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা তোমাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন।

قَالَ	اٰيَتُكَ	اَلَّا	تُكَلِّمَ	النَّاسَ	ثَلٰثَةَ
তিনি বললেন	তোমার নিদর্শন	এই যে না	কথা বলবে	মানুষের (সাথে)	তিন

اَيَّامٍ	اِلَّا	رَمْزًا ؕ	وَ	اذْكُرْ	رَّبَّكَ	كَثِيْرًا	وَّ
দিন (পর্যন্ত)	এছাড়া	ইংগিত	এবং	তুমি স্মরণ কর	তোমার রবকে	বেশী বেশী	ও

سَبِّحْ	بِالْعَشِيِّ	وَ	الْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾	وَ	اِذْ	قَالَتِ	الْمَلٰٓئِكَةُ
তুমি তসবিহ কর	সন্ধ্যার সময়	ও	প্রভাতে	এবং	যখন	বলেছিল	ফেরেশতারা

يٰمَرْيَمُ	اِنَّ	اللّٰهَ	اصْطَفٰكِ	وَ	طَهَّرَكِ	وَ	اصْطَفٰكِ
হে মারয়াম	নিশ্চয়	আল্লাহ	তোমাকে মনোনীত করেছেন	এবং	তোমাকে পবিত্র করেছেন	এবং	তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

عَلٰى	نِسَآءِ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾	يٰمَرْيَمُ	اقْنُتِيْ	لِرَبِّكِ
উপর	নারীদের	সারাবিশ্বের	হে মারয়াম	তুমি অনুগত হও	তোমার রবের জন্যে

وَ	اسْجُدِيْ	وَ	ارْكَعِيْ	مَعَ	الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾	
এবং	তুমি সিজদাকর	ও	তুমি রুকু কর	সাথে	রুকুকারীদের	

বললেন, নিদর্শন এ হবে যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে ইশারা-ইংগিত করা ছাড়া কোন কথাবার্তা বলবে না (বা বলতে পারবেনা)। এ সময়ের মধ্যে তোমার খোদাকে খুব বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তসবীহ করতে থাকবে।

রুকুঃ৫

৪২. অতঃপর সে সময় উপস্থিত হল যখন মরিয়ামকে ফিরেশতারা এসে বলল: "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মানদানে মহিমান্বিত করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের কাজের জন্যে মনোনীত করেছেন।

৪৩. হে মরিয়াম, তোমার খোদার আদেশের অনুগত ও অধীন হয়ে থাক, তাঁর সমুখে সিজদা- অবনত হয়ে থাক আর যে বান্দা অবনত হয়, তুমিও তাদের সাথে অবনত হও"।

ذٰلِكَ	مِنْ	اَنْۢبَآءِ	الْغَيْبِ	نُوْحِيْهِ	اِلَيْكَ ؕ	وَ	مَا	كُنْتَ
এটা	অংশবিশেষ	খবরাদির	গায়েবের	তা আমরা ওহী করছি	তোমার প্রতি	এবং	না	তুমি ছিলে

لَدَيْهِمْ	اِذْ	يُلْقُوْنَ	اَقْلَامَهُمْ	اَيُّهُمْ	يَكْفُلُ	مَرْيَمَ ۪
তাদের কাছে	যখন	তারা নিক্ষেপ করে	তাদের কলমগুলো (লটারী করতে)	তাদের মধ্যে কে	তত্ত্বাবধান করবে	মরিয়ামের

وَ	مَا	كُنْتَ	لَدَيْهِمْ	اِذْ	يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾	اِذْ	قَالَتِ
এবং	না	তুমি ছিলে	তাদের কাছে	যখন	তারা ঝগড়া করতেছিল পরস্পরে	যখন	বলেছিল

الْمَلٰٓئِكَةُ	يٰمَرْيَمُ	اِنَّ	اللّٰهَ	يُبَشِّرُكِ	بِكَلِمَةٍ	مِّنْهُ ۙ
ফেরেশতারা	হে মারয়াম	নিশ্চয়	আল্লাহ্	তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন	একটি কথার (অর্থাৎ সন্তানের)	তাঁর পক্ষ হতে

اسْمُهُ	الْمَسِيْحُ	عِيْسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	وَجِيْهًا	فِي
তার নাম (হবে)	মসীহ্	ঈসা	পুত্র	মরিয়ামের	সম্মানিত হবে	মধ্যে

الدُّنْيَا	وَ	الْاٰخِرَةِ	وَ	مِنَ	الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾	وَ	يُكَلِّمُ
দুনিয়ার	ও	আখেরাতে	এবং	(গন্যহবে) মধ্যে	সান্নিধ্য প্রাপ্তদের	এবং	সে কথা বলবে

النَّاسَ	فِي	الْمَهْدِ	وَ	كَهْلًا	وَّ	مِنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾
মানুষের (সাথে)		দোলনায়	ও	পরিনত বয়সে	এবং	অন্যতম হবে	সৎকর্মশীলদের

৪৪. হে মুহাম্মদ! এ সবই অদৃশ্য জগতের খবর, এ আমি অহীর সাহায্যে তোমাকে বলে দিচ্ছি। অন্যথায় তুমি তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন হায়কালের সেবায়েতরা মরিয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে তা ঠিক করার জন্যে নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করতেছিল[১১], আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যখন ঝগড়া সৃষ্টি হচ্ছিল (তখন তুমি সেখানে ছিলে না)।

৪৫. যখন ফিরেশতারা বলল, "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা বিন মরিয়াম; ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে খোদার নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে।

৪৬. সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেও কথা বলবে এবং খুব বেশী বয়সের অবস্থায়ও। বস্তুতঃ সে এক সৎ ও সাধু পুরুষ হবে।"

১১. অর্থাৎ 'কোরা' ব্যবহার করে লোক নির্বাচন করছিল। (কোরা ভাগ্য-নির্বাচক গুটিকা, যথা পাশা)।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ

আমাকে স্পর্শ করে নাই অথচ ছেলে আমার হবে কিরূপে হে আমার রব সে বলল

بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى

সিদ্ধান্ত নেন যখন তিনি ইচ্ছে করেন যা সৃষ্টি করেন আল্লাহ এভাবেই তিনি বললেন (কোন) মানুষ

اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۴۷﴾ وَ يُعَلِّمُهُ

তাকে শিক্ষা দিবেন এবং হয়ে যায় অতঃপর হও তাকে বলেন মূলতঃ কোন কাজের

الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿۴۸﴾ وَ رَسُوْلًا

(নিযুক্ত করবেন) রসূল এবং ইনজীল ও তাওরাত ও হিকমত ও কিতাব

اِلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ

একটি নিদর্শন সহকারে তোমাদের কাছে এসেছি নিশ্চয় (সে বলবে) যে আমি ইসরাঈলের বনী প্রতি

مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ

আকৃতির মতো মাটি থেকে তোমাদের জন্যে আমি বানাই (তা)এই যে আমি তোমাদের রবের পক্ষ হতে

الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

আল্লাহর হুকুমে পাখী হয়ে যায় তখন তারমধ্যে আমি অতঃপর ফুঁকদিই পাখীর

৪৭. একথা শুনে মরিয়াম বলল, "খোদা, আমার গর্ভে সন্তান হবে কোথা হতে, আমাকে তো কোন ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্তও করেনি"। উত্তর আসলঃ এরূপ হবে[১২]। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেনঃ হয়ে যাও, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৪৮. (ফিরেশতারা তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) "এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন"।

৪৯. এবং বণী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় রসূল হিসেবে নিযুক্ত করবেন। (যখন সে রসূল হিসেবে বণী ইসরাঈলদের নিকট উপস্থিত হল তখন বলল) আমি তোমাদের খোদার তরফ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সম্মুখেই মাটি দ্বারা পাখীর আকারে একটি মূর্তি বানাই এবং উহাকে ফুঁক দিই, উহা তার খোদার নির্দেশে পাখী হয়ে যায়।

১২. কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করি এবং কুষ্ঠ ব্যাধীগ্রস্থকে ও জন্মান্ধকে সুস্থ্যকরি এবং

وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ۬ فِیْ
মধ্যে তোমরা মওজুদ কর যা এবং তোমরা খাও তোমাদের ঘরে যা কিছু তোমাদের বলে দেই আমি এবং

بُیُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
তোমরা হও যদি তোমাদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন এর মধ্যে আছে নিশ্চয় তোমাদের গৃহগুলোর

مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۴۹﴾ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ
আমার সামনে আছে (তার) যা সত্যায়নকারী এবং মু'মিন

التَّوْرٰىةِ وَ لِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ
তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছিল যা (এমন) কিছু তোমাদের জন্যে আমি হালাল করতে (এসেছি) এবং (অর্থাৎ) তওরাত

وَ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় কর অতএব তোমাদের রবের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমাদের কাছে এসেছি ও

اَطِیْعُوْنِ ﴿۵۰﴾
আমার আনুগত্যকর

আমি খোদার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিই এবং মৃতকে জীবন্ত করি।
আমি তোমাদের বলি, তোমরা নিজেদের ঘরে কি খাও, আর কি সঞ্চয় করে রাখ। এতে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাক।
৫০. এবং তওরাতের যে শিক্ষা ও হেদায়েতের বাণী এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যেও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে[১৩] এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করে দিব। জেনে রাখ, আমি তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব খোদাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা-বিশ্বাস, তোমাদের ফকিহগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা তর্ক -আলোচনা, তোমাদের বৈরাগ্যবাদী লোকদের কঠোর কৃচ্ছসাধনা এবং অমুসলিম জাতি সমূহের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আসল শরীয়তে ইলাহীর (আল্লাহর আইনের) উপর যে বাধা-বন্ধন বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি তা বাতিল করে দেব। এবং তোমাদের জন্য আল্লাহতা'আলা যা হালাল ও যা হারাম করেছেন আমিও তাই-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।

فَاعْبُدُوهُ ۗ	رَبُّكُمْ	وَ	رَبِّي	اللَّهَ	إِنَّ
তাঁর তোমরা অতএব ইবাদত কর	তোমাদেরও রব	এবং	আমার রব	আল্লাহ্	নিশ্চয়

مِنْهُمُ	عِيسَىٰ	أَحَسَّ	فَلَمَّا	مُّسْتَقِيمٌ ٥١	صِرَاطٌ	هَٰذَا
তাদেরহতে	ঈসা	অনুভব করল	অতঃপর যখন	সরলসঠিক	পথ	এটাই

الْحَوَارِيُّونَ	قَالَ	اللَّهِ ۖ	إِلَى	أَنصَارِي	مَنْ	قَالَ	الْكُفْرَ
হাওয়ারীরা	বলল	আল্লাহ্র (পথে)	দিকে	আমার সাহায্যকারী	কে (আছ)	সে বলল	কুফরির (প্রতিঅবিচলতা)

مُسْلِمُونَ ٥٢	بِأَنَّا	وَاشْهَدْ	بِاللَّهِ	آمَنَّا	اللَّهِ	أَنصَارُ	نَحْنُ
(আত্মসমার্পনকারী) মুসলমান	আমরা যে	তুমি সাক্ষী থাক এবং	আল্লাহ্র উপর	আমরাঈমান আনলাম	আল্লাহ্র (পথে)	সাহায্যকারী	আমরা

فَاكْتُبْنَا	الرَّسُولَ	وَاتَّبَعْنَا	أَنزَلْتَ	بِمَا	آمَنَّا	رَبَّنَا
আমাদের (নাম) লেখ অতএব	রসূলকে	আমরা অনুসরণ করেছি এবং	তুমি নাযিল করেছ	ঐ বিষয়ে যা	আমরা ঈমান এনেছি	হে আমাদের রব

خَيْرُ	اللَّهُ	وَ	اللَّهُ ۖ	مَكَرَ	وَ	مَكَرُوا	وَ	الشَّاهِدِينَ ٥٣	مَعَ
উত্তম (কৌশলী)	আল্লাহই	আর	আল্লাহ্	কৌশল করলেন	ও	তারা ষড়যন্ত্র করল	এবং	সাক্ষদাতাদের	সাথে

الْمَاكِرِينَ ٥٤
সব ষড়যন্ত্রকারীদের

৫১. আল্লাহ আমারও খোদা, তোমাদেরও খোদা, অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল কর। বস্তুতঃ এটাই সঠিক ও সোজাপথ।

৫২. ঈসা যখন অনুভব করল যে, বণী ইসরাঈলেরা কুফরী ও অস্বীকার করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন সে বললঃ খোদার পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে। 'হাওয়ারীরা'[১৪] উত্তরে বললঃ আমরা খোদার সাহায্যকারী[১৫]। আমরা খোদার প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম– খোদার আনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।

৫৩. হে খোদা, তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

৫৪. অতঃপর বণী ঈসরাঈলেরা (মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আল্লাহতা'আলাও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

১৪. আমরা 'আনসার' বলতে যা বুঝি 'হাওয়ারী'-র অর্থ প্রায় তাই ।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে, আপনার সাহায্যকারী।

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰٓى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ

যখন | বলেছিলেন | আল্লাহ্ | হে ঈসা | নিশ্চয় আমি | (আয়ুষ্কাল পূর্ণকরে) তোমাকে গ্রহণ করব | ও

رَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তোমাকে উঠিয়ে নেব | আমার কাছে | ও | তোমাকে পবিত্র করব | (সংশ্রব) হতে | (তাদের) যারা | অস্বীকার করেছে

وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

এবং | আমি বানাব | (তাদেরকে) যারা | তোমাকে অনুসরণ করবে | উপর (বিজয়ী) | (তাদের) যারা | অস্বীকার করেছে

إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ

পর্যন্ত | দিন | কিয়ামতের | এরপর | আমারই কাছে | তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে | অতঃপর আমি ফয়সালা করব

بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا

তোমাদের মাঝে | ঐ ব্যাপারে যা | তোমরা ছিলে | যারমধ্যে | মতবিরোধ করতে | আর

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي

যারা | কুফ্রি করেছে | অতঃপর | তাদেরকে আমি আযাব দিব | শাস্তি | কঠোর | মধ্যে

الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ز وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

দুনিয়ার | ও | আখেরাতে | এবং | নাই | তাদের জন্যে | কোন | সাহায্যকারী

রুকূ:৬

৫৫. (এটা আল্লাহরই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, হে ঈসা, এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব[১৬]। এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব। যারা তোমাকে মেনেনিতে অস্বীকার করেছে তাদের (সংশ্রব, সাহচর্য ও তাদের পংকিল পরিবেশ) হতে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখব। অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি সে সব বিষয়েই মীমাংসা করে দেব যেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে।

৫৬. যারা অমান্য ও অস্বীকার করার ভূমিকা অবলম্বন করেছে তাদেরকে ইহকাল-পরকাল সর্বত্রই কঠিন শাস্তি দান করব এবং তারা (এ শাস্তি হতে বাঁচার জন্যে) কোন সাহায্যকারী পাবে না।

১৬. মূলে-'মুতাওয়াফফিকা' -শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াফফি'-এর আসল অর্থ 'গ্রহণ করা' 'আদায় করা'। রূহ কবয করার (অর্থাৎ মৃত্যুকালে ফেরেস্তা কর্তৃক দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ আয়ত্বে গ্রহণ করার) অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ গৌণ, এর মূল আভিধানিক অর্থ তা নয়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ

তাদের প্রতিফল তাদেরকে তখন তিনি পূর্ণ দিবেন নেকীর কাজ করেছে ও ঈমান এনেছে যারা আর

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ

তোমার কাছে তা পাঠকরছি আমরা এটা জালেমদেরকে ভালবাসেন না আল্লাহ্ এবং

مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى

ঈসার উদাহরণ নিশ্চয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও নিদর্শনাবলী হতে

عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

তিনি বলেছিলেন তারপর মাটি হতে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন আদমের উদাহরণের মত আল্লাহ্র নিকট

لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ

অন্তর্ভুক্ত তুমি হয়ো অতএব না তোমার রবের পক্ষ হতে (এটাই) প্রকৃত সত্য সে তখনই হয়ে যায় হও তাকে

الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

সন্দেহকারীদের

৫৭. পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও সৎকাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিফল পুরাপুরি দান করা হবে। ভাল করে জেনে রাখো আল্লাহ যালেমকে মোটেই ভালবাসেন না।

৫৮. এ যা কিছু আমি তোমাকে শুনাচ্ছি তা আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞান-পূর্ণ উপদেশ।

৫৯. খোদার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত, এরূপ যে, আল্লাহ তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'হও', আর সে হয়ে গেল[১৭]।

৬০. এটাই প্রকৃত ও মূল সত্যকথা, যা তোমার খোদার তরফ হতে ঘোষণা করা হচ্ছে অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

১৭. অর্থাৎ মাত্র 'বিনা পিতায়' জন্মগ্রহণ করাই যদি কাহারো পক্ষে খোদার পুত্র হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আঃ) সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ খৃষ্টানদের পক্ষে অধিকতর উচিৎ ছিল। কারণ, মসীহ (আঃ) এর জন্ম তো মাত্র বিনা বাপে হয়েছিল কিন্তু আদম (আঃ) তো মা ও বাপ ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا

যে অতঃপর | তোমার সাথে বিতর্ক করে | সে ব্যাপারে | এর পরেও | যা

جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ

তোমার কাছে এসেছে | জ্ঞান | বল তাহলে | তোমরা আস | ডাকি আমরা | আমাদের ছেলে দেরকে | ও

اَبْنَآءَ كُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَ كُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف

তোমাদের ছেলে দেরকে | ও | আমাদের নারী দেরকে | ও | তোমাদের নারীদেরকে | ও | আমাদের নিজে দেরকে | ও | তোমাদের নিজে দেরকে

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ٦١

এরপর | বিনীতভাবে আমরা আবেদন করি | আমরা অতঃপর দেই | অভিশাপ | আল্লাহর | উপর | মিথ্যাবাদীদের

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا

নিশ্চয় | এটা | অবশ্যই সেই | বৃত্তান্ত | সত্য | আর | নাই | কোন | ইলাহ | ছাড়া

اللّٰهُ ط وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٦٢ فَاِنْ

আল্লাহ | এবং | নিশ্চয় | আল্লাহ | নিশ্চয়ই তিনি | পরাক্রমশালী | মহাবিজ্ঞ | যদি অতঃপর

تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ٦٣

তারা ফিরে যায় | তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | খুব অবহিত | ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে

৬১. এই জ্ঞান পাওয়ার পর এখন যে কেউ তোমার এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মোহাম্মদ, তাকে বলেদাও যে- এস, আমরা নিজেরা ও আমি এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও নিয়ে হাজির হই, আর খোদার নিকট দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৬২. এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ-নির্ভুল ঘটনা, আর প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ খোদা নেই, এবং খোদারই শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী ও তাঁরই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কার্যকরী।

৬৩. অতএব তারা যদি (এ শর্তে মোকাবেলা করতে) প্রস্তুত না হয়, তবে (তারাই যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তা-ই প্রমাণিত হবে) আর আল্লাহ তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অবস্থা ভাল করেই জানেন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَ

ও আমাদের মাঝে সমান একটি বাণীর (যা) প্রতি তোমরা এস কিতাব হে আহলে তুমি বল

بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا

না এবং কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শেরক করব আমরা না এবং আল্লাহর ছাড়া ইবাদত করব আমরা (এই)যে না তোমাদের মাঝে

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا

তারা ফিরে যায় যদি অতঃপর আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে কাউকে আমাদের কেউ গ্রহণ করবে

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

কিতাব আহলে হে (আল্লাহর অনুগত বান্দা) মুসলমান আমরা যে তোমরা সাক্ষী থাক তোমরা তবে বল

لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ

তাওরাত নাযিল হয়েছে না অথচ ইবরাহীমের প্রশ্নে তোমরা বিতর্ক করছ কেন

وَ الْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

তোমরা বুঝবে না তবুও কি তার পরে কিন্তু ইনজীল ও

রুকুঃ৭

৬৪. বল, "হে আহলি-কিতাব, এস, এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান, তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবনা, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব বা খোদারূপে গ্রহণ করব না"। -এ দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয়, তবে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরাতো মুসলিম-কেবলমাত্র খোদার বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদেরকে সোপর্দ করে রেখেছি।

৬৫. হে আহলি কিতাব ! তোমরা ইব্রাহীম সম্পর্কে আমাদের সংগে কেন ঝগড়া কর? তওরাত ও ইঞ্জিল তো ইব্রাহীমের পরে নাযিল হয়েছে, তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝনা ?

هَاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ

এখন কেন (সামান্য) জ্ঞান যে সম্পর্কে তোমাদের (আছে) সে বিষয়ে বিতর্ক করেছ ঐ সব লোক (যারা) তোমরাই তো

تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ

জানেন আল্লাহ এবং কোন জ্ঞান যেসম্পর্কে তোমাদের নাই সে সম্পর্কে তোমরা বিতর্ক করছ

وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا

ইয়াহুদী ইবরাহীম ছিল না (প্রকৃত সত্য) জ্ঞান না তোমরা আর

وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَ مَا

না এবং (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম একনিষ্ঠ সে ছিল কিন্তু খৃষ্টান না আর

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ

ইবরাহীমের সাথে লোকদের (মধ্যে) অগ্রাধিকারী (ঘনিষ্ঠ হওয়ার) নিশ্চয় মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত সে ছিল

لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ

ঈমান এনেছে যারা ও নবী এই ও তার অনুসরণ করে (তারা) অবশ্যই যারা

---

৬৬. তোমরা যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো, সে সব বিষয় নিয়ে তো যতেষ্ট বিতর্ক করলে, এখন যে সব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছ? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর রয়েছে, তোমরাতো কিছুই জাননা।

৬৭. ইব্রাহীম না ছিল ইয়াহুদী, আর না ছিল খৃষ্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ[১৮] মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিল না।

৬৮. ইব্রাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার রয়েছে তাদের যারা তার অনুসরণ করেছে, আর এখন এ সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী হচ্ছে এই নবী এবং তার অনুসারী ঈমানদার লোকেরা।

---

১৮. মূলে 'হানিফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বুঝাবার জন্য আমরা অনুবাদ করেছি "একনিষ্ঠ মুসলিম"।

وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ

মধ্য হতে একদল চায় ঈমানদারদের অভিভাবক আল্লাহ এবং

اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ

এছাড়া তারা পথ ভ্রষ্ট করে না আর তোমাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করতে পারত যদি কিতাবদের আহলি

اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ

কেন কিতাব আহলি হে তারা উপলব্ধি করে না কিন্তু তাদের নিজেদেরকে

تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ يٰۤاَهْلَ

আহলি হে পর্যবেক্ষণ করছ তোমরাই অথচ আল্লাহর নিদর্শন গুলোকে তোমরা অস্বীকার করছ

الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ

হককে তোমরা গোপন করছ এবং বাতেলের সাথে হককে তোমরা মিলাও কেন কিতাব

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ ع ١٥

(ভালভাবেই) জান তোমরা অথচ

বস্তুতঃ আল্লাহ কেবল তাদেরই সহায়ক ও সাহার্য্যকারী যারা ঈমানদার।

৬৯. (হে ঈমানদারেরা) আহলি-কিতাবদের মধ্যে একটি দল তোমাদেরকে কোন না কোন রকমে পথ ভ্রষ্ট করে দিতে চায় যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে পারেনা; কিন্তু তাদের সে চেতনাই নেই।

৭০. হে আহলি-কিতাবরা, খোদার আয়াত কেন অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছ[১৯]।

৭১. হে আহলি-কিতাব, সত্যকে বাতিলের সাথে মিশিয়ে কেন সন্দেহযুক্ত করে তুলছ? জেনে-বুঝে কেন সত্যকে গোপন করছ ?

১৯ .এই বাক্যাংশের আর একটি অনুবাদ হতে পারে–"তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ" । উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে, তাতে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয় না। বস্তুতঃ নবী করীমের পবিত্র জীবন-ধারা এবং সাহাবাদের জীবনের উপর তাঁর মহান শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালীর বিস্ময়কর প্রভাব এবং কোরআনে বর্ণিত উন্নত স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ– এ সবই খোদার উজ্জ্বল নিদর্শন। নবীদের বিশেষ অবস্থা ও আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পক্ষে এ সব আয়াত দেখে হযরতের নবুয়্যাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বড়ই কঠিন ছিল।

وَ	قَالَتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	اٰمِنُوْا
এবং	বলে	একদল	মধ্য হতে	আহলি	কিতাবদের	তোমরা ঈমান আন
بِالَّذِیْٓ	اُنْزِلَ	عَلَى	الَّذِیْنَ	اٰمَنُوْا	وَجْهَ
(তার) প্রতি যা	নাযীল করা হয়েছে	নিকট	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	শুরুতে
النَّهَارِ	وَ	اكْفُرُوْٓا	اٰخِرَهٗ	لَعَلَّهُمْ	يَرْجِعُوْنَ ۚ	وَ	لَا	تُؤْمِنُوْٓا
দিনের	এবং	তোমরা অস্বীকার কর	তার শেষে	তারা সম্ভবত	ফিরে যাবে	এবং		তোমরা বিশ্বাস না করো
اِلَّا	لِمَنْ	تَبِعَ	دِیْنَكُمْ ؕ	قُلْ	اِنَّ	الْهُدٰى	هُدَى	اللّٰهِ ۙ
ব্যতীত	(তাদেরকে) যারা	অনুসরণ করে	তোমাদের দ্বীনের	(হেনবী) তুমি বল	নিশ্চয়	প্রকৃত হেদায়াত	হেদায়াত	আল্লাহর
اَنْ	يُّؤْتٰٓى	اَحَدٌ	مِّثْلَ	مَآ	اُوْتِیْتُمْ	اَوْ	يُحَآجُّوْكُمْ
(এও) যে	দেয়া হচ্ছে (আজ)	কাউকে	অনুরূপ	(অতীতে) যা	তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল	নইলে	বিতর্ক করবে তারা	তোমাদের (বিরুদ্ধে)
عِنْدَ	رَبِّكُمْ ؕ	قُلْ	اِنَّ	الْفَضْلَ	بِیَدِ	اللّٰهِ ۚ	يُؤْتِیْهِ	مَنْ
কাছে	তোমাদের রবের	তুমি বল	নিশ্চয়	সব অনুগ্রহ	হাতে	আল্লাহরই	তিনি দেন	যাকে
يَّشَآءُ ؕ	
তিনি ইচ্ছে করেন	

রুকূঃ৮

৭২. আহলি কিতাবদের মধ্যে হতে একটি দল বলে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের নিকট যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যাবেলা অস্বীকার কর। সম্ভবতঃ এ কৌশলে কাজ করলে তারা নিজেদের ঈমান হতে ফিরে যাবে।

৭৩. উপরন্তু তারা পরস্পরে বলাবলী করে, নিজেদের ধর্মমতের লোকছাড়া আর কারো কথা মানবে না। হে নবী, তাদেরকে বলে দাও যে, "প্রকৃত হেদায়াত হচ্ছে খোদার হেদায়াত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদিন তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাই অন্য কাউকে দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকরা তোমাদের খোদার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্যে কোন মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে"। হে নবী তাদের বলে দাও যে, অনুগ্রহ, দান ও মর্যাদা সবই খোদার হাতে, তিনি যাকে চান, দান করেন।

وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ

যাকে তাঁর রহমতের জন্যে তিনি বাছাই করেন সর্বজ্ঞ প্রাচুর্যময় আল্লাহ এবং

يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

কিতাবদের (এমনও আছে) আহলি মধ্য হতে এবং মহান অনুগ্রহশীল আল্লাহ এবং তিনি ইচ্ছে করেন

مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ

যে তাদের মধ্যে (এমনও আছে) আবার তোমার নিকট তা ফেরত দেবে ধন সম্পদের স্তূপ তাকে আমানত দাও যদি যে

اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ

তুমি যতক্ষণনা এছাড়া তোমার নিকট তা ফেরত দেবে না একটি দিনারও তাকে আমানত দাও যদি

عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ

দন্ডায়মান থাকবে তার উপর

তিনি বিশাল দৃষ্টিসম্পন্ন[২০] সর্বজ্ঞ।

৭৪. নিজের অনুগ্রহ দানের জন্যে যাকে চান নির্দিষ্ট করে থাকেন, আর তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশী এবং বিরাট।

৭৫. আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন আছে যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি আস্থা রেখে ধন-সম্পদের একটা বিরাট স্তূপও তাদের নিকট আমানত রেখে দাও তবে তারা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। আর কারো অবস্থা এরূপ যে, একটি মুদ্রার ব্যাপারেও যদি তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তা কখনো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেনা। অবশ্য তখন দিতে পারে যদি তোমরা একেবারে তাদের মাথার উপর চড়ে বস।

২০. মূলে 'ওয়াসেউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে এ শব্দ সাধারণতঃ তিনপ্রকার জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ যেখানে কোন মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ চিন্তার কথা আলোচিত হয় এবং এ সত্য তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যে আল্লাহ তোমাদের মত সংকীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন নন, সেখানে এ শব্দ খোদা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে কাহারো কার্পণ্য, সংকীর্ণ হৃদয় ও সাহসহীনতার জন্য তিরস্কার করে এ কথা বলার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত উদার-হস্ত , তোমাদের মত কৃপণ নন, সেখানেও খোদার পরিচয় হিসাবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ সেখানেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাসের সংকীর্ণতার কারণে খোদার প্রতি কোন না কোন দিক দিয়ে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যে হয় যে- আল্লাহ অসীম।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ

নিরক্ষরদের (অর্থাৎ আরবদের জন্যে) | ব্যাপারে | আমাদের উপর | নাই | বলে | এজন্যে যে তারা | এটা

سَبِيْلٌ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ

তারা | অথচ | মিথ্যা | আল্লাহর | উপর | তারা বলে | এবং | কোন দায়িত্ব

يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ | তাহলে নিশ্চয় | নাফরমানী থেকে বাচবে | ও | তার | ওয়াদা | পূর্ণকরবে | যে | হাঁ বরং | (ভালভাবে) জানে

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

আল্লাহর (সাথে কৃত) | প্রতিশ্রুতিকে | বিক্রয় করে | যারা | নিশ্চয় | নাফরমানী থেকে বেঁচে চলা লোকদেরকে | ভাল বাসবেন

وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ

তাদের জন্যে | কোন অংশ | নাই | ঐসব লোক | সামান্য | মূল্যে | তাদের শপথ সমূহকে | ও

فِي الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ

দিনে | তাদের প্রতি | (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন | না | এবং আল্লাহ | তাদের সাথে কথা বলবেন | না | এবং | আখেরাতে

الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

অতিকষ্টদায়ক | শাস্তি | তাদের জন্যে রয়েছে | এবং | তাদের পরিশুদ্ধ করবেন | না | এবং | কিয়ামতের

তাদের এরূপ নৈতিক অবস্থার মূল কারণ, তারা বলে, উম্মীদের (ইয়াহুদী ছাড়া অন্যান্য লোক) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। বস্তুতঃ তারা এ কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ এমন কোন কথাই বলেননি।

৭৬. তাদের প্রতি কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা কেন? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপ-নাফরমানী হতে বিরত থাকবে, সে খোদার প্রিয় হবে। কেননা পরহেযগার লোকই খোদার প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

৭৭. আর যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ-প্রতিজ্ঞাসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে ফেলে পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্যে তো কঠিন ও উৎপীড়ক শাস্তি রয়েছে।

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ

তাকে তোমরা যেন মনে কর | কিতাব (পাঠে) | তাদের জিহবা তলোকে | তারা মুড়াতে থাকে | অবশ্যই একদল (আছে) | তাদের মধ্যে | নিশ্চয় | এবং

مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ

থেকে | তা (এসেছে) | তারা বলে | এবং | কিতাবের | অংশ | তা | না | অথচ | কিতাবের | অংশ (হিসেবে)

عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আল্লাহর | বিরুদ্ধে | তারা বলে | এবং | আল্লাহর | নিকট | থেকে | তা (এসেছে) | না | অথচ | আল্লাহর | কাছ

الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ

তাকে দেবেন | যে | কোন মানুষের জন্যে | শোভনীয় নয় | (ভালভাবে) জানে | তারা | অথচ | মিথ্যা

اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ

মানুষকে | সে বলবে | এরপর | নবুয়্যত | ও | জ্ঞান | ও | কিতাব | আল্লাহ

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ

আল্লাহওয়ালা | তোমরা হও | কিন্তু (সে বলবে) | আল্লাহ | ব্যতীত | আমার দাস | তোমরা হয়ে যাও

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

অধ্যয়ন করে থাক | তোমরা | যেহেতু | ও | কিতাব | শিখিয়ে থাক | তোমরা | যেহেতু

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবাকে এমন ভাবে উলট-পালট করে যে, তোমরা যেন মনে কর, তারা কিতাবের মূল ভাষন পাঠ করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা কিতাবের এবারত নয়। তারা বলেঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত-অথচ তা প্রকৃত পক্ষে খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে-শুনে মিথ্যে কথা খোদার প্রতি আরোপ করছে।

৭৯. কোন মানুষেরই এটা কাজ নয় যে, আল্লাহ তো তাকে কিতাব, ক্ষমতা ও নবুয়্যত দান করবেন, আর সে এ সব কিছু লাভ করে লোকদের বলবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, সে তো এটাই বলবে যে, সত্যবাদী রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও- যেমন এই কিতাবও এর তাকীদ দিতেছে যা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও।

وَ لَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ

প্রভু হিসেবে | নবীদেরকে | ও | ফেরেশতাদেরকে | তোমরা গ্রহণ করবে | যে | তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে সে | না | এবং

اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَ اِذْ ع ۹

(স্মরণ কর) যখন | এবং | মুসলমান (তা কি সম্ভব?) | তোমরা | যখন | এর পরেও | কুফরীর | তোমাদের নির্দেশ দেবে | কি

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ

কিতাব | তোমাদের আমি দিয়েছি | অবশ্যই যা | নবীদের (থেকে এই বলে যে) | অংগীকার | আল্লাহ | গ্রহণ করেন

وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

তোমাদের সাথে আছে | তার যা | সত্যায়নকারী | কোন রসূল | তোমাদের কাছে আসবে | এরপর (যখন) | হেকমত | ও

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ

তাকে তোমরা অবশ্যই সাহায্য করবে | ও | তার উপর | তোমরা অবশ্যই বিশ্বাস করবে

৮০. সে কখনো তোমাদেরকে এ কথা বলবে না যে, ফিরেশতা অথবা পয়গম্বরদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নাও। তোমরা যখন মুসলিম তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে, তা কি সম্ভব ?

রুকূঃ৯

৮১. স্মরণ কর, খোদা নবীদের নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান, কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি। কাল অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সে শিক্ষা নিয়েই যদি আসে যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতেই বর্তমান আছে তবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তার সাহায্য করতে হবে[২১]।

২১. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং তারই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সংগে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কি কুরআন বা কি হাদিস– কোন ক্ষেত্রেই এরূপ কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ও সন্ধান পাওয়া যায় না যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) - এর কাছ থেকে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোন নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ উপদেশ দান করেছেন। কুরআন মজিদে নবী করীমকে (সঃ) সুস্পষ্টভাবে 'খাতেমুন নবীইন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক হাদিসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই কথা নির্দেশ করেছেন যে, তার পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না।

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ
তিনি বললেন তোমরা অংগীকার করলে কি ও তোমরা গ্রহণ করলে (কি) এসবের উপর দায়িত্বভার

قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ
তারা বলল আমরা অংগীকার করলাম তিনি বললেন তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে

مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
অন্তর্ভুক্ত (রইলাম) সাক্ষীদাতাদের অতঃপর যে ফিরে যাবে পরও এর তাহলে ঐসব লোকই

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ
তারাই নাফরমান তাহলে কি ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন তারা চায় (অন্যদ্বীন) অথচ

لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا
তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে যা কিছু মধ্যে আছে আসমান সমূহের ও যমীনে ইচ্ছায়

وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
আর অনিচ্ছায় বা তাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে তারই দিকে আল্লাহর উপর আমরা ঈমান এনেছি তুমি বল

وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ
ও যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা কিছু নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের

وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ
ও ইসহাকের ও ইয়াকুবের এবং (তাদের)বংশধরদের

(উপর)

এ কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমরা কি ইহার অংগীকার করছ এবং এ সম্পর্কে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তারা বললঃ হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

৮২. এর পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে সে-ই কাফের।

৮৩. এখন এসব লোক কি খোদার আনুগত্য করার পন্থা (খোদার দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খোদারই নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলতঃ তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৮৪. হে নবী, বল আমরা আল্লাহকে মানি, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুবও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে-তাও মানি।

وَ مَآ اُوْتِیَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی وَ النَّبِیُّوْنَ

এবং যা কিছু দেওয়া হয়েছে মূসাকে ও ঈসাকে ও নবীদেরকে

مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ

তাদের রবের পক্ষহতে না আমরা পার্থক্য করি মাঝে কারো তাদের মধ্যকার

وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَ مَنْ یَّبْتَغِ

আর আমরা তারই কাছে আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলমান) এবং যে কেউ (গ্রহণ করতে) চায়

غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ

ইসলাম ব্যতীত (অন্যকোন) দ্বীন তা কক্ষণ না কবুল করা হবে এবং তার থেকে সে (হবে)

فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۸۵﴾ كَیْفَ یَهْدِی اللّٰهُ قَوْمًا

আখেরাতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্থদের কিরূপে হেদায়াত দিবেন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে

كَفَرُوْا بَعْدَ اِیْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ

(যারা) কুফরী করল পরেও তাদের ঈমানের অথচ তারা সাক্ষী দিল যে (এই) রসূল ও সত্য

جَآءَهُمُ الْبَیِّنٰتُ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۶﴾

তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আর আল্লাহ না হেদায়াত দেন সম্প্রদায়কে (যারা) জালেম

সেই হেদায়াতের প্রতিও আমাদের ঈমান আছে যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য বা তারতম্য করিনা এবং আমরা খোদার ফরমানের অধীন ও অনুসারী (মুসলিম)।

৮৫. এই আনুগত্য-ইসলাম-ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।

৮৬. যারা ঈমানের নিয়ামত একবার পাবার পর পুনরায় কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়াত দান করতে পারেন। অথচ তারা নিজেরা এ কথার সাক্ষী দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহও এসেছে। আল্লাহ যালেমদেরকে কখনই হেদায়াত দান করেন না।

أُولَٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلَٰئِكَةِ

ঐসব লোক তাদের প্রতিফল এই যে তাদের উপর অভিশাপ (বর্ষিত হয়) আল্লাহর ও ফেরেশতাদের

وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ

সকলকেই মানুষের ও তারা চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে না হালকা করা হবে তাদের থেকে

الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

শাস্তি আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে তবে (ঐসব লোক) যারা তওবা করেছে

مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ

এর পরে ও তারা সংশোধন করেছে (নিজেদেরকে) তখন নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান নিশ্চয়

الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن

যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঈমানের পরে এরপর তারা বৃদ্ধি করেছে কুফরী কক্ষণ না

تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۖ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

কবুল করা হবে তাদের তওবা এবং ঐসব লোক তারাই পথভ্রষ্ট

৮৭. তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৮৮. তারা চির দিন এ অবস্থাতেই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।

৮৯. অবশ্য সে সব লোক এ অভিশাপ হতে মুক্ত থাকবে যারা তওবা করে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৯০. কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে গেছে[২২], তাদের তওবা কবুল কর হবে না, এ ধরনের লোকতো একবারে পথভ্রষ্ট।

২২. অর্থাৎ মাত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কার্যতঃ বিরুদ্ধতা ও প্রতিরোধও করেছে; লোকদের খোদার পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় নিজেদের সব শক্তি নিয়োগ করেছে, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে। মানুষের মনে শয়তানী অসওয়াসা-কুপ্ররোচনা নিক্ষেপ করেছে এবং নবী করীমের মিশন -তাঁর আন্দোলন এবং আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার হীন মনোভাবে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করেছে।

إِنَّ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	وَ	مَاتُوا	وَ	هُمْ	كُفَّارٌ	فَلَنْ	يُّقْبَلَ	مِنْ
নিশ্চয়	যারা	কুফরী করেছে	এবং	মরেগেছে	এ অবস্থায়	তারা (ছিল)	কাফের	সেক্ষেত্রে কক্ষণ না	কবুল করা হবে	হতে (কোনবিনিময়)

أَحَدِهِمْ	مِّلْءُ	الْأَرْضِ	ذَهَبًا	وَّ	لَوِ	افْتَدٰى	بِهٖ ؕ
কারও	তাদের	(যদি হয়) পূর্ণ	পৃথিবী	সোনা (দিয়ে)	এবং	যদি	বিনিময় দেয়ও	তা

أُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	أَلِيمٌ	وَّ	مَا	لَهُمْ	مِّنْ	نّٰصِرِينَ ﴿٩١﴾
ঐসব লোক	তাদের জন্যে (রয়েছে)	শাস্তি	অতি কষ্ট দায়ক	এবং	নাই	তাদের জন্যে	কেউ	সাহায্যকারীদের

لَنْ	تَنَالُوا	الْبِرَّ	حَتّٰى	تُنْفِقُوا	مِمَّا	تُحِبُّونَ ؕ
কক্ষণ না	তোমরা পাবে	কল্যাণ	যতক্ষণ না	তোমরা খরচ করবে	তা থেকে যা	তোমরা ভালবাস

وَ	مَا	تُنْفِقُوا	مِنْ شَيْءٍ	فَإِنَّ	اللّٰهَ	بِهٖ	عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾
এবং	যা	তোমরা খরচ কর	কোন কিছু	নিশ্চয়	আল্লাহ	সে সম্পর্কে	খুব অবগত

৯১. নিশ্চিত জেনো, যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজকে শাস্তি হতে বাঁচাবার জন্যে পৃথিবী–ভরা পরিমান স্বর্ণ বিনিময় হিসেবে দান করে তবে তা ও কবুল করা হবে না। বস্তুতঃ এসব লোকের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তারা কাউকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

রুকূঃ১০

৯২. তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা (খোদার পথে) সে সব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বে-খবর থাকবেন না।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ

খাদ্য সব ছিল হালাল বনী জন্যে ইসরাঈলের এ ছাড়া যা হারাম করেছিল

اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ

ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব আঃ) তার নিজের উপর পূর্বে নাযিল হওয়ার তাওরাত

قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾

তুমি বল তবে তোমরা আন তাওরাত অতঃপর তোমরা পাঠ কর তা যদি তোমরা হও সত্যবাদী

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

যে অতঃপর আরোপ করে উপর আল্লাহর মিথ্যা এর পরেও

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟

ফলে ঐ সব লোক তারাই জালেম তুমি বল সত্য বলেছেন আল্লাহ

৯৩. সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই (যা মোহাম্মদী শরীয়তে হালাল ঘোষিত হয়েছে) বণী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিল[২৩]। অবশ্য কোন কোন জিনিস এমন ছিল যা তওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে বল, তোমরা যদি (তোমাদের আপত্তি বা প্রশ্নের ব্যাপারে) বাস্তবিকই সত্যবাদী হও তবে তওরাত নিয়ে এস এবং তার কোন ভাষণ পেশ কর।

৯৪. এর পরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা খোদার উপর আরোপ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই যালেম।

৯৫. বল, আল্লাহ যাকিছু বলেছেন সত্য বলেছেন।

২৩. কুরআন মজিদ ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইহুদী আলেমগণ যখন কোন নৈতিক আপত্তি পেশ করার সুযোগ পেল না (কেননা দ্বীনের মূল ভিত্তি যে সব জিনিসের উপর স্থাপিত সে দিক দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষার মধ্যে এক বিন্দুও পার্থক্য নেই) তখন তাঁর ফিকাহ সম্পর্কীয় আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলো । এ সম্পর্কে তাদের প্রথম আপত্তি ছিল– রসূলে করীম (সঃ) এমন অনেক খাদ্যবস্তু হালাল ঘোষণা করেছেন পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকে যেগুলো হারাম বলে মানিত হয়ে আসছে । এখানে ইহুদীদের এই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে । তাদের অনুরূপ আরও একটি অভিযোগ এই ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে কাবাকে কেন কিবলা নির্ধারণ করা হলো ? পরবর্তী আয়াতে তাদের এই অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ

তোমরা অতএব অনুসরণ কর | পন্থা | ইবরাহীমের | একমুখী হয়ে | এবং | না | সে ছিল | অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ

মুশরিকদের | নিশ্চয় | প্রথম | ঘর | তৈরী করা হয়েছিল | লোকদের জন্যে | যা অবশ্যই

بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ

মক্কায় (অবস্থিত) | বরকতময় | ও | হেদায়াতের (কেন্দ্র) | বিশ্ববাসীদের জন্যে | তার মধ্যে (আছে)

اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ۬ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ

নির্দশনাবলী | সুস্পষ্ট | মাকামে | ইবরাহীম | যে | এবং | তাতে প্রবেশ করল | সে হল | নিরাপদ

তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে, ইবরাহীমের (আঃ) পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য; আর ইবরাহীম (আঃ) কখনই শেরেককারীদের মধ্যে ছিলেন না।

৯৬. একথা নিঃসন্দেহ যে মক্কায় অবস্থিত ঘরখানাকেই মানুষের এবাদতের ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছে। উহাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেয়া হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়াত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল।

৯৭. তারমধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ রয়েছে[২৪], ইবরাহীমের (আঃ) এবাদতের জায়গাও রয়েছে এবং তার অবস্থা এই যে তাতে যে-ই প্রবেশ করল সে-ই নিরাপদ হল।

২৪. অর্থাৎ এই ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায় যার দ্বারা প্রমানিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং এই ঘরকে আল্লাহতা'আলা নিজের ঘর হিসাবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। উষর-ধুসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে আল্লাহতা'আলা উহার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীদের জীবিকা সংগ্রহের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহেলিয়াতের কারণে সারা আরবদেশ নিতান্ত নিরাপত্তাহীন ও অশান্তির অবস্থায় বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশে কাবা ও কাবার চতুষ্পার্শ্ব এমনই একটি ভূখন্ড ছিল যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। বরং এটা কাবারই বরকত (পূণ্যময় কল্যাণ) ছিল যে বৎসরের মধ্যে পূর্ণ চারমাস কাল এই ঘরেরই ওসিলায় সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। এ ছাড়া মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে সকলে প্রত্যক্ষ করেছে- আবরাহা যখন কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা শহর আক্রমন করেছিল তখন তার সৈন্যবাহিনী কেমনভাবে আল্লাহর কহরে পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকও আরবে মওজুদ ছিল।

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ

এবং আল্লাহরই জন্যে | উপর | লোকদের | হজ্জ করা (ফরজ) | ঐ ঘরের | (তারক্ষেত্রে) যে | সমর্থ রাখে | তার কাছে (পৌঁছবার)

سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

উপকরণের | এবং | যে | অস্বীকার করল | তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | মুখাপেক্ষী হীন | থেকে | দুনিয়াবাসীদের

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖۗ

তুমি বল | হে | আহলি | কিতাব | কেন | তোমরা অস্বীকার করছ | নিদর্শনাবলীকে | আল্লাহর

وَ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ

আর | আল্লাহ | সাক্ষী | উপর | (তার) যা | তোমরা কাজ করছ | তুমি বল | হে | আহলে

الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ

কিতাব | কেন | তোমরা বাধা দাও | হতে | পথ | আল্লাহর | (তাকে) যে | ঈমান এনেছে

تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَ مَا اللّٰهُ

তাতে অনুসন্ধান করে | বক্রতা | অথচ | তোমরা | প্রত্যক্ষ করছ | এবং | নন | আল্লাহ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾

গাফেল | তা হতে যা | তোমরা কাজ করছ

লোকদের উপর খোদার এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছাবার সামর্থ আছে সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে, আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমরা কেন খোদার কথা মানতে অস্বীকার কর? তোমরা যে সব কাজ-কর্ম করছ, তা সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন।

৯৯. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমাদের একি অবস্থা- যারা খোদার হুকুম মানে তাদেরকেও তোমরা খোদার পথ হতে রোধ করছ এবং চাচ্ছ যে, তারাও যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই তাদের সত্যপথগামী হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী-প্রত্যক্ষ দর্শী। বস্তুতঃ তোমাদের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে খোদা কিছুমাত্র গাফিল নন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا

ওহে যারা ঈমান এনেছ যদি তোমরা আনুগত্য কর (কোন এক) দলের ও

مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

মধ্য হতে (তাদের) যাদের দেওয়া হয়েছে কিতাব তোমাদেরকে ফিরাবে পরে

اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ

তোমাদের ঈমানের কাফির হিসেবে এবং কিরূপে তোমরা অস্বীকার করবে অথচ

اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ

তোমরা (এমন যে) পাঠ করা হয় তোমাদের নিকট আয়াত সমূহকে আল্লাহর এবং তোমাদের মধ্যে (আছেন) তাঁর রসূল

وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ

এবং যে কেউ দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে আল্লাহর (রজ্জুকে) তাহলে নিশ্চয় সে পরিচালিত হবে দিকে পথের

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ

সরল সঠিক ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যথোপযুক্ত

تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

এবং তাঁর ভয় না তোমরা মৃত্যু বরণ করো যখন এছাড়া তোমরা মুসলমান

১০০. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি এই আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন একটি দলেরও কথা মেনে নাও তবে তারা তোমাদেরকে পুনরায় ঈমান হতে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

১০১. এখন তোমাদের কুফরীর দিকে ফিরে যাবার কি অবকাশ থাকতে পারে যখন তোমাদেরকে খোদার আয়াত শুনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে খোদার রসূল বর্তমান রয়েছেন? বস্তুতঃ খোদার রজ্জু যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে ধরবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিক পথ পেতে পারবে।

রুকুঃ১১

১০২. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, যেমন ভাবে তাকে ভয় করা উচিত। তোমদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সে অবস্থা ছাড়া যখন তোমরা হবে মুসলিম।

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا

তোমরা স্মরণ কর এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর সবাই একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে তোমরা শক্ত ভাবে ধর এবং

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

তোমাদের অন্তরের মাঝে তখন মিলিয়ে দিলেন (পরস্পরে)শত্রু তোমরা ছিলে যখন তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ

গর্তের কিনারার উপর তোমরা ছিলে এবং ভাই ভাই তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই হয়ে গেলে

مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

তোমাদের জন্যে আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে তা হতে তোমাদের উদ্ধার করলেন অতঃপর আগুনের

اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

সঠিকপথ পাও তোমরা যাতে তাঁর আয়াত সমূহকে

১০৩. সকলে মিলে খোদার রজ্জু[২৫] শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে পড়োনা। খোদার সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শন সমূহ তোমাদের সমুখে উজ্জ্বল করে ধরেন, এ উদ্দেশ্যে যে হয়তবা এ নিদর্শন সমূহ হতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পার।

২৫. 'খোদার রজ্জু' অর্থ তার দ্বীন– ইসলাম । দ্বীনকে 'রজ্জু' এই কারণে বলা হয়েছে যে, এই সূত্র দ্বারাই এক দিকে খোদার সংগে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্যদিকে এই দ্বীনই সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকে পরস্পরে মিলিত করে একটি সুসংঘবদ্ধ দল সৃষ্টি করে।

وَ	لْتَكُنْ	مِّنْكُمْ	اُمَّةٌ	يَّدْعُوْنَ	اِلَى	الْخَيْرِ
এবং	অবশ্যই থাকবে	তোমাদের মধ্যে	(এমন) একদল	(যারা) ডাকবে	দিকে	কল্যাণের

وَ	يَاْمُرُوْنَ	بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	يَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ ط
ও	তারা নির্দেশ দেবে	ভাল (কাজের)	এবং	তারা নিষেধ করবে	হতে	মন্দ (কাজ)

وَ	اُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤	وَ	لَا	تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ
এবং	ঐসব লোক	তারাই	সফলকাম	এবং	না	তোমরা হয়ো	(তাদের) মত যারা

تَفَرَّقُوْا	وَ	اخْتَلَفُوْا	مِنْۢ بَعْدِ	مَا	جَآءَ	هُمُ
বিচ্ছিন্ন হয়েছিল	এবং	মতভেদ করেছিল	এর পরেও	যা	এসেছিল	তাদের(কাছে)

الْبَيِّنٰتُ ط	وَ	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	عَظِيْمٌ ۝١٠٥	يَّوْمَ
স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ	এবং	ঐ সব লোক	তাদের জন্যে (রয়েছে)	আযাব	কঠিন	সে দিন

تَبْيَضُّ	وُجُوْهٌ	وَّ	تَسْوَدُّ	وُجُوْهٌ ج	فَاَمَّا	الَّذِيْنَ
উজ্জ্বল হবে	(অনেক)চেহারা	ও	মলিন হবে	(অনেক) চেহারা	অতঃপর	যাদের

اسْوَدَّتْ	وُجُوْهُهُمْ قف
মলিন হবে	তাদের চেহারা

১০৪. তোমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও মংগলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্যকাজের নির্দেশ দিবে, এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে।

১০৫ তোমরা যেন সে সব লোকের মত না হও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাবার পরও মত বিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, যারা এরূপ আচারণ অবলম্বন করে নিয়েছে তারা সেদিন কঠোর,শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

১০৬. সেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্য মন্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে,

اَكَفَرْتُمْ	بَعْدَ	اِيْمَانِكُمْ	فَذُوْقُوا	الْعَذَابَ
(তাদের বলা হবে) তোমরা কুফরী করেছ কি	পরেও	তোমাদের ঈমানের	তোমরা তাই স্বাদ গ্রহণ কর	আযাবের

بِمَا	كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾	وَاَمَّا	الَّذِيْنَ	ابْيَضَّتْ
এ কারণে যা	তোমরা কুফরী করতেছিলে	আর	যাদের	উজ্জ্বল হবে

وُجُوْهُهُمْ	فَفِيْ	رَحْمَةِ	اللّٰهِ ؕ	هُمْ
তাদের চেহারা	অতঃপর মধ্যে	রহমতে (আশ্রয় পাবে)	আল্লাহর	তারা

خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾	تِلْكَ	اٰيٰتُ اللّٰهِ	نَتْلُوْهَا	عَلَيْكَ
চিরস্থায়ী হবে	এগুলো	আল্লাহর আয়াত	তা পড়ছি আমরা	তোমার নিকট

بِالْحَقِّ ؕ	وَ	مَا	اللّٰهُ	يُرِيْدُ	ظُلْمًا	لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾
যথাযথভাবে	এবং	না	আল্লাহ	চান	যুলুম করতে	দুনিয়াবাসীর উপর

وَ	لِلّٰهِ	مَا	فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ	مَا	فِي الْاَرْضِ ؕ	وَ
এবং	আল্লাহর জন্যে	যা কিছু	মধ্যে আছে	আসমানসমূহের	ও	যা কিছু	মধ্যে আছে যমীনের	এবং

اِلَى	اللّٰهِ	تُرْجَعُ	الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾
দিকে	আল্লাহরই	ফিরানো হয়	সকল বিষয়

ع

তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত পাবার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে?..... তাহলে এখন এই কুফরী ও খোদার অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা খোদার রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।

১০৮. ইহা খোদার বাণী, যা যথাযথ ভাবে আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, কেননা আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের উপর যুলুম করার কোনই ইচ্ছা রাখেননা।

১০৯. যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয় সমূহ খোদারই দরবারে পেশ হয়ে থাকে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

তোমরা হলে | উত্তম | জাতি | (তোমাদেরকে) বের করা হয়েছে | মানুষের (কল্যাণের) জন্যে | তোমরা নির্দেশ দাও

بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ

সৎকাজের | ও | তোমরা নিষেধ কর | হতে | অসৎকাজ | এবং | তোমরা ঈমান রাখ

بِاللّٰهِ ط وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا

আল্লাহর উপর | এবং | যদি | ঈমান আনত | আহলি | কিতাবরা | অবশ্যই হত | উত্তম

لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

তাদের জন্যে | তাদের মধ্যে কিছু | ঈমানদার (আছে) | কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | নাফরমান

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط وَ اِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ

কখণ না | তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে | এছাড়া | কষ্ট দেওয়া | আর | যদি | তোমাদের সাথে লড়ে তারা | তোমাদের দিকে ফিরাবে

الْاَدْبَارَ تف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

পিঠ সমূহ | এরপর | না | তাদের সাহায্যও করা হবে

রুকুঃ১২

১১০. এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখ এবং খোদার প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। এই আহলি-কিতাবগণ[২৬] ঈমান আনলে তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছুলোক ঈমানদার পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

১১১. এরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারেনা, খুব বেশী কিছু করলে হয়তবা সামান্য কষ্ট দিতে পারে। এরা যদি তোমার সাথে লড়াই করে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে এবং এমন ভাবে অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোন দিক হতে সাহায্যও তারা পাবেনা।

২৬. এখানে আহলে-কিতাব বলতে ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ

আল্লাহর পক্ষহতে আশ্রয়ে তবে এছাড়া তাদের পাওয়া গিয়েছে যেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের তাদের উপর মার পড়েছে

وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ

ও আল্লাহর পক্ষ হতে গযব দ্বারা তারা ঘেরা পড়েছে ও মানুষের পক্ষহতে আশ্রয়ে অথবা

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

অস্বীকার করেছিল এই জন্যে যে তারা এটা দারিদ্রের তাদের উপর মার পড়েছে

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ

এটা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে তারা কতল করেছে ও আল্লাহর আয়াত গুলোকে

بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

তারা সীমালংঘন করত এবং তারা অবাধ্যতা করেছিল এ জন্যে যে

১১২. এরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই এদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করে থাকলে অবশ্য অন্য কথা[২৭]; খোদার গজব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের উপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ সব কিছু শুধু এ জন্যে হয়েছে যে এরা খোদার আয়াত অমান্য করছিল। তারা পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুতঃ এটা তাদের নাফরমানী ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় কোথাও অল্প-বিস্তর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদের ভাগ্যে জুটলেও তা তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থে অর্জিত শান্তি নিরাপত্তা ছিলনা; বরং তা ছিল সবই অন্যের সাহায্য ও অনুগ্রহের ফল মাত্র । কোথাও কোন মুসলিম রাষ্ট্র খোদার নামে তাদের নিরাপত্তা দান করেছে আর কোথাও কোন অমুসলিম রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তাদের আশ্রয় দান করেছে। এই ভাবে অনেক সময় তারা দুনিয়ার বুকে শক্তি-সঞ্চয় করার সুযোগও পেয়েছে- কিন্তু তা তাদের নিজেদের বল বিক্রমের ফল ছিল না, তা ছিল নিছক অন্যের অনুগ্রহের দান।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ

(সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে আছে (তাদের) একদল কিতাবদের আহলে মধ্যহতে (সব) সমান তারা নয়

يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

সিজদা অবনত হয় তারা ও রাতের সময় আল্লাহর আয়াত সমূহকে তারা পাঠ করে

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ

তারা নির্দেশ দেয় এবং আখেরাতের দিনে ও আল্লাহর উপর তারা ঈমান আনে

بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ

তারা তৎপর হয় ও অসৎ কাজ হতে তারা নিষেধ করে ও সৎ কাজের

فِي الْخَيْرٰتِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَ

এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত তারাই এবং কল্যাণকর কাজগুলোর ক্ষেত্রে

مَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং তা অস্বীকার করা হবে কক্ষণ না কল্যাণ কোন তারা করবে যা কিছু

عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ

উপকারে আসবে কক্ষণ না কুফরী করেছে যারা নিশ্চয় মুত্তাকীদের সম্পর্কে অধিক অবহিত

عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ

কিছু মাত্রই আল্লাহ হতে তাদের সন্তান সন্ততি না আর তাদের ধনসম্পদ তাদের জন্যে

১১৩. কিন্তু সমস্ত আহলি-কিতাব একই ধরণের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোকও আছে যারা সত্য-সঠিক পথে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, রাত্তেরবেলা খোদার আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সেজদায় অবনত হয়।

১১৪. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আছে, নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপকাজ হতে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর থাকে। তারা সৎ ও নেক লোক।

১১৫. আর যে নেকীই } করবে তার অসম্মান করা হবেনা। আল্লাহ পরহেযগার লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

১১৬. তারপরে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কুফরী অবলম্বন করেছে; না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান।

وَ أُولَٰئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾

এবং ঐসব লোক অধিবাসী জাহান্নামের আগুনের তারা মধ্যে তার চিরস্থায়ী হবে

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ

উদাহরণ যা তারা খরচ করে এই মধ্যে জীবনে দুনিয়ার উদাহরণ যেমন

رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا

বায়ু আছে তার মধ্যে ভীষণ ঠান্ডা তা পড়ে ক্ষেতে লোকদের জুলুম করেছে (যারা)

أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن

তাদের নিজেদের (উপর) অতঃপর তা বরবাদ করে দেয় এবং না তাদের উপর জুলুম করেছেন আল্লাহ কিন্তু

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

তারা নিজেরা (নিজেদের উপর) জুলুম করেছিল ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা গ্রহণ করো

بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوا

অন্তরঙ্গ বন্ধু (হিসেবে) তোমাদের ছাড়া (অমুসলমানদেরকে) না তারা তোমাদের সুযোগ ছাড়ে অনিষ্ট সাধনে তারা কামনা করে

مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۖ

(তাই) যাতে তোমরা অসুবিধায় পড় নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছে বিদ্বেষ হতে তাদের মুখগুলো

তারা তো জাহান্নামী এবং তারা চিরদিনই সেখানে থাকবে।

১১৭. তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে তা সেই বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'পালা' রয়েছে এবং তা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং উহাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি; মূলতঃ এরা নিজেরা নিজেদের উপরই যুলুম করছে।

১১৮. হে ঈমানদারেরা, নিজ জাম'আতের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিয়ো না। তারা তোমাদের অসুবিধাকালের সুযোগ নিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। যা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হতে পারে তাই তাদের নিকট প্রিয় জিনিস। তাদের মনের প্রতিহিংসা তাদের মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে পড়ছে

وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

তোমাদের জন্যে আমরা বর্ণনা করেছি নিশ্চয় (তা আরও) গুরুতর তাদের অন্তরগুলো গোপন করে যা এবং

الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ

ঐ সব লোক তোমরাই তো অনুধাবন কর তোমরা যদি নির্দশনগুলোকে

تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ

কিতাবের উপর তোমরা বিশ্বাস কর এবং তোমাদেরকে তারা ভালবাসে না অথচ তাদেরকে ভালবাস

كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا

তারা কামড়ায় তারা একান্তে মিলে যখন আর আমরাও ঈমান এনেছি তারা বলে তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে যখন এবং সবগুলোর

عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ

তোমাদের আক্রোশে তোমরা মরো বলো আক্রোশের কারণে (তাদের) আঙ্গুলগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾ اِنْ تَمْسَسْكُمْ

তোমাদেরকে স্পর্শ করে যদি (তোমাদের) বুকের (অর্থাৎঅন্তরের) অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবহিত আল্লাহ নিশ্চয়

حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ

তাতে তারা আনন্দ করে কোন অকল্যাণ তোমাদের পৌঁছে যদি আর তাদের খারাপ লাগে কোন কল্যাণ

এবং

তারা যা কিছু বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তা এতদাপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হেদায়াত দান করেছি, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করবে)।

১১৯. তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি কোন ভালবাসাই পোষণ করে না, অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মান। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরাও তোমাদের রসূল ও তোমাদের কিতাবকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা অন্যত্র চলে যায় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতদূর তীব্র হয়ে উঠে যে তারা নিজেদের আংগুল কামড়াতে থাকে। তাদের বল, "তোমাদের ক্রোধের আগুণে তোমরাই জ্বলে মর"– আল্লাহ মনের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন।

১২০. তোমাদের কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা সন্তুষ্ট হয়।

وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

তাদের চক্রান্ত তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ও তোমরা সবর কর যদি এবং

شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَ اِذْ غَدَوْتَ

তুমি সকালে বের হয়েছিলে (স্মরণ কর) যখন এবং বেষ্টনকরে আছেন তারা কাজ করছে ঐ বিষয় যা আল্লাহ নিশ্চয় কিছুমাত্রই

مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ

লড়ায়ের জন্যে ঘাটিসমূহে ঈমানদারদেরকে মুতায়েন করতেছিলে তোমার পরিবার হতে

وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ

তোমাদের মধ্যকার দুইদল মনস্থ করেছিল (স্মরণ কর) যখন সব কিছু জানেন সবকিছু শুনেন আল্লাহ এবং

اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

ভরষা করা উচিত আল্লাহরই উপর এবং তাদের উভয়ের পৃষ্ঠপোষক(ছিলেন) আল্লাহ অথচ দুর্বলতা প্রদর্শনের

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ

অথচ বদরে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন নিশ্চয় এবং ঈমানদারদের

اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

শোকর করবে তোমরা সম্ভবতঃ আল্লাহকে তোমরা তাই ভয়কর দুর্বল তোমরা (ছিলে)

কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হতে পারবেনা, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং খোদাকে ভয় করে কাজ করতে থাক। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তাকে বেষ্টন করে আছেন।

রুকূঃ১৩

১২১. হে নবী, (মুসলমানদের নিকট সে সময়ের কথা উল্লেখ কর) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর হতে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে জায়গায় জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথাই শুনছেন, তিনি সবকিছুই ভাল করে জানেন।

১২২. স্মরণ কর, তোমাদের মধ্য হতে যখন দুটি দল কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো খোদার উপরই ভরসা রাখা উচিত।

১২৩. ইতিপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশাকরা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ

তোমাদের সাহায্য করবেন | যে | তোমাদের জন্যে যথেষ্ট | হবে না কি | মু'মিনদেরকে | তুমি বলেছিলে | (স্মরণ কর) যখন

رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

অবতীর্ণ করা | ফেরেশতাদের | মধ্যহতে | সহস্র (ফেরেশতা) | তিন | দিয়ে | তোমাদের রব

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ

তাদের ত্বরিত গতিতে | তোমাদের উপর আসরে (চড়াও হয়ে) | আর (যদি) | (আল্লাহকে) ভয় কর | ও | তোমরা সবর কর | যদি | হ্যাঁ (নিশ্চয়)

هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

ফেরেশতাদের | মধ্যহতে | সহস্র (ফেরেশতা) | পাঁচ | দিয়ে | তোমাদের রব | তোমাদেরকে সাহায্য করবেন | এই (মুহূর্তে)

مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ

তোমাদের জন্যে | সুসংবাদ হিসেবে | এছাড়া | আল্লাহ | তা করেছিলেন | না | এবং | (যারা হবে) চিহ্নযুক্ত

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

হতে | এছাড়া | বিজয় (আসে) | না | আর | তা দিয়ে | তোমাদের অন্তর গুলো | আশ্বস্ত করার জন্যে | ও

عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

মহাবিজ্ঞ | পরাক্রমশালী | আল্লাহর | নিকট

১২৪. স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলতে ছিলেঃ তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফিরেশতা অবতরণ করিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?

১২৫. নিশ্চয় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং খোদাকে ভয় করতে থেকে কাজ কর তবে যে মুহূর্তে শত্রুরা তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের খোদা (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতাদ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্যে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ জয়লাভ ও সাহায্য যা কিছু হয় তা সবই খোদার তরফ হতে হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا

কাটার জন্যে | একটি অংশকে | মধ্যে হতে | (তাদের) যারা | কুফরী করেছে | অথবা | তাদের লাঞ্ছনা দেয়ার (জন্যে) | ফলে | তারা ফিরেযাবে

خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ

ব্যর্থহয়ে | নাই | তোমার জন্যে | কোন | এখতিয়ার | কোন কিছুরই | অথবা | তিনি মাফ করবেন | তাদেরকে

اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

অথবা | আযাব দিবেন | তাদেরকে | কেননা | তারা নিশ্চয় | জালেম | এবং | আল্লাহর জন্যে | যা (কিছু) | মধ্যে আছে | আসমানসমূহের

وَ مَا فِي الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ

আর | যা কিছু | মধ্যে আছে | পৃথিবীর | তিনি মাফ করেন | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন | ও | তিনি আযাব দেন

مَنْ يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾ ع

যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন | এবং | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

১২৭. (তিনি তোমাদেরকে এ জন্যে সাহায্য দিবেন) যেন কুফরী–পথের পথিকদের একটি হাত কেটে যায় কিংবা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করবেন যে, তারা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে।

১২৮. (হে নবী) চূড়ান্ত ভাবে কোন কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। আল্লাহরই ইখতিয়ার রয়েছে; ইচ্ছা হলে তাদেরকে তিনি মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। কেননা তারা যালেম।

১২৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী[২৮]।

২৮. ওহুদের যুদ্ধে যখন নবী করীম (সঃ) আহত হন, তখন তাঁর মুখ থেকে কাফেরদের জন্য 'বদ-দোওয়া' নির্গত হয়ে যায়। তিনি বলেন "যে জাতি নিজেদের নবীকে আহত করে সে জাতি কেমন করে মুক্তি ও সাফল্য পেতে পারে" এরই উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يٰاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لَا	تَاْكُلُوا	الرِّبٰوٓا	اَضْعَافًا	مُّضٰعَفَةً ص
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা খেয়ো	সূদ	বহুগুনে	গুনকরা (অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধিহারে)

وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	لَعَلَّكُمْ	تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾	وَ	اتَّقُوا	النَّارَ	الَّتِيْٓ
এবং	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	আশা করা যায় তোমরা	কল্যাণ লাভ করবে	এবং	তোমরা আত্ম রক্ষা কর	(সেই)আগুন (হতে)	যা

اُعِدَّتْ	لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾	وَ	اَطِيْعُوا	اللّٰهَ	وَ	الرَّسُوْلَ	لَعَلَّكُمْ
তৈরী করা হয়েছে	কাফেরদের জন্যে	এবং	তোমরা আনুগত্য কর	আল্লাহর	ও	রসূলের	আশা করা যায়

تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾	وَ	سَارِعُوْٓا	اِلٰى	مَغْفِرَةٍ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ
রহম করাহবে তোমাদেরকে	এবং	তোমরা দ্রুত আস	দিকে	ক্ষমার	পক্ষ হতে	তোমাদের রবের

وَ	جَنَّةٍ	عَرْضُهَا	السَّمٰوٰتُ	وَ	الْاَرْضُ	اُعِدَّتْ
ও	জান্নাতের	যার প্রশস্ততা	আসমান সমূহের	ও	যমীনের (সমান)	তৈরী করা হয়েছে

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ	فِي	السَّرَّآءِ	وَ
মুত্তাকীদের জন্যে	যারা	খরচ করে	মধ্যে	খুশীর (স্বচ্ছল অবস্থায়)	ও

الضَّرَّآءِ	وَ	الْكٰظِمِيْنَ	الْغَيْظَ	وَ	الْعَافِيْنَ عَنِ
কষ্টে (অর্থাৎদুরাবস্থায়)	এবং	দমনকারী	রাগ	ও	মাফকারী

النَّاسِ ط	وَ	اللّٰهُ	يُحِبُّ	الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾
লোকদের	আর	আল্লাহ	ভালবাসেন	নেকলোকদেরকে

রুকূঃ১৪

১৩০. হে ঈমানদারেরা, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং খোদাকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

১৩১. সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর যা কাফেরদের জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১৩২. এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও; আশাকরা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. সে পথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই খোদাভীরু লোকদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে;

১৩৪. যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে, দুরাবস্থাতেই হোক, আর স্বচ্ছল অবস্থাতেই হোক; যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদেরকেই খোদা খুব ভালবাসেন।

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

এবং যারা (এমন যে) | যখন | করে ফেলে | অশ্লীলতা | অথবা | যুলুম করে ফেলে | তাদের নিজেদের (উপর)

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ يَّغْفِرُ

আল্লাহকে স্মরণ করে (তৎখনাত) | অতঃপর | তারা মাফচায় | তাদের গুনাহর জন্যে | আর | কে (আছে) | (এমন যে) মাফ করতে পারে

الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۟ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

গুনাহ সমূহকে | আল্লাহ ব্যতীত | এবং | না | তারা বাড়াবাড়ি করে | (তার) উপর | যা | তারা করে ফেলেছে

وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ

জানেও | তারা | যখন | (তারা) ঐসব লোক | যাদের প্রতিফল(হল) | ক্ষমা

مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ঝর্ণা সমূহ | তার তলদেশে | প্রবাহিত হয় | জান্নাত | ও | তাদের রবের | পক্ষ হতে

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | এবং | কত উত্তম | পুরস্কার (রয়েছে) | (সৎ) কর্মশীলদের (জন্যে)

১৩৫. আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় কিংবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে তবে সাথে সাথে খোদার কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা তাদের পাপের ক্ষমা চায়– কেননা, খোদা ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এই লোকেরা জেনে-বুঝে নিজেদের (অন্যায় কাজ নিয়ে) বাড়াবাড়ি করে না।

১৩৬. এ ধরণের লোকদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমাকরে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে তাদের জন্যে কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

নিশ্চয় অতীত হয়েছে তোমাদের পূর্বে রহ্‌যুগ তোমরা তাই ভ্রমণ কর পৃথিবীর মধ্যে

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا

অতঃপর তোমরা দেখ কেমন ছিল পরিণতি সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদের এটা

بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

সুস্পষ্ট বাণী লোকদের জন্যে ও পথ নির্দেশিকা ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্যে

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

না এবং তোমরা মন ভাঙ্গা হয়ো না আর তোমরা চিন্তা করো এবং তোমরাই সমুন্নত হবে (বিজয়ী হবে) যদি তোমরা হও

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ

ঈমানদার যদিও তোমাদের স্পর্শ করেছে (ওহুদে) আঘাত তবে নিশ্চয় স্পর্শ করেছিল (ঐসব) লোকদেরও

قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

আঘাত (বদরে) এর মত আর এই দিনগুলো তা আবর্তিত করি আমরা মাঝে লোকদের

১৩৭. তোমাদের পূর্বেও বহু যুগ অতীত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখ, খোদার (আদেশ ও বিধান) অমান্য কারীদের পরিণতি কি হয়েছে!

১৩৮. বস্তুতঃ এটা লোকদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট সতর্কতার বাণী এবং খোদাকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও উপদেশ।

১৩৯. মন-ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে– যদি তোমরা ঈমানদার হও।

১৪০. এখন যদি তোমাদের উপর কোন আঘাত এসে থাকে তবে ইতিপূর্বে তোমাদের বিরুদ্ধবাদী দলের উপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে[২৯]। এটা তো কালের উত্থান ও পতন, মাত্র যাকে আমরা লোকদের মাঝে আবর্তিত করতে থাকি।

২৯. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ বদর যুদ্ধে কাফেররা আঘাত খেয়েও যখন সাহস হারায়নি, তখন তোমরা ওহুদের যুদ্ধে আঘাতের ফলে কেন সাহস হারাবে?

وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ

(সত্যের সাক্ষ্য) শহীদ হিসেবে | তোমাদের মধ্যে কতককে | গ্রহণ করেন | ও | (প্রকৃত) ঈমান এনেছে | (তাদেরকে) যারা | আল্লাহ | জানেন যেন | এবং

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾ وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা | আল্লাহ | ছেটে বাছাই করেন | যেন | এবং | যালেমদেরকে | ভাল বাসেন | না | আল্লাহ | এবং

اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۱﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا

তোমরা প্রবেশ করবে | যে | তোমরা ধারণা করেছ | কি | কাফেরদেরকে | চূর্ণ করেন (যেন) | ও | ঈমান এনেছে

الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ

তোমাদের মধ্যে | জিহাদ করেছে | (তাদেরকে) যারা | আল্লাহ | জেনেছেন (অর্থাৎ বাস্তবে দেখেন নি) | (এখনও) না | অথচ | জান্নাতে

وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

ধৈর্যশীলদেরকে | তিনি জানেন | এবং

তোমাদের উপর এ সময় এ জন্যে উপস্থিত হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার কে এবং যারা বাস্তবিকই (প্রকৃত সত্যের) সাক্ষী[৩০] তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা যালেম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না।

১৪১. উপরন্তু এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাচ্চা মুমিনদেরকে আলাদা করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

১৪২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে খোদার পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্যে ধৈর্যশীল।

৩০. মূলে আছে " ওইয়াত্তাখেজা মিনকুম শোহাদা'আ" -এর এক অর্থ "তোমাদের মধ্য থেকে কিছু 'শহীদ' গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন" । অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোককে শাহাদতের মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, ঈমানদার ও মুনাফিকদের সেই যুক্ত ও মিশ্রিত দল থেকে , যার মধ্যে এখন তোমরাও শামিল রয়েছ, সেইসব লোকদের আলাদা ছাটাই করে নিতে চাচ্ছিলেন যারা প্রকৃত পক্ষে..... মানবজাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ, অর্থাৎ সেই মহান দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য যে পদ আমি মুসলিম জাতিকে দান করেছি।

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص

এবং নিশ্চয় তোমরা কামনা করতেছিলে মৃত্যুর ইতিপূর্বে তার সাক্ষাৎপেতে

فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا

অতঃপর নিশ্চয় তোমরা দেখছ তা এবং তোমরা প্রত্যক্ষ করছ এবং নয় মোহাম্মদ (সঃ) এছাড়া

رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ

একজন রসূল নিশ্চয় অতীত হয়েছে তার পূর্বে (অনেক) রসূল কি তবে যদি সে মারা যায় বা

قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى

নিহত হয় তোমরা ফিরে যাবে উপর তোমাদের গোড়ালির (অর্থাৎপিছন দিকে) আর যে ফিরে যাবে উপর

عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ط وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ

তার দুই গোড়ালির তাহলে কক্ষণ না ক্ষতি করতে পারবে আল্লাহর কিছুই এবং প্রতি ফল দিবেন আল্লাহ

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ

শোকরকারীদেরকে এবং (সম্ভব) নয় জন্য কোন প্রাণীর যে সেমরবে এছাড়া অনুমতিক্রমে

اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج

আল্লাহর লিখিত নির্দিষ্ট সময় এবং যে চায় সওয়াব দুনিয়ার আমরা তাকে দিব তা হতে

১৪৩. তোমরাতো মৃত্যুর কামনা করছিলে! কিন্তু তা তখনকার কথা, যখন মৃত্যু সম্মুখে এসে পৌছেনি। এখন তা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমরা তা নিজেদের চক্ষে দেখতে পেয়েছ।

রুকূঃ১৫

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি (তার আদর্শ হতে) উল্টোদিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে খোদার কোন নোকসান করবে না, অবশ্য যারা খোদার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তার প্রতিফল দান করবেন।

১৪৫. কোন প্রাণীই মরতে পারেনা আল্লাহর লিখিত নির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া। যে ব্যক্তি ইহকালীন ফলের আসায় কাজ করবে তাকে আমরা এই দুনিয়া হতেই দান করব,

وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى

আমরা শীগগীর প্রতিফল দেব | এবং | তা হতে | তাকে দিব আমরা | আখেরাতের | সওয়াব | চায় | যে | আর

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ

তার সাথে (ছিল) | লড়াই করেছে (আল্লাহর পথে) | নবী (যারা) | কত(ছিল) | এবং | শোকরকারীদেরকে

رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ

পথে | তাদের (ওপর) আপতিত হয়েছে | (তার)জন্যে যা | তারা হতাশ হয়েছে | অতঃপর না | অনেক | আল্লাহওয়ালা লোকেরা

اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ

ভালবাসেন | আল্লাহ | আর | তারা মাথানত করেছে | না | আর | দুর্বলতা দেখিয়েছে | না | এবং আল্লাহর

الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا

হে আমাদের রব | তারা বলেছিল | যে | এছাড়া | তাদের কথা | ছিল | না | এবং | সবরকারীদেরকে

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِىْۤ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ

দৃঢ়কর | এবং | আমাদের কাজের ক্ষেত্রে | আমাদের বাড়াবাড়ীকে | ও | আমাদের গোনাহ সমূহকে | আমাদের জন্যে | মাফকর

اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

কাফের | জাতির | বিরুদ্ধে | আমাদের সাহায্য কর | এবং | আমাদের পদক্ষেপ

আর যে পরকালীন সুফল পাবার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে,
সে পরকালেই সওয়াব পাবে। এবং কৃতজ্ঞতাস্বীকার কারীদেরকে তাদের ফল আমি নিশ্চয় দান করব।

১৪৬. পূর্বে আরো কত নবী এমন এসেছিল যাদের সাথে মিলে বহু খোদাওয়ালা লোক লড়াই করেছে। খোদার পথে যত বিপদই তাদের উপর পড়েছিল সে জন্যে তারা হতাশ হয়ে যায়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি, (বাতিলের সামনে) মাথা নত করেনি। বস্তুতঃ এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন।

১৪৭. তাদের দো'য়া ছিল শুধু এতটুকুঃ হে আমাদের খোদা, আমাদের ভুল-ত্রুটিও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ

সওয়াব উত্তম ও দুনিয়ার সওয়াব আল্লাহ তাদের অবশেষে দিলেন

الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا ع ۱۵

ঈমান এনেছ যারা ওহে সৎকর্মশালীদেরকে পছন্দ করেন আল্লাহ এবং আখেরাতের

اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

তোমাদের গোড়ালীর উপর (অর্থাৎ পিছন দিকে) তোমাদের তারা ফিরিয়ে দেবে কুফরী করেছে (তাদেরকে) যারা তোমরা আনুগত্য কর যদি

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ

উত্তম তিনিই এবং তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ বরং ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে তোমরা ফলে ফিরবে

النّٰصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

ভীতি কুফরী করেছ (তাদের) যারা অন্তরগুলোর মধ্যে আমরা শীঘ্রই সঞ্চার করব সাহায্যকারীদের (মধ্যে)

بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَ

এবং কোন প্রমাণ সে ব্যাপারে তিনি অবতীর্ণ করেছেন না যার আল্লাহর সাথে তারা শিরক করেছে এ কারণে যে

مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ

(জাহান্নামের) আগুন তাদের ঠিকানা (হবে)

১৪৮. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দিয়েছেন এবং তা হতে উত্তম পরকালীন সওয়াবও দান করলেন। আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীল লোকদের ভালবাসেন।

রুকু:১৬

১৪৯. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু কর, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যর্থ হবে।

১৫০. (তারা যা কিছু বলে তা ভুল) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহতা'আলাই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক এবং বস্তুতঃই তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. সে সময় অতি শীঘ্র এসে পৌছবে যখন আমরা সত্যের বিরোধী কাফেরদের মনের মধ্যে একপ্রকার ভীতি ও বিভিষিকা সৃষ্টি করে দিব। কেননা, তারা খোদার সাথে এমন সব জিনিসকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক গণ্য করেছে যাদের এরূপ শরীক হওয়া সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা কোনই সনদ নাযিল করেন নি। তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম;

وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন নিশ্চয় এবং যালেমদের (জন্যে) আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট এবং

وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ

এবং তোমরা দুর্বলতা দেখালে যখন এমনকি তাঁর নির্দেশে তাদেরকে তোমরা হত্যা করতেছিলে যখন তাঁর ওয়াদা

تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ

যা এর পরও তোমরা অবাধ্য হলে ও কাজের ক্ষেত্রে তোমরা মতবিরোধ করলে

اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ

এবং দুনিয়া চায় (এমন) যারা তোমাদের মধ্যে (কিছু আছে) তোমরা ভালবাস যা তোমাদের তিনি দেখালেন

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরালেন এরপর আখেরাত চায় (এমনও) যারা তোমাদের মধ্যে কিছু (আছে)

لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ

অনুগ্রহশীল আল্লাহ এবং তোমাদেরকে মাফ করেছেন অবশ্য এবং তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

ঈমানদারদের উপর

আর এই সব যালেমদের বসবাস করার জন্যে যে স্থান দেয়া হবে তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৫২. আল্লাহতা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করেছিলেন, তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মতপার্থক্য করলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিষ দেখালেন যার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে– কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছু সংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী; তখন আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে পশ্চাৎবর্তী করে দিলেন, যেন তোমাদের যাচাই–পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্যকথা এই যে, এতদসত্বেও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাই করলেন। কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহতা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

রসূল এবং কারো প্রতি তোমরা ফিরে তাকাচ্ছিলে না এবং তোমরা উর্দ্ধমুখে চলছিলে (স্মরণ কর) যখন

يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا

না যেন দুঃখের পর দুঃখ তোমাদেরকে তখন পৌঁছালেন তোমাদের পিছনে তোমাদেরকে ডাকছিল

تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

আল্লাহ এবং তোমাদের পৌঁছেছে যা না আর (দুঃখ কর) তোমরা হারিয়েছ যা (তার) জন্যে তোমারা বিষন্ন হও

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ

দুঃখের পরে তোমাদের উপর তিনি অবতীর্ণ করলেন এরপর তোমরা কাজ করছ ঐ বিষয়ে যা খুব অবহিত

أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ

তোমাদের মধ্যহতে একটি দলকে (মু'মিনদেরকে) আচ্ছন্ন করে তন্দ্রারূপে প্রশান্তি

১৫৩. স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে, কারো দিকে ফিরে তাকানোর মত চেতনাটুকু তোমাদের ছিল না, ওদিকে রসূল তোমাদের পিছন হতে তোমাদেরকে ডাকতেছিল[৩১]। তখন তোমাদের এ আচারণের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন ভবিষ্যতের জন্যে তোমাদের শিক্ষা হয়ে যায়। যা কিছু তোমরা হারিয়ে ফেল কিংবা যে বিপদ তোমাদের উপর নাযিল হয় সে সম্পর্কে যেন মর্মাহত না হও আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

১৫৪. এ চিন্তা ও দুঃখের পর পুনরায় আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যে হতে কিছু লোকের উপর এরূপ সান্তনার অবস্থা বিস্তার করেছিলেন যে, তারা তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগল[৩২],

৩১. ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন অকস্মাৎ দুই দিক দিয়ে একই সময় আক্রমন হলো, তখন কিছু সংখ্যক লোক মদীনার দিকে পলায়ন করলো, আর কিছু লোক অহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো, কিন্তু নবী করীম (সঃ) নিজের স্থান থেকে এক ইঞ্চিও হটেননি। চারিদিকে দুশমনদের প্রচণ্ড ভীড়, তাঁর নিকটে দশ-বার জন লোকের একটি ক্ষুদ্র দল বর্তমান ছিল মাত্র। কিন্তু খোদার রসূল এই সংগীন সময়েও পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন, ও পলায়নকারী লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেনঃ "ইলাইয়া এবাদাল্লাহ, ইলাইয়া এবাদাল্লাহ" "খোদার বান্দারা আমার দিকে এসো, খোদার বান্দারা আমার দিকে এস"।

৩২. এই সময় ইসলামী সৈন্য বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক এক আশ্চর্য ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) যিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বর্ণনা করেন– এই সময় আমাদের উপর তন্দ্রার এমন প্রভাব পড়ে যে, তরবারী পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল।

وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ

আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা করে তারা নিজেরা তাদেরকে গুরুত্ব দিল নিশ্চয় (আর) একটি দল (অর্থাৎমুনাফিকরা) কিন্তু

غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ

এখতিয়ার কোন আমাদের জন্যে (আছে) কি তারা বলে জাহেলীয়াতের ধারণা সত্যের বিপরীত

مِنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِیْۤ

মধ্যে তারা লুকায় আল্লাহরই জন্যে সবটাই এখতিয়ার নিশ্চয় বল কিছুর কোন

اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا

আমাদের জন্যে থাকত যদি তারা বলে তোমার কাছে তারা প্রকাশ করে না যা তাদের মনের

مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِیْ

মধ্যে তোমরা হতে যদি বল এখানে আমরা নিহত হতাম না কোন কিছুর এখতিয়ার কোন

بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی

দিকে নিহত হওয়া তাদের উপর লেখা হয়েছে (তারা) যাদের অবশ্যই বের হত তোমাদের ঘরের

مَضَاجِعِهِمْ ۚ

তাদের নিহত হওয়ার জায়গাগুলোর

কিন্তু অপর একটি দল যার নিকট সমস্ত গুরুত্ব ছিল একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা ছিল সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। তারা এখন বলে, "এ কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে?" তাদেরকে বল, (কারো কোন অংশ নেই) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ারই খোদার হাতে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করে রেখেছে তা তোমার নিকট প্রকাশ করছে না। তাদের আসল বক্তব্য এই যে, "যদি কতৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোন অংশ হত তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না"। তাদেরকে বলঃ তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করতে তবে যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তারা নিশ্চয় তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে আসত।

وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا

যা বিশুদ্ধ করার জন্যে এবং তোমাদের বুকে (অর্থাৎ অন্তরে) মধ্যে আছে যা কিছু আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্যে এবং (এটা ঘটিয়েছেন)

فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে খুব অবহিত আল্লাহ এবং তোমাদের অন্তর গুলোতে মধ্যে আছে

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ

দুই দলের মুকাবিলার দিনে তোমাদের মধ্য হতে পিঠটান দিয়েছে যারা নিশ্চয়

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ

তারা উপার্জন করেছিল যা কিছু জিনিসের কারণে শয়তান তাদেরকে পদস্খলন ঘটিয়েছিল মূলতঃ

وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾ ع

বড় সহনশীল ক্ষমাশীল আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে আল্লাহ মাফ করেছেন নিশ্চয় এবং

আর এ ঘটনা এজন্যে ঘটেছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে আল্লাহ তার পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা রয়েছে তা পরিষ্কার করে দিবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভাল করে জানেন।

১৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা মোকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল– ইহার কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার সুযোগে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল– আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ধৈর্যধারণকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফরী করেছে (তাদের) মত যারা তোমরা হয়ো না ঈমান এনেছ যারা ওহে

وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ

অথবা দেশেবিদেশে তারা ভ্রমণ করে যখন তাদের ভাইদেরকে তারা বলেছে ও

كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا

না আর তারা মরত না আমাদের কাছে তারা থাকত যদি যুদ্ধে(শরিক) তারা হয়

قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ

আর তাদের অন্তর গুলোর মধ্যে মনস্তাপের (কারণ) এরূপ (কথাবার্তা) আল্লাহ (এরূপ হয়েছে) করেন যেন তারা নিহত হত

اللّٰهُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

ভালভাবে দেখছেন তোমরা কাজ করছ ঐ বিষয়ে যা আল্লাহ এবং মৃত্যু দেন ও জীবন দেন আল্লাহই

وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ

ক্ষমা অবশ্যই তোমরা মরে যাও অথবা আল্লাহর পথে তোমরা নিহত হও অবশ্যই যদি এবং

مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

তোমরা জমা করছ তাহতে যা উত্তম রহমত ও আল্লাহর পক্ষ হতে

রুকুঃ১৭

১৫৬. হে ঈমানদারেরা, কাফেরদের ন্যায় কথাবার্ত বলো না, নিকটাত্মীয় লোক যদি কখনো বিদেশ ভ্রমনে চলে যায় কিংবো যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়) তবে তারা বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত তা হলে তারা মরত না ও নিহত হত না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দেন। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ও জীবনদানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, এবং তোমাদের সকল প্রকার কাজকর্মের উপর তাঁর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

১৫৭. তোমরা যদি খোদার পথে নিহত হও অথব মারা যাও তবে খোদার যে রহমত ও দান তোমাদের নসীবে হবে তা এসব লোক যা কিছু সংগ্রহ-সঞ্চয় করে তাহতে অনেক উত্তম।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاَلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا

এবং যদি অবশ্যই তোমরা মারা যাও অথবা তোমরা নিহত হও অবশ্যই আল্লাহর দিকে তোমাদের একত্রিত করা হবে বস্তুতঃ কারনে

رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ

অনুগ্রহের পক্ষ হতে আল্লাহর তুমি নরম হয়েছ তাদের জন্যে এবং যদি তুমি হতে উগ্রস্বভাব পাষাণ

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ

হৃদয়ের তারা অবশ্যই সরে যেত হতে তোমার চতুর্দিক অতএব মাফকর তাদেরকে ও

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ

ক্ষমা চাও তাদের জন্যে এবং পরামর্শকর তাদের (সাথে) কাজের ক্ষেত্রে অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾ اِنْ

তখন ভরসা কর উপর আল্লাহর নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন ভরষাকারীদেরকে যদি

يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ

তোমাদের সাহায্য করেন আল্লাহ না তবে বিজয়ী হবে কেউ তোমাদের উপর আর যদি তোমাদের তিনি ত্যাগ করেন কে তবে

ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ

এমন (আছে) যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে তারপরে

১৫৮. আর তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হও কিংবা নিহত হও; সকল অবস্থায়ই তোমাদের সকলকেই একত্রিত হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হতে হবে।

১৫৯. হে নবী, এটা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্যে খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছে। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ-হৃদয়ের অধিকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত, অতএব তাদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া কর এবং দ্বীন-ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে খোদার উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।

১৬০. আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে অতঃপর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে?

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ

যে নবীর জন্যে (শোভনীয়) হতে পারে | না | এবং | ঈমানদারদের | ভরসা করা উচিত | আল্লাহরই | উপর | এবং

يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

কিয়ামতের দিনে | খেয়ানত করেছিল | তা নিয়ে যা | সে আসবে | খেয়ানত করবে | যে | এবং | সে খিয়ানত করবে

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

যুলুম করা হবে | না | তাদের উপর | এবং | সে অর্জন করেছে | যা | ব্যক্তিকে প্রত্যেক | দেয়া হবে পুরাপুরি | অতঃপর

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ

আল্লাহর | পক্ষহতে | অসন্তুষ্টি দ্বারা | পরিবেষ্টিত হয়েছে | তার মত যে | আল্লাহর | সন্তুষ্টির | অনুসরণ করল | তবে কি যে

وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ

মর্যাদায় (এক নয়) | তারা | গন্তব্যস্থান | অতি খারাপ | এবং (তা) | জাহান্নাম | তার ঠিকানা | এবং

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

তারা কাজ করছে | ঐবিষয়ে যা | খুব দেখেন | আল্লাহ | এবং | আল্লাহ | কাছে

কাজেই প্রকৃত মুমিন যারা তাদের আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত।

১৬১. খিয়ানত করা কোন নবীরই কাজ হতে পারেনা, আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খিয়ানতসহ হাজির হতে বাধ্য হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফলই লাভ করবে; কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি সব সময় খোদার মর্জী অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হবে সে কিরূপে সেই ব্যক্তির মত কাজ করতে পারে যে খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হয়েছে এবং যার পরিণতি হবে জাহান্নাম? যা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৬৩. খোদার নিকট এই উভয় প্রকার লোকদের মধ্যে বহুপর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সকলেরই কাজের উপর দৃষ্টি রাখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ

নিশ্চয় অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ উপর মোমেনদের যখন প্রেরণ করেন তাদের মধ্যে একজন রসূল মধ্যহতে

اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ

তাদের নিজেদের সে পাঠ করে তাদেরকাছে তাঁর নির্দশন গুলোকে ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয়

الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۴﴾

কিতাব ও প্রজ্ঞা এবং যদিও তারা ছিল ইতিপূর্বে অবশ্যই মধ্যে বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ

না কি যখন তোমাদের পৌছে কোন মুসিবত (অথচ) নিশ্চয় তোমরা পৌছেছো (তাদেরকে মুসিবতে) দ্বিগুণ তার

قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ

তোমরা বলে ছিলে কোথা থেকে এটা (আসল) তুমি বল তা (এসেছে) কাছ থেকে তোমাদের নিজেদের নিশ্চয়

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۶۵﴾ وَ مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ

আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান এবং যা (মুসিবত) তোমাদের পৌছেছে দিনে

الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۶﴾

মুকাবিলার দুই দলের তা(এসেছে) অনুমতিক্রমে আল্লাহর এবং তিনি যেন জানেন মু'মিনদেরকে

১৬৪. প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে খোদার আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদেয়। অথচ ইতিপূর্বে এ সব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

১৬৫. তোমাদের অবস্থা কি.....? তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসল তখন তোমরা বলতে লাগলেঃ এ কোথা হতে আসল? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে এর দ্বিগুণ মুসীবত (বিরোধী দলের উপর) পড়েছিল। হে নবী, তাদের বল, এ বিপদ তোমাদের নিজেদেরই কারণে এসেছে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

১৬৬. যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা খোদার অনুমতি ক্রমেই হয়েছিল এবং এ জন্যে হয়েছিল যে, আল্লাহ (বাস্তব ভাবে) দেখতে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন কে।

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖۚ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

তোমরা এস তাদেরকে বলা হল এবং মুনাফেকী করেছে (তাদেরকে) যারা জানেন যেন এবং

قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ

আমরা যদি জানতাম তারা বলে ছিল তোমরা প্রতিরক্ষা কর বা আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ কর

قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ

বেশী নিকটে সেদিন (ছিল) কুফরীর ক্ষেত্রে তারা তোমাদের আমরা অবশ্যই অনুসরণ করতাম যুদ্ধ(হবে)

مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ

নাই যা তাদের মুখগুলো দিয়ে তারা বলে (এমন কথা) ঈমানের চেয়ে তাদের মধ্যে

فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ اَلَّذِيْنَ

যারা তারা গোপন করছে ঐ বিষয়ে যা খুব জানেন আল্লাহ এবং তাদের অন্তরে মধ্যে

قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ

তারা নিহত হত না আমাদের আনুগত্য করত যদি তারা বসেছিল (ঘরে) ও তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ

হও তোমরা যদি মৃত্যুকে তোমাদের নিজেদের হতে তোমরা তাহলে দূরে সরাও বল

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾

সত্যবাদী

১৬৭. এবং মুনাফিক কে? এই মুনাফিকদের যখন বলা হল, এস, খোদার পথে যুদ্ধ কর, অথবা অন্ততঃপক্ষে (নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষার কাজই কর; তখন তারা বলতে লাগল, আজই যুদ্ধ হবে তা যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সংগে যেতাম। একথা যখন তারা বলতেছিল তখন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীরই অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যা মূলতঃ তাদের অন্তরে বর্তমান নেই। আর যা কিছু তারা মনে গোপন করে রাখে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন।

১৬৮. তারা নিজেরা তো বসে রইল, আর তাদের যে সব ভাই-বন্ধু লড়াই করতে গিয়েছিল ও সেখানে নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বলল, তারা যদি আমাদের কথা শুনত তাহলে তারা নিশ্চয় নিহত হতনা, তাদের বল, তোমাদের এই কথায় তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে স্বয়ং তোমাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন উহাকে দূরে রেখে তার সত্যতা প্রমাণ করো।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

এবং না মনে করো (তাদেরকে) যারা নিহত হয়েছে পথে আল্লাহর

اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(তারা)মৃত বরং তারা জীবিত কাছে তাদের রবের তাদের রিযেক দেয়া হয়

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ

তারা খুশী হয়েছে যা কিছু তাদের দিয়েছেন আল্লাহ অনুগ্রহে তাঁর এবং তারা আনন্দিত হবে (এসবজেনে)

بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا

(তাদের) জন্যে যারা নাই মিলিত হয় তাদের সাথে তাদের পেছনে (রয়েগেছে এখনও) যে না

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾

কোন ভয় (আছে) এবং তাদের জন্যে তারা না দুঃখিত হবে

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

তারা আনন্দিত হবে নেয়ামতের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে ও অনুগ্রহে এবং (এও) যে আল্লাহ না নষ্ট করেন পুরস্কার

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ ع

ঈমানদারদের

১৬৯. যারা খোদার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না! প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার নিকট হতে রেযেক পায়।

১৭০. আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশী ও পরিতৃপ্ত। এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পিছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে ও এখনো তথায় পৌছেনি তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।

১৭১. তারা খোদার নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তারা জানে যে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

اَلَّذِيْنَ	اسْتَجَابُوْا	لِلّٰهِ	وَ	الرَّسُوْلِ	مِنْۢ بَعْدِ	مَآ
যারা	সাড়া দেয়	আল্লাহর	ও	রসূলের (ডাকে)	এরপরেও	যা

اَصَابَهُمُ	الْقَرْحُ ۛ	لِلَّذِيْنَ	اَحْسَنُوْا	مِنْهُمْ	وَ
তাদের পৌঁছেছে	আঘাত	তাদের জন্যে	নেকী করেছে (যারা)	তাদের মধ্যে	ও

اتَّقَوْا	اَجْرٌ	عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾	اَلَّذِيْنَ	قَالَ	لَهُمُ النَّاسُ	اِنَّ
ভয় করেছে (আল্লাহকে)	পুরস্কার (রয়েছে)	বিরাট	(এমন) যারা	বলেছিল	তাদেরকে লোকেরা	নিশ্চয়

النَّاسَ	قَدْ جَمَعُوْا	لَكُمْ	فَاخْشَوْهُمْ		فَزَادَهُمْ	
সব লোক (অর্থাৎ বড়বাহিনী)	জমা হয়েছে	তোমাদের জন্যে	তাই ভয় কর	তাদেরকে	তাদের কিন্তু বেড়ে গেল	

اِيْمَانًا	وَّ	قَالُوْا	حَسْبُنَا	اللّٰهُ	وَ	نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾
ঈমান	এবং	তারা বলেছিল	আমাদের জন্যে যথেষ্ট	আল্লাহই	এবং	(তিনিই) উত্তম অভিভাবক

রুকূঃ১৮

১৭২. যারা আহত হওয়ার পর ও আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে[৩৩] তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত পূন্যশীল, নেককার ও পরহেযগার তাদের জন্যে অত্যধিক সুফল রয়েছে।

১৭৩. আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় কর", এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল, উত্তরে তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।

৩৩. ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুশরিকরা কয়েক মঞ্জিল দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের মনে এই খেয়াল উদয় হল, আমরা করলাম কি? মুহাম্মদের শক্তি চূর্ণ করার মহা সুযোগ হাতে পেয়েও আমরা তার সদ্ব্যবহার না করে ফিরে এলাম। অতএব তারা এক স্থানে সমবেত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করে স্থির করলো যে মদীনার উপর এখনই দ্বিতীয়বার আক্রমন করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহসে তা কুলালো না, তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো । এদিকে নবী করীমও কাফেরদের পুনরায় ফিরে আসার আশংকা করছিলেন , তাই তিনি ওহুদের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনই মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন যে , কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক। যদিও এ অত্যন্ত সংগীন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ষাটি মুমিনগণ আত্মদান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং নবী করীমের সংগে 'হাজরা উল আসওয়াদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এই জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আলোচ্য আয়াতে এই সব আত্মদানে প্রস্তুত লোকদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ

তাদের স্পর্শ করে নাই (তার) অনুগ্রহে ও আল্লাহর অবদানে তারা ফলে ফিরে এল

سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾

মহান অনুগ্রহশীল আল্লাহ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির তারা অনুসরণ করেছিল এবং কোন অকল্যাণ

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ

তাদেরকে তোমরা ভয় কর অতএব না তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায় শয়তানই তোমাদের এই মূলতঃ

وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

মু'মেন তোমরা হও যদি আমাকেই তোমরা ভয় কর বরং

১৭৪. শেষ পর্যন্ত তারা খোদার অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোন প্রকার ক্ষতি হল না এবং খোদার মর্জী অনুযায়ী চলবার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী[৩৪]।

১৭৫. এখন তোমরা জানতে পারলে যে, মূলতঃ শয়তানই উহার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে– যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

৩৪. ওহদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল যে আগামী বৎসর বদরে তোমাদের ও আমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির সময় যখন কাছে এলো তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব মুখরক্ষার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বণ করলো। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করলো। সে মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ রটানো শুরু করলো যে, এ বৎসর কোরাইশরা আক্রমনের জন্য জবরদস্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন বিরাট শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করেছে যে সারা আরবে কারুর পক্ষে তার মোকাবিলা করার সাধ্য নেই। এই প্রপাগান্ডায় মুসলমানরা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা করলেন যে, 'যদি কেউ অগ্রসর না হয়, তবে আমি একাকীই অগ্রসর হবো' তখন একথা শুনে ১৫০০ আত্মোৎসর্গী সাহাবা তাঁর সংগে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। নবী করীম তাঁদের সংগে নিয়ে বদরপ্রান্তে যাত্রা করলেন। আবু সুফিয়ান মোকাবিলার জন্য এলোনা। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করে তেজারতী কারবার থেকে যথেষ্ট আর্থিক ফায়দা হাসিল করে তারপর প্রত্যাবর্তন করে।

وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ
তারা নিশ্চয় কুফরীর মধ্যে তৎপর হয়েছে (তারা) যারা তোমাকে (যেন) চিন্তিত করে না এবং

لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ
তাদের জন্যে রাখবেন যে না আল্লাহ চান কিছু মাত্রও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে কক্ষণ না

حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
যারা নিশ্চয় বড় কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে রয়েছে এবং আখেরাতের মধ্যে কোন অংশ

اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَ
এবং কিছুমাত্রও আল্লাহকে ক্ষতি করতে পারবে কক্ষণও না ঈমানের বদলে কুফরীকে ক্রয় করেছে

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا
এই যে কুফরী করেছে যারা (যেন) তারা মনে করে না এবং বড়ই কষ্টদায়ক শাস্তি তাদের জন্যে রয়েছে

نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ
তাদেরকে আমরা ঢিল দেই মূলতঃ তাদের নিজেদের জন্যে উত্তম তাদেরকে আমরা ঢিল দেই

لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾
বড় অপমাননাকর শাস্তি তাদের জন্যে (রয়েছে) এবং পাপ তারা বৃদ্ধি করে যেন

১৭৬. হে নবী, আজ যারা কুফরীর পথে যারপরনাই চেষ্টা-সাধনা করছে তাদের কর্মতৎপরতা যেন তোমাদেরকে চিন্তিত না করে। তারা খোদার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারবে না। খোদার ইচ্ছা এই যে, পরকালে কোন অংশই তাদের জন্যে রাখবেন না। সর্বশেষে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৭৭. যারা ঈমান ছেড়ে দিয়ে কুফরীকে খরিদ করল তারা নিশ্চয় খোদাতা'আলার কোন ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি মওজুদ রয়েছে।

১৭৮. কাফেরদেরকে আমরা এই যে ঢিল দিচ্ছি, একে তারা যেন নিজেদের পক্ষে মঙ্গলজনক না মনে করে। আমরা তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি এজন্যে যে, এরা যেন পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নেয়। অতঃপর তাদের জন্যে অপমান- কর আযাব প্রস্তুত রয়েছে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ

তার উপর তোমরা (আছ) যেমন উপর মুমিনদেরকে (এমনি) ছেড়ে যে দেবেন আল্লাহর (পদ্ধতি) নয়

حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ

তোমাদের খবর দেয়া আল্লাহর (পদ্ধতি) নয় এবং পাক (সৎ লোকদের) হতে নাপাক (অসৎলোকদেরকে) পৃথক করবেন যতক্ষণ না

عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ

যাকে তাঁর রসূলদের মধ্যহতে বাছাই করেনেন আল্লাহ কিন্তু গায়েবের সম্পর্কে

يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ

ও তোমরা ঈমান আন যদি এবং তাঁর রসূলদের (উপর) ও আল্লাহর উপর তোমরা তাই ঈমান আন তিনি চান

تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

যারা তারা মনে করে না (যেন) এবং বিরাট পুরস্কার (রয়েছে) তবে তোমাদের জন্যে তোমরা ভয় কর

يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ

তাদের জন্যে কল্যাণ তা তাঁর অনুগ্রহের মধ্যহতে আল্লাহ তাদের দিয়েছেন যা কৃপণতা করে

১৭৯. আল্লাহ মুমিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দিবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমান সময়ে (দাঁড়িয়ে) আছ; তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের হতে অবশ্যই পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা খোদার নিয়ম নয়[৩৫], গায়েবের কথা জানাবার জন্যে আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্যে হতে যাকে চান মনোনীত করে নেন। অতএব (গায়েবের বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রেখো। তোমরা যদি ঈমান ও খোদা-ভয়ের নীতি অবলম্বন কর তবে তোমরা বিপুল পুণ্যের অধিকারী হবে।

১৮০. যে সব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদরে জন্যে ভাল।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের এ জানিয়ে দেয় যে তোমাদের মধ্যে কে মুমিন ও কে মুনাফিক।

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ

দিনে তার তারা কৃপণতা করেছে যা তাদের (গলায়) বেড়ি পরান হবে তাদের জন্যে অকল্যাণ তা বরং

الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ

এবং পৃথিবীর ও আকাশমন্ডলীর স্বত্বাধিকার আল্লাহরই জন্যে এবং কিয়ামতের

اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ ع ۱۶

আল্লাহ শুনেছেন নিশ্চয় খুবই অবহিত তোমরা কাজ করছ সে সম্পর্কে যা আল্লাহ

قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ

ধনী আমরা আর দরিদ্র আল্লাহ নিশ্চয় বলেছিল যারা (তাদের) কথা

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ

অন্যায়ভাবে নবীদেরকে তাদের হত্যা করা ও তারা বলেছিল যা আমরা লিখে রাখবো

وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

আগে পাঠিয়েছে একারণে যা এটা দহনের শাস্তির তোমরা স্বাদ নাও আমরা বলব এবং

اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾

বান্দাদের উপর জুলমকারী নন আল্লাহ নিশ্চয় এবং তোমাদের হাত (অর্থাৎ কৃতকর্ম)

না,..... এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় রশি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার খোদারই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।

রুকূঃ১৯

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র, কিন্তু আমরা ধনী[৩৬]। তাদের এ কথাও আমরা লিখে রাখব, আর ইতিপূর্বে তারা পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে যে হত্যা করত তাও তাদের আমলনামায় রক্ষিত হবে। (যখন চূড়ান্ত ফয়সালার সময় উপস্থিত হবে তখন) আমরা তাদের বলবঃ নাও, এখন জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৮২. এটা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জিত। খোদা তাঁর বান্দাদের পক্ষে কখনো যালেম নন।

৩৬. ইহুদীদের কথা। কুরআন মজিদে যখন এই আয়াত নাযিল হলো যে "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে কে প্রস্তুত আছো?" তখন ইহুদীরা এ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলতে লাগলো- "জি হাঁ, আল্লাহ মিয়াতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর বান্দাহদের কাছ থেকে কর্জ চাওয়া শুরু করেছেন"।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ

যারা বলে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা ঈমান আনব যে না

لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ

কোন রাসূলের উপর যতক্ষণ না আমাদের কাছে নিয়ে আসবে এক কুরবানী তা খেয়ে ফেলবে (অদৃশ্যের) আগুনে বল

قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ

নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে অনেক রসূল আমার পূর্বে উজ্জ্বল নিদর্শন সহকারে এবং ঐ বিষয়ে যা

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

তোমরা বলেছ তবে কেন তোমরা হত্যা করেছ তাদেরকে যদি তোমরা হও সত্যবাদী

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ

যদি তবুও তোমাকে তারা অস্বীকার করে তবে (নতুন কিছু নয়) অস্বীকার করেছে রসূলদেরকে তোমার পূর্বেও তারা এসেছিল

بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ

সুস্পষ্ট নির্দশনসহ ও (অনেক) সহীফা ও কিতাব আলোকদানকারী (সাথে নিয়ে) প্রত্যেক ব্যক্তিই

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

স্বাদ গ্রহণকারী (হবে) মৃত্যুর এবং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্ণ দেয়া হবে তোমাদের পুরস্কার সমূহ কিয়ামতের দিনে

১৮৩. যারা বলে, "আল্লাহ আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কাউকে রসূল বলে মেনে নেব না, যতক্ষণ না সে আমাদের সামনে এমন এক কোরবাণী পেশ করবে যা আগুন (অদৃশ্য হতে এসে) খেয়ে ফেলবে", তাদের বলঃ তোমাদের নিকট পূর্বে আমার অনেক রসূলই এসেছে, তারা বহু উজ্জ্বল নিদর্শনও এনেছিল, এবং তোমরা যে নিদর্শনের উল্লেখ করছ তাও তারা এনেছিল, এতদসত্ত্বেও (ঈমান আনার জন্যে এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে তবে সেই রসূলদের তোমরা কেন হত্যা করলে?

১৮৪. এখন হে মোহাম্মদ, এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে অমান্য করা হয়েছে যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহিফা ও আলোকদানকারী কিতাব-সমূহ নিয়ে এসেছিল।

১৮৫. অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবে কিয়ামতের দিন পাবে।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

সে সফল হবে | তবে নিশ্চয় | জান্নাতে | প্রবেশ করানো হবে | এবং | আগুন | থেকে | রক্ষা করা হবে | অতঃপর যাকে

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ

তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে | ধোঁকার | সামগ্রী | এ ছাড়া | দুনিয়ার | জীবন | নয় | এবং

فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ

যাদের | তাদের থেকে | তোমরা শুনবে | অবশ্যই | এবং | তোমাদের জান সমূহে | ও | তোমাদের সম্পদ সমূহের | মধ্যে

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا

শিরক করেছে | (তাদের) যারা | হতে ও | এবং | তোমাদের পূর্বে | কিতাব | দেওয়া হয়েছে

اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ

এটা | তবে নিশ্চয় | তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর | ও | তোমরা সবর কর | যদি | এবং | অনেক | কষ্টদায়ক (কথা)

مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾ وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ

প্রতিশ্রুতি | আল্লাহ নিয়েছিলেন | (স্মরণ কর) যখন | এবং | ব্যাপার | দৃঢ় সংকল্পের | অন্যতম

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا

না | এবং | লোকদের জন্যে | তা অবশ্যই তোমরা প্রচার করবে | কিতাব | দেওয়া হয়েছিল | (তাদের থেকে) যাদেরকে

تَكْتُمُوْنَهٗ

তা তোমরা গোপন করবে

সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। তারপর এই দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।

১৮৬. মুসলমানেরা! তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়েই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এসব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করে ও খোদার ভয় রক্ষা করে চলতে পার তবে নিশ্চয় এটা অত্যন্ত উঁচুদরের সাহসিকতার ব্যাপার।

১৮৭. এসব আহলি-কিতাবদেরকে সে ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও যা আল্লাহ তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করে রাখতে পারবে না।

فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا

অতঃপর তা তারা ফেলেদিল | পিছনে | তাদের পিঠের (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করল) | এবং | তা দিয়ে তারা ক্রয় করল | মূল্যের (জিনিষ)

قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

অতিঅল্প | অতএব কত নিকৃষ্ট | যা | তারা ক্রয় করে | না | তারা(যেন) মনে করে

الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا

যারা | আনন্দ করে | ঐ বিষয়ে যা | তারা করেছে | ও | তারা পছন্দ করে | যে | তাদের প্রশংসা করা হোক

بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ

ঐবিষয়েও যা | নাই | তারা করেও | অতএব না | তাদের মনে করবে | নিরাপদ স্থানে | হতে | আযাব

وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ

এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | কষ্টদায়ক | এবং | আল্লাহর জন্যে | রাজত্ব | আকাশ মণ্ডলীর | ও

ع ١٧ ١٠

الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ فِيْ

পৃথিবীর | এবং | আল্লাহ | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | নিশ্চয় | মধ্যে রয়েছে

خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ

সৃষ্টির | আকাশ সমূহের | ও | পৃথিবীর | ও | আবর্তনে | রাতের | ও | দিনের

لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

অবশ্যই নির্দশন সমূহ | জন্যে | বুদ্ধিমানদের

কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করেছে, ইহা (তারা যা করছে তা) কতই না খারাপ কাজ।

১৮৮. তোমরা এসব লোককে আযাব হতে সুরক্ষিত মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত এবং এসব কাজের জন্যে তারা প্রশংসা লাভ করতে চায় যা মূলতঃ তাদের কৃত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি তৈরী রয়েছে।

১৮৯. যমীন ও আসমানের মালিক আল্লাহ এবং তার শক্তিই সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী।

রুকুঃ২০

১৯০. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সে সব বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে;

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

তাদের পার্শ্ব সমূহের (শুয়ে) উপর এবং বসে ও দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে যারা

وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا

না (তারা বলে) হে আমাদের রব পৃথিবীর ও আকাশ মন্ডলীর সৃষ্টির বিষয়ে তারা চিন্তা গবেষনা করে আর

خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

আগুনের শাস্তি(হতে) অতঃপর আমাদেরকে বাঁচাও তুমিই পবিত্র অর্থহীন এটা তুমি সৃষ্টি করেছ

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَ مَا

নাই এবং তাকে তুমি অপমান করলে তাহলে নিশ্চয় আগুনে প্রবেশ করাও যাকে নিশ্চয় তুমি হে আমাদের রব

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

এক আহবান কারীকে আমরা শুনেছি নিশ্চয় আমরা হে আমাদের রব সাহায্যকারী কোন যালেমদের জন্যে

يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ

আমরা ফলে ঈমান এনেছি তোমাদের রবের উপর তোমরা ঈমান আন (এবলে) যে ঈমানের দিকে আহবান করতে

১৯১. যারা উঠতে, বসতে, শুতে– সকল অবস্থায়ই খোদাকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে) খোদা এ সবকিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন, সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব হে খোদা, দোযখের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও।

১৯২. তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ। তাছাড়া এসব যালেমদের সাহায্যকারীও কেউ হবে না।

১৯৩. খোদা! আমরা একজন আহবানকারীর আমন্ত্রন শুনতে পেয়েছি যে ঈমানের জন্যে আহবান জানাতেছিল (এবং বলতেছিল) যে, তোমরা তোমাদের খোদাতা'আলাকে মেনে নাও। আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি,

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ

এবং আমাদের দোষত্রুটি আমাদের থেকে দূরকর ও আমাদেরঅপরাধ গুলোকে আমাদের জন্যে মাফকর হে আমাদের রব

تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى

নিকট আমাদেরকেতুমি ওয়াদা করেছ যা আমাদেরকে দাও এবং হে আমাদের রব নেকলোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও

رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

ওয়াদার খেলাফ কর না নিশ্চয় তুমি কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে অপমান করো না এবং তোমার রসূলদের

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ

কাজ নষ্ট করব না (এবলে) যে আমি তাদের রব তাদেরকে সাড়াদিলেন তাই

عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ

হতে তোমাদের একে স্ত্রী (লোকদের) অথবা পুরুষ (লোকদের) মধ্যহতে তোমাদের মধ্যকার কোন আমল কারীর

بَعْضٍ ۚ

অন্যের (অর্থাৎ সমশ্রেণী ভুক্ত)

অতএব হে আমাদের পরোয়ারদিগার! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা কর, আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সংগে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর।

১৯৪. খোদা! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার সম্মুখীন করো না। নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাপকারী নও।

১৯৫. উত্তরে তাদের খোদা বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দিব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী-তোমরা সকলেই সমজাতের লোক।

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

তাদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত হয়েছে ও হিজরত করেছে যারা কাজেই

وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ

আমি অবশ্যই দূর করে দেবই নিহত হয়েছে ও তারা যুদ্ধ করেছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

প্রবাহিত হয় জান্নাতে তাদেরকে অবশ্যই আমি প্রবেশ করাবই এবং তাদের দোষত্রুটি তাদের থেকে

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ

তাঁরইকাছে (আছে) আল্লাহ (এমন যে) এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিফল ঝর্ণাধারা তার পাদদেশে

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ

(তাদের) যারা (দম্ভপূর্ণ) চলাফেরা তোমাকে ধোকা দেয় না (যেন) প্রতিফল উত্তম

كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ

তাদের ঠিকানা (হবে) এরপর অতি সামান্য (এটা) ভোগবিলাস ও স্ফূর্তি দেশে দেশে কুফরী করেছে

جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

বিশ্রামস্থল অতিনিকৃষ্ট এবং জাহান্নাম

কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্যে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্যে লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচহতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। খোদার নিকট ইহাই তাদের প্রতিফল; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র খোদার নিকটই পাওয়া যেতে পারে।

১৯৬. হে নবী, দুনিয়ার রাজ্য সমূহে খোদার নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে।

১৯৭. এটা কয়েকদিনের জীবনের স্বল্প আনন্দ মাত্র, অতঃপর এরা সকলে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে, আর তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থল।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয়করে তাদের জন্যে (রয়েছে) জান্নাতসমূহ প্রবাহিত হবে তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ

ঝর্ণাধারা সমূহ তারা চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে (পাবে) মেহমানদারী আল্লাহর নিকট হতে এবং যা কিছু আল্লাহর কাছে (রয়েছে)

خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

(তাই) উত্তম নেক লোকদের জন্যে নিশ্চয় এবং আহলি মধ্যে কিতাবদের (এমনও আছে) অবশ্যই যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর

وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ

আল্লাহর জন্যে বিনয়ী হয়ে তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে যা এবং তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে যা এবং

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

তাদের জন্যে (রয়েছে) ঐসব লোক সামান্য মূল্যের (জিনিষ) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে তারা ক্রয়করে না

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

হিসাবে ত্বরিত আল্লাহ নিশ্চয় তাদের রবের কাছে তাদের প্রতিফল

১৯৮. পক্ষান্তরে যারা খোদাকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্যে এমন বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। খোদার নিকট হতে মেহমানদারীর এটাই সরঞ্জাম তাদেরই জন্যে, আর খোদার নিকট যা কিছু আছে নেক লোকদের পক্ষে তাই উত্তম জিনিস।

১৯৯. আহলি-কিতাবদের মধ্যেও কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তার প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে; তারা খোদার প্রতি নিষ্ঠাবান, অবনত এবং খোদার আয়াতকে সামান্য-নগন্য মূল্যে বিক্রিকরে দেয় না; তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট মওজুদ রয়েছে, আর আল্লাহ হিসাব সম্পূর্ণ করতে দেরী করেন না।

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	اصْبِرُوا	وَ	صَابِرُوا	وَ	رَابِطُوا
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা সবর কর	ও	ধৈর্যে দৃঢ় থাক	এবং	তোমরা প্রস্তুত থাক

وَ	اتَّقُوا	اللَّهَ	لَعَلَّكُمْ	تُفْلِحُونَ ۝٢٠٠
এবং	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	আশাকরা যায় তোমরা	সফলকাম হবে

ع

২০০. হে ঈমানদারেরা, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং খোদাকে ভয় করতে থাক; আশা আছে যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

معانی الفاظ

القرآن المجید

المجلد الاول

عربی - بنغالی

المترجم

مطیع الرحمٰن خان